বাংলার মাটি

নাট্যকার
শ্রীতুলসীদাস লাহিড়ী

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

নাট্যকারের নিবেদন

Stage is not pulpit. এটা বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্য রসিক জাতির দেশে প্রচলিত কথা। নাটকের দর্শক একমাত্র আনন্দের সন্ধানেই রঙ্গালয়ে যায়, উপদেশ শুনতে নয়। মঞ্চের উপর নানা রঙ্গে, নানা রসের খেলা দেখে, নিজ মনে সে গুলির ঘাত প্রতিঘাতের অংশ নিয়ে, নানা প্রকার ভাবাবেগ সৃষ্টি ক'রে তারা কখনও কাঁদে কখনও হাসে। সকল খেলার মত, নাটকের খেলাতেও জয় পরাজয় থাকে। দর্শক তার আশানুরূপ জয় পরাজয় দেখতে পেলে খুশী হ'য়ে নাটকের জয় গান ক'রে। নাটকের দ্বন্দ্ব—ভাল এবং মন্দের দ্বন্দ্ব। তাই নাটকে প্রত্যক্ষভাবে না হ'লেও, পরোক্ষভাবে কিছু না কিছু তত্ত্ব কথা ফুটে ওঠেই অর্থাৎ উপদেশ থাকেই। যা থেকে মানব জাতির এই বহু সমস্যা সঙ্কুল অগ্রগতির পথে দর্শক, সত্যের সন্ধান পায় এবং ত্রুটি বিচ্যুতি সম্বন্ধে সাবধান হয়। দর্শক মনের উপর এই প্রতিক্রিয়া যখন শুধু উপদেশ দিয়ে সৃষ্টি করার চেষ্টা হয়, তখন তারা বিরক্তই হয়। কিন্তু যখন সেই তত্ত্বটুকু নাটকের ঘটনার গতিবেগ ব্যহত রেখে, সহজ পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকেই ফুটে ওঠে, তখন নাটকের প্রত্যক্ষ রসাস্বাদের সঙ্গে সঙ্গে দর্শক অন্য এক প্রচ্ছন্ন রসের আস্বাদ পেয়ে মুগ্ধ হয়। তাই সকল সার্থক নাটকেই Message হিসাবে নাট্যকারের কিছু না কিছু বক্তব্য থাকেই।

ক্ষণিক অবসর বিনোদনের জন্য যে সব নাটক রচিত হয়, সেগুলি পলায়নী মনোবৃত্তি সম্পন্ন দর্শকগণকে ক্ষণিকের জন্য আনন্দ দিয়ে ক্ষণিকের জন্য সার্থক হয়। মানুষ সব সময়েই, হেঁসে কেঁদে কেন হাসলাম বা কেন কাঁদলাম এটা

ভাবেই। তাই কাইকুতু দিলে হেসে, পরক্ষণেই অসন্তুষ্ট হয়—ব'লেই এইসব নাটক কিছু দিন পরে খুসী হওয়া দর্শকদের কাছেও অত্যন্ত বাজে বলে মনে হয়।

শৈশব কৈশোর ও যৌবনের প্রথম ভাগের দিনগুলিতে নাট্য রস আস্বাদনের যতটুকু স্মৃতি আজও মনে আছে, তাতে মনে পড়ে যে উপদেশ শুনতে মন সেদিন খুবই বিরূপ ছিল। যাত্রা অভিনয়ে, নারদ বা বশিষ্ঠ মুনী আসরে এসে, চুল দাড়ীর পাটের বোঝা নেড়ে চেড়ে, জগৎবাসীকে সম্বোধন করে উপদেশ দিতে সুরু ক'ল্লেই মন তিক্ত হ'য়ে উঠত। অথচ হাস্যকর যুদ্ধের দৃশ্যে বা অপটু সজ্জায় নারী বেশী বালকবৃন্দের নাচের সময় নিদ্রালস চোখে চেয়ে থেকে, মুগ্ধ বিস্ময়ে কি আনন্দই না পেতাম। সমগ্রভাবে নাটকীয় রস গ্রহণের প্রস্তুতি তখন মনের ছিল না। কতগুলি বিক্ষিপ্ত চটকদার টুকরার মিথ্যা জৌলশেই মন আকৃষ্ট হ'ত। আজ কিন্তু বুঝতে পেরেছি সেই বিরূপ মনেই, নিজের অজ্ঞাতসারে, অভিনীত চরিত্রগুলি কি বিচিত্রভাবে ক্রিয়া ক'রে রুচি ও নীতি বোধের পরিবর্ত্তন ও উন্নতির কারণ হ'য়েছে।

সুতরাং যদি বলা হয় যে দর্শক মনে ভাব ও রসের সৃষ্টি ক'রে আনন্দ দেওয়াই নাট্যকারের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব, তা হ'লে বোধ হয় ভুল হ'বে না। চরিত্র সৃষ্টি ক'রে দর্শকের মন আকর্ষণ করা ও ঘটনার বিন্যাসে চরম পরিণতির জন্য কৌতুহল জাগিয়ে রাখা এই আনন্দ দেওয়ার প্রধান উপায়। সেই সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত—চরিত্রের পরিণতি ও সংলাপের সাহায্যে বিশ্বাস যোগ্য ভাবে দর্শকের মনে ভাব জাগিয়ে দিয়ে, একটা বিশেষ তত্ত্ব ফুটিয়ে তোলার পরোক্ষ দায়িত্বও নাট্যকারের আছে। তাই নাটকের সার্থকতা নির্ভর করে নাট্যকারের ঐসব সৃষ্টি বিন্যাস ও ব্যঞ্জনার শক্তির উপর।

নাট্যকার হিসাবে এ সত্য আমি বিশ্বাস করি। এই বিশ্বাসের প্রকৃত শক্তি পরীক্ষার জন্য বিশেষভাবে এই নাটক রচনা ক'রেছি। কত সংক্ষিপ্ত ঘটনায়, কত অল্প ভাবাবেগ ও সহজ রসের সাহায্যে, দর্শকের মন ধরা যায় এটাও যাচাই করার ইচ্ছা সঙ্গে সঙ্গে ছিল। বর্ত্তমান যুগ পরিবর্ত্তনের মুখে দাঁড়িয়ে, আজকের

জীবনের কথা নিয়ে নাটক রচনা খুব বেশী হ'চ্ছে না। যা সামান্য ক'য়েকটি হ'য়েছে, তাও পেশাদারী রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষের বিমুখতার জন্য সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে শক্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারে নি। বিচ্ছিন্নভাবে, সল্প সজ্জায়, আঙ্গিকের দৈন্যের মধ্যেই, বাংলার রসিক জনের সম্মুখে সামান্য কয়েকবার সে গুলিকে উপস্থিত করা হ'য়েছে। ফলে কিন্তু সমস্ত বাংলার দরদী মনের কাছে থেকে এমন একটা সাড়া পাওয়া গেছে যে সেই উৎসাহই আমাকে এই জটিল সমস্যা সঙ্কুল এই নাটকটী রচনায় অনুপ্রাণিত ক'রেছে।

আজকের যুগে, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক, প্রভৃতি সব কিছু সমস্যাই যেন জড়িয়ে গেছে। এর যে কোনও একটা ধ'রে টানলেই অপরগুলি এত স্বাভাবিক ভাবে, সজোরে সবেগে এসে দাড়ায় যে তাদের এড়িয়ে চলা অসম্ভব। তাই এই নাটকে সব কিছু সমস্যা জড়িয়ে গিয়ে, একে একটা বিশেষ বিশেষণ দেওয়া কঠিন হ'য়ে দাড়িয়েছে। এ নাটক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক যাই হোক না কেন এটা ভাঙ্গা বাংলার বর্ত্তমান ভাঙ্গা মনের কাহিনী। বাংলা ভাগের পর থেকে যা দেখেছি শুনেছি ভেবেছি বুঝেছি তাই দিয়ে এ নাটক সাজিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে আমার চিন্তার যতটুকু পেয়েছি তারও একটু ইঙ্গিত দর্শকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা ক'রেছি। যদিও বেশ জানি যে সেই চিন্তাধারার সঙ্গে কেউ হয়ত একমত হবেন; কেউ হয়ত বা হবেন না।

নাটকটী ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘের আয়োজনে কয়েকবার অভিনীত হ'য়েছে। সেই সব অভিনয়ের পর নানা দর্শকের মনে নানা প্রকার প্রতিক্রিয়া হয়েছে, তাও লক্ষ্য ক'রেছি। এ নাটকে, ইচ্ছা ক'রেই নাচ গান, অবান্তর রঙ্গরস, ভাবাধিক্য প্রভৃতি বর্জ্জন করা হ'য়েছে। যাতে দর্শক বিচ্ছিন্ন চটকদার আলগা রসের আনন্দে ভুলে, মুল রস অবহেলা না ক'রে, সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছি। সেই সব মামুলী চাকচিক্যের অভাব সত্ত্বেও, কোন দর্শক মধ্য পথে উঠে যান নাই কিম্বা ভাল না লাগার অবসাদে অবসন্ন হ'য়ে আসনে ঘুমিয়েও পড়েন নাই।

অভিনয় শেষে অনেকে অনেক রকম সমালোচনা ক'রেছেন। কেউ কেউ তিক্ত সত্য, যুক্তির সাহায্য গ্রহণ করে কুণ্ঠিত ভাবে প্রশংসা ক'রেছেন। কেউ কেউ নাটকের নামে ফাঁকি দিয়ে রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন করার ফন্দী এতে আবিষ্কার ক'রে বিরূপ হ'য়েছেন। কেউ কেউ উচ্ছসিত প্রসংশার সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকার হিসাবে আমি নিজেই সংস্কার মুক্ত নই এ রকম অনুযোগও ক'রেছেন। অনেকে আজকের ভাঙ্গা বাংলার বোবা কান্না এতে শুনতে পেয়ে দুঃখের সঙ্গে প্রশ্ন ক'রেছেন—"ততঃ কিম্"

দর্শকদের দু চারজন এ নাটকে মুসলমান চরিত্রগুলির উপর আমার নাকি পক্ষপাত আছে, এ রূপ অনুযোগও ক'রেছেন। উত্তরে আমি বলব যে ভাঙনের যুগে দোষ মুক্ত নূতন কিছু গড়ে তুলতে আত্মানুসন্ধানই সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। আমি হিন্দু হ'য়ে, হিন্দুর ত্রুটী যদি কিছু বেশী ক'রেই দেখিয়ে থাকি সেটা কোনও বিদ্বেষ থেকে আসে নি। এসেছে নিজেদের ত্রুটীর জন্য অপরাধের বেদনা বোধ থেকে। আজ স্বার্থের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন অন্ধকার যুগেও আমি ব্যক্তিগত ভাবে হিন্দু মুসলমান সবার ভিতরেই ভাল মন্দ সব কিছুই দেখেছি। চরিত্র গুলিতে নাটকের জন্য সামান্য কিছু রং বদলাতে বাধ্য হ'লেও, সে গুলি জীবন্ত চরিত্রেরই আলেখ্য। পরিবেশের চাপে, ব্যক্তিগত কারণে মনুষ্যত্বের যুদ্ধে পরাজিত হিন্দু চরিত্র যেমন নাটকে এনেছি, সেই সঙ্গে যারা ধৈর্য্য ও সংযমের সঙ্গে বিচার বুদ্ধি বজায় রেখে, আজও হার না মেনে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে—তাদেরও দর্শকের সামনে উপস্থিত ক'রেছি। এক কথায় পক্ষপাত দোষ দুষ্ট না হবার যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রেছি। তবুও সে চেষ্টা সার্থক হ'য়েছে কিনা সে বিচার দর্শক ও পাঠকের হাতে।

গত মার্চ্চ মাসে বোম্বাই প্রবাসে এ নাটকটি লেখা শেষ করি। আজ ১৯৫৪ সালের মার্চ্চ মাসে ছাপান শেষ হবার মুখে, পূর্ব্ব পাকীস্তানে যে পরিবর্ত্তনের সংবাদ পাচ্ছি এবং সে সংবাদে পশ্চিম বাংলার জনগণের মনে যে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য

করছি তা থেকে আমার চিন্তাধারা বহু লোকের সঙ্গে এক, এটা উপলব্ধি ক'রে আনন্দ অনুভব ক'চ্ছি।

সমাধান দেবার দায়ীত্ব নাট্যকারের নয়। সমস্যা যত জটিল, দায়ীত্ব তত কম। কারণ কোনও সমস্যার সমাধানের সূত্র খোঁজার জন্য চাই ঐকান্তিক ভাবে অন্য রকম সাধনা। তবুও এ নাটকের "বাংলার মাটি" নাম রেখে, এর পরিণতির সঙ্গে, সসংকোচে যে সমাধানের ইঙ্গিতটুকু দিয়েছি, আজ পরিবর্ত্তন সেই পথ দিয়েই আসছে দেখে, পাকীস্তানের নওজোয়ানদের ও বর্ত্তমান নেতৃবৃন্দকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। লটকা ও স্বরুর সঙ্গে মনে মনে কণ্ঠ মিশিয়ে দেশান্তরে থেকেও বলছি—

ঝুঠার—রাশি হটায়ে হাসি—
আমরা নওজোয়ান—

বিনীত নাট্যকার—
শ্রীতুলসীদাস লাহিড়ী
২১।৩।৫৪, কলিকাতা

প্রথম অভিনয় রজনী

অভিনয় :—সারা বাংলা ক্রান্তি শিল্পী সম্মেলন মণ্ডপ

তারিখ :—৩রা অক্টোবর, ১৯৫৩

অভিনেতাগণ :

১।	আবু মিঞা	শ্রীতুলসীদাস লাহিড়ী
২।	কালী বাবু	,, কানু বন্দোপাধ্যায়
৩।	সদানন্দ উকিল	,, কালী সরকার
৪।	লট্‌কা	,, সবিতাব্রত দত্ত
৫।	নুরু মিঞা	,, নেপাল নাগ
৬।	সলিম মিঞা	,, রসরাজ চক্রবর্ত্তী
৭।	গরীবুল্লা	,, সুশীল চক্রবর্ত্তী
৮।	আন্‌সার	,, শৈলেন দে
৯।	হায়দার মিঞা	,, কালীপদ চক্রবর্ত্তী
১০।	বেণী বাবু	,, রঞ্জিত গুপ্ত
১১।	পুলিশ	,, বলাই সেন

স্ত্রী চরিত্রে :

১।	কিরণশশী	শ্রীমতী মণীষা ঘোষ
২।	চিত্রা	,, বাণী গাঙ্গুলী
৩।	আনোয়ারা খাতুন	,, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়
৪।	দৌলত বিবি	,, মঞ্জুশ্রী মিত্র
৫।	মিনতি	,, আলো দাশগুপ্তা

নেপথ্য সঙ্গীতে :

বুদ্ধদেব রায়, নির্ম্মল সেন, শ্যামল গুপ্ত প্রভৃতি—

বাংলার মাটি

প্রথম অঙ্ক

[ভাঙ্গা বাংলার বর্ত্তমান পাকীস্তানের উত্তরাঞ্চলে একটি সহরে, অবসর প্রাপ্ত সরকারী চাকুরে কালীকিঙ্কর বাবুর বাড়ীর বাহিরের বারান্দা ও উঠান। একদিন ছোট্ট একটি বাগান সেখানে ছিল তার নিদর্শন হিসেবে গুটিকয়েক জরাজীর্ণ পাম গাছের নিচে একটি জরাজীর্ণ গার্ডেন বেঞ্চ আজও আছে। বারান্দার যে পাশ থেকে পাশের বাড়ীর দালানের খানিকটা অংশ দেখা যায় সেই দিকে একটি ডেক চেয়ার ও কয়েকটি বিভিন্ন প্যাটার্ণের চেয়ার রাখা আছে।

তখন বিকেল বেলা। কালীবাবুর নাতনী চিত্রা একটি চিঠি হাতে বাইরে এল। দূরে আনসারদের কুচ্‌কাওয়াজ ও সমবেত জয়ধ্বনি হচ্ছিল। তাই শুনে চিত্রা একটু ইতস্তত ক'রে বেরিয়ে গেল। বৃদ্ধ কালীবাবু একটু বাদেই বেরিয়ে এসে ব্যস্তভাবে ডাকলেন "লটকা—লটকারে—ওচিত্রা তোরা কোথায় গেলি?" উত্তর না পেয়ে আপন মনে গজ গজ ক'ত্তে ক'ত্তে ঘরে গিয়ে তিনি খিল দিলেন। চিত্রা ফিরে এসে দরজা বন্ধ দেখে ডাকল—

"দাদু—দাদু"

[সাড়া না পেয়ে জানালার কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে বলল—]

চিত্রা। দোরে খিল দিলে কেন দাদু ?

[কালীবাবু দোর খুলে বাইরে এসে বল্লেন]

কালী। কোথায় গিয়েছিলি চিত্রা ?

চিত্রা। চিঠি ডাকে দিতে।

কালী। ওই গর্জ্জন শুনতে পাচ্ছিস্ না ? আবার হাঙ্গামা সুরু হ'ল না কি আর তুই চিঠি ডাকে দিতে সদর রাস্তায় গেলি ? কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই তোদের।

চিত্রা। [হেসে ফেল্ল] যা হোক ভয় তোমার ! প্যারেড হচ্ছে।

কালী। [কথাটা ঠিক না বুঝতে পেরে] কি হচ্ছে ?

চিত্রা। প্যারেড। আনসারদের কুচকাওয়াজ।

কালী। তা ওরা ত' কোনও দিন এদিকে আসে না। আজ কেনবড় রাস্তা ছেড়ে এ গলিতে ঢুকছে ? কি জানিরে দিদি ভয়ে সারা হ'য়ে গেলাম। মধুসূদন ! বিপদ ভঞ্জন ! ঠাকুর !

[দরজার মাথার উপর টাঙ্গানো জিন্না সাহেবের ছবির দিকে চেয়ে করজোড়ে প্রণাম কল্লেন।]

চিত্রা। [হেসে] এই গ্যাখ ! ঠাকুর ব'লে কাকে প্রণাম ক'চ্ছ দাদু ?

কালী। অবতার আর ঠাকুর একই কথা। পরমহংসদেব এযুগের অবতার।

চিত্রা। কি কাণ্ড ! ওটা যে জিন্না সাহেবের ছবি।

কালী। যাঃ ঠাট্টা করিস বুঝি ?

[চশমা পরে ভাল ক'রে দেখবার আয়োজন ক'ল্লেন]

চিত্রা। লটকা পরশুদিন রামকৃষ্ণ দেবের ছবি সরিয়ে ঐটে টাঙ্গিয়েছে।

কালী। হুঁ। চশমা ছিল না তাই ভুল 'হয়েছে। আর ভুলই বা কি ? আমাদের বিপদ উনি ভঞ্জন ক'ত্তে পারেন।

চিত্রা। কি আশ্চর্য্য! উনি যে বেঁচেই নেই। তোমার এমন ভুল হ'চ্ছে আজকাল।

কালী। কিচ্ছু ভুল হয় নি। আমার সব মনে আছে দিদি। উনি বুঝেছিলেন যে এদেশে হিন্দু আর ওদেশে মুসলমান ভয়ে কুঁকড়ে থাকবে। তাই উনি অধিবাসী বিনিময়ের কথা ব'লেছিলেন। বলেন নি?

চিত্রা। ব'লেছিলেন বটে।

কালী। তবে?

চিত্রা। অসম্ভব ব'লে সে কথা কেউ মানলই না।

কালী। ওঁর কথায় পাকিস্তান সম্ভব হ'ল আর ওটা বুঝি সম্ভব হ'ল না। তোরা কিছু বুঝিস্ না। ওবাড়ীর আবু ভাই এলে' তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখিস্। সে বলে যে, জনসাধারণের সুখ সুবিধার কথা ভেবে ত আর দেশ ভাগ হয় নি। হ'য়েছে উজীর নাজির সুবেদার সলার এই সব হবার জন্য। তাই জনসাধারণের দুর্দ্দশা ক্রমশই বাড়ছে। আবু এলে একদিন এ সব কথা তুলে শুনিস্।

চিত্রা। উনি ত' এসেছেন।

কালী। এসেছে!

চিত্রা। ঐ ত' বারান্দায় বসে তামাক খাচ্ছেন।

[কালী বাবু পাশের বাড়ীর দিকে এগিয়ে গিয়ে উঁচু গলায় ডাকলেন—"ও আবু ভাই। ও আবু ভাই।"

উত্তর এল "কি কালী দা"]

কালী। আরে! তুমি কবে এলে হে? এস না একবারটি এ বাড়ীতে। [চিত্রার কাছে ফিরে এসে] ওর কাছে সব কথা শুনিস্ চিত্রা। যখন কলেজে পড়ি তখন লিয়াকৎ হোসেন বিডন্ স্কোয়ারে বক্তৃতা দিত—ঐ কলকাতার বিডন্ স্কোয়ারে—ও সেই দলের ছিল। তারপর ওকালতী ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে খিলাফৎ আন্দোলনের সময় জেল পর্য্যন্ত খেটেছিল।

[আবু হোসেন মিঞা আসছে দেখে]

এস ভাই এস এস।

[আবু মিঞা এসে কালী বাবুর হাত ধরলেন]

আবু। আদাব কালী দা। শরীর কেমন আছে ?

কালী। ভাল যে থাকতেই হবে ভাই। লটকাটা মানুষ হ'ল না। Matric ফেল করে এখন সেতার বাজাচ্ছে। এই চিত্রার বিয়ের কোনও ব্যবস্থা ক'ত্তে পাচ্ছি না। এই বোঝা টানতে আমার পেনসনের টাকা কটি যে বড় দরকার। বেঁচে ত থাকতেই হবে।

আবু। সবারই ঐ এক কথা। 'যত দিন যায় তত কাজ বাড়ে।'

কালী। ঠিক বলেছ ভাই। আমার অবসর আর হবে না। নইলে শ্যামা কিঙ্কর আমার চলে গেল, আর মোট বইতে বুড়ো বাপ্ বেঁচে রইলাম। [গলার স্বর ভারি হ'য়ে এল মৃত পুত্রের কথা মনে পড়ে]

চিত্রা। যে কথার জন্য নানাকে ডাকলে সে সব কথা ছেড়ে আবার এই সব কথা সুরু ক'রলে কেন ?

কালী। দুঃখের কথা বলার লোকও ত' পাই না ভাই। ওরে "যারা পাছে এল আগে গেল আমি রইলাম পড়ে।'

চিত্রা। দেখুন ত' নানা ?

আবু। তোদের এ বয়েসে তোরা এ সব ব্যথা বুঝবি না চিত্রা।

চিত্রা। আমাদের অত অবুঝ ভাবেন কেন ? এরা যে কি উৎকণ্ঠায় কি বেদনায় প্রতিটি দিন কাটাচ্ছে, দিন রাত চোখে দেখেও কি সেটা বুঝি না। মা আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। দাদু খালি বিপদ ভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকেন। আমিই যেন এদের সব দুঃখ আর সব দুশ্চিন্তার কারণ হ'য়েছি।

কালী। আপন জনের জন্য দুঃখ কষ্ট ত' মানুষেই ক'রে। যাক ও সব কথা। কতদিন পরে আবু ভাই এল তাকে এক কাপ চা খাওয়াবি না দিদি ?

আবু। [বাধা দিয়ে] না—না থাক্।

চিত্রা। একটুও দেরী হবে না নানা। [বারান্দার দিকে চলল]

আবু। আরে দিদি শোন্ শোন্। তোদের যেমন সন্ধ্যা আহ্নিক, আমাদেরও তেমনি নামাজ আছে।

চিত্রা। আমরা পাকিস্তানের লোক। কখন কি নামাজ আমরা সব জানি। আমি পাঁচ মিনিটে নিয়ে আসছি।

[চিত্রা ভিতরে চ'লে গেল]

কালী। কি হবে বলত ভাই? এ দেশে কি বাস করা যাবে?

আবু। এ প্রশ্ন আমায় ক'চ্ছ কেন ভাই? হিন্দুস্থানে ত' আমার বিষয় আশয় রয়েছে তাই সেখানেই বেশী থাকি। এদিক ওদিক দুদিকেরই কথা আমি বুঝি। কিন্তু তবু এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব সহজ নয়।

কালী। তোমাকে ছাড়া জিজ্ঞাসাই বা কর্ব্ব কাকে বল? পঞ্চাশ বছরের বন্ধুত্ব। দেশে যা সামান্য কিছু ছিল তা ছেড়ে এই সহরে বাড়ী ঘর ক'রে বসলাম সে ত' তোমাদেরই আগ্রহে। এ জমীটা ত' তুমিই জোগাড় ক'রে দিয়েছিলে।

আবু। তাত' দিয়েছিলাম। এমন হবে তখন কে জানত' বল?

কালী। এ পাড়ার প্রায় সবাই সরে গে'ছে। যারা আছে তারাও আমারই মত ভয়ে অস্থির। ঐ নবীন রোজ একবার ক'রে বলত 'বাড়ী ঘর ছেড়ে কোন চুলোয় গিয়ে মরব কাকাবাবু।" হঠাৎ একদিন শুনলাম যে সে চুপি চুপি বাড়ী ঘর বেচে চল্ল। এ দিকে কারও বাড়ীর মেয়েরা নেই। সব ফিস্ ফাস্ ক'রে কথা কয়। ছায়া দেখে চমকায়। সেদিন গরীবুল্ল্যা এক কাণ্ড ক'রে বসল।

আবু। কোন গরীবুল্ল্যা? তোমাদের বাড়ীর পিছনে যে থাকে? কি ক'রেছে সে?

কালী। বাড়ীর পিছনের বাঁশের চ্যাগার খুলে বাঁশ নিয়ে গেছে। বেড়া

পুরোনোই হয়েছিল। হয়ত আমিই ওটা বদলাতাম। কিন্তু বাঁশ যে নিয়ে গেল, আমায় একবার জিজ্ঞাসা কর্ব্বে ত'? চিত্রা রেগে চেঁচামিচি কর্ত্তে ওর মা ওকে টেনে সরিয়ে নিল। ব্যাটা বলে কি জান? 'হিন্দুস্থান কয়লা দেয় না তাই খড়ী লাকড়ীর দাম চ'ড়ে গেছে। আমরা পাব কোথায়?' শোন ত' কথা!

আবু। আচ্ছা দাড়াও দেখছি। [উঠে দাড়াল]

কালী। [ব্যস্তভাবে] থাক্ থাক ভাই। এ নিয়ে তুমি আর গোল ক'র না। তুমি ত' সব সময় এখানে থাক না। ঐ সব ছোট—মানে বাজে লোকদের সঙ্গে—বুঝলে না?

আবু। কালীদা—ছোট লোককে ছোট লোক বলতেও ভয় পাচ্ছ! ওদের কি ক'রে সায়েস্তা ক'রতে হয় দ্যাখ।

[নিজের বাড়ীর দিকে এগিয়ে গিয়ে নেপথ্যে লক্ষ্য ক'রে বলল]

সুখারু! দ্যাখত' গরীবুল্ল্যা বাড়ীতে আছে কি না? থাকেত' ফওরন্ এ বাড়ীতে আসতে বল।

[ফিরে এসে কালী বাবুকে] কি একটা কবিতা তুমিইত' বলতে কালীদা, "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে।" মনে নেই?

কালী। সব ভুলে গেছি ভাই। বুড়ো হয়ে জবু-স্থবু।

আবু। আমরা ত' একই বয়সী।

কালী। তুমিই ত' ভালই আছ ভাই। আমার কিরকম হ'য়েছে জান? একবার খুব জ্বর হয়েছিল। জ্ঞান ছিল কিন্তু চার পাশের কথা বার্ত্তা নড়াচড়া কিছুর সঙ্গে সংযোগ ছিল না। সব কিছু শুনছি দেখছি কিন্তু কিছুই যেন ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না। এখন ঐ অবস্থা সব সময়।

[চিত্রা দু পেয়ালা চা নিয়ে এল]

চিত্রা। এই নিন নানা। দাদু তোমারও এক কাপ চা এনেচি।

আবু। [চা নিয়ে] তোর দাদু যে আবার মুসলমানের ছোঁয়া খায় না

[চিত্রা উঠিতে গেল]

কালী। [বাধা দিয়ে] ওসব বাড়াবাড়ী একদিন ছিল। আরে ভাই মানুষ যা দ্যাখে শোনে তাইত' শেখে।

আবু। জানিস্ চিত্রা! আমাদের থিয়েটার হলে feast হ'লে কালীদা রেঁধে বেড়ে পরিবেশনে লেগে যেতেন। সবাইকে খাইয়ে নিজে স'রে পড়তেন একবার কলিম ধরে ফেল্ল। কালীদা তখন বল্ল রান্নার সময় চাখতে চাখতেই পেট ভ'রে গেছে'।

কালী। এখন আর ওসব বালাই নেই। যে ধর্ম্মে সর্ব্ব জীবে শিব বলে স্বীকৃতি আছে তাতে ও সব সঙ্কীর্ণতার ঠাঁই নেই। আমরা সব গেঁয়ো শাস্তর মেনে মেনে—

[হাত বাড়িয়ে চা নিলেন]

আবু। [নিজের হাতের পেয়ালার দিকে লক্ষ্য ক'রে] এ ত' সেই পেয়ালা? এর বয়স চিত্রার বয়সের চেয়েও বেশী হবে না?

কালী। হাঁ ওটা তোমার বৌদি এ বাড়ীতে এসে তোমার জন্যই কিনে-ছিলেন।

আবু। বৌদিদি কিন্তু তোমার চেয়ে সংস্কার মুক্ত ছিলেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম "এ পেয়ালা তোমারই ধুতে হবে আবার স্নানও ক'ত্তে হবে।" উত্তরে তিনি বলেছিলেন 'মিঞাভাই, পিয়ালা আমিই ধোব কিন্তু স্নান কর্ব্ব না। বাসন পত্তর বাইরে থাকে তাতে কাক শালিক বেড়াল কুকুর কত কিছুতে মুখ দেয় সেগুলো মেজে ত' স্নান করি না। তখন এ পেয়ালার বেলায় স্নান কর্ব্ব কেন?" বৌদিদির উপমা দেবার চাতুরী ছিল না কিন্তু অন্তরে যে তাঁর কোনও অশ্রদ্ধা নেই সেটা তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এই সংস্কার টুকু তোমরা যদি জাঁক ক'রে জাহির না ক'ত্তে তা'হলে দেশ জুড়ে এত লোকের এত অশান্তি বোধ হয় হ'ত না।

[কালী বাবু কুণ্ঠিত হ'য়ে মাথা নিচু করলেন]

চিত্রা। [সেটুকু লক্ষ্য করে সপ্রতিভ ভাবে] ওটা নিজেদের দুর্ব্বলতার

লজ্জা ; যাকে বলে Inferiority complex থেকে এসেছিল নানা। মুসলমানদের কাছে যুদ্ধ কৌশলে হেরে গিয়ে অক্ষমের আস্ফালন হিসেবে ঐ সব ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ কর্ত্ত সবাই। আবার সেই সব জাত জালিয়তেরাই যেই সুযোগ পেয়েছে অমনি মেয়ে বিয়ে দিয়ে বোন বিয়ে দিয়ে আত্মীয়তা কুটুম্বিতা ক'রে সুবিধাও নিয়েছে।

আবু। কি ভেবে কে কি করে সেত সব সময় ঠিক বোঝা যায় না। তবে হাঁ vain gloriousness সব মানুষেরই কিছু না কিছু আছে। আমাদের অনেকে ওটা তোদের বাতিক বলে উড়িয়েও দিত। কিন্তু চতুরের দল হিন্দু পানি মুসলমান পানি ক'রে শুরু ক'রে ঐ দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে এ দেশে ভাল ক'রে ফাটল ধরাল। কালীদা! Bar Libraryতে একদিন বিপিনবাবু হাঁকলেন, "সন্তোষ" জল দে'। আমি বল্লাম, 'পানি দে'। দু' গ্লাস জল নিয়ে আসতেই আমি সন্তোষকে জিজ্ঞাসা কল্লাম "জল আর পানির তফাৎ কিরে সন্তোষ?" সন্তোষ ফট্ করে উত্তর দিল, "কিছুই তফাৎ নাই খালি গ্লাসের তফাৎ মিঞা সাব্।"

[গরীবুল্যা এসে বিনীত ভাবে সেলাম কল্ল]

কিরে শয়তান! এ বাড়ীর বেড়া ভেঙ্গে বাঁশ নিয়েছিস্ যে? কি ভেবেছিস্ তোরা?

গরী। হুজুর! সারাদিন রিক্সা চালাই। সে দিন বাড়ী আসিয়া শুনি যে খড়ি লাকড়ী নাই। তাতে রসুই হয় নাই। সব চিড়া মুড়ি খায়া শুতি আছে। ঘরে যাইতে বিবির সাথে লাগি গেল ঝগড়া। বড় রাগ আসি গেল—

আবু। তাই পরের বেড়া ভেঙ্গে সেই খড়ি দিয়ে রসুই করালি পাকিস্তানে আইন কানুন কিছুই নেই নাকি?

গরী। ঐ পাকীস্তান থাকিয়াই ত' গোল হইছে হুজুর। আগে মরদরা কাম কাজ কইছে—ঘরে বেটি ছাওয়াগুলা রাঁধা বাড়ি, ধোয়া পাখলা, খড়ি কুড়াণী এই সব কাম কইছে। পাকীস্তান হয়া সব জেনানা হইয়াছে যে। ঘরের বাইর হইতে সরম। তা খড়ি কুড়ায় কেমন করিয়া কন?

আবু। তাই বলে পরের বাড়ীর বেড়া ভেঙে—

গরী। মেরামত করি দেমো হুজুর।

আবু। কালই যদি মেরামত না হয়—তবে পুলিশে যেতে হবে।

গরী। টাকায় দুটা করি বাঁশ হইল যে। গরীবগুলার কোন উপায়? মোক্ দুইটা টাকা হাওলাত দ্যান হুজুর।

আবু। তুই রিক্সা চালাস্, তোর আবার টাকার ঠ্যাকা কিরে?

গরী। পাকীস্তানে সওয়ারীর থাকি রিক্সা বেশী। খালি দৌড়া দৌড়ি সার। কয়টা প্যাটের খোরাকী চালাইতে খালি দম নিকলি গেল। দুইটা টাকা মোক দ্যান মুই ধীরে ধীরে শোধ করি দেম'।

আবু। হিন্দুস্থান কয়লা দ্যায় না—এই সব নাকি বলিস তুই?

গরী। আঃ ছাড়েন কথা! ঐ সব শুনি তাই কই।

আবু। তোরা আবার কয়লা দিয়ে রান্না কত্তিস কবে?

গরী। কিসে হামার পাথর কয়লা লাগে! এই পাকীস্তান হয়া সব গরীব গুলার মরণ হইছে হুজুর। ইত্তি লাইসেন্স, উত্তি পারমিট্—তামুকে ট্যাক্স, পাটায় ট্যাক্স—এইটে হামলা, ওঠে জুলুম। রিকসা চালাইতে ফির তিন বাত্তির এক আইন হইছে। শুনেন নাই? রাস্তা ঘাট মেরামত ত হয়ে না। এইঠে ভাঙ্গা, ওঠে গাড্ডা—ঝাঁকিতে যদি একটা বাত্তি নিভি গেল ত' খাইল সিপাহী আট আনা।

আবু। [হেসে] পাকীস্তানে টেক্স খাজনা থাকবে না—থানা পুলিশ থাকবে না তাই ভেবেছিলি নাকি?

গরী। তা কেনে ভাবি হুজুর। পাকীস্তানে কাম কাজ ভাল হইবে, টাকা পয়সার সুখ হইবে, ভাল খামো ভাল পইরমো, মোছে একটু তাও দিয়া বেড়ামো াড়ীতে একটু আতর লাগামো—

আবু। সে সব কোনও সুখ হল না বুঝি।

গরী। কোনও কিছুর দিশাই পাই না। সুখ হইয়াছে যারা সরকারী

চাকরী করে তার, আর যারা সীমানায় মাল এপিঠ ওপিঠ করে তার। হয় হয়—ত্থেখেন যায়া সেইঠে ইন্দুরটাও খালি হাত্তি হয়া গেইছে—টাকা খায়া খায়া—

আবু। ২২ শ মাইল সীমানা আর ২২ লক্ষ লোক হল Smuggler রাজ্য যে কি করে কাকে দিয়ে গড়বে জানি না।

[কালী বাবুর বিধবা পুত্রবধূ কিরণশশী দেবী ও স্থানীয় উকীল সদানন্দ বাবু বাহিরে থেকে এলেন। আবু মিঞাকে দেখে ঘোমটা টেনে কিরণশশী ভিতরে চলে গেল। গরীবুল্ল্যা তাঁর দিকে লক্ষ করে বল্ল]

গরী। বউ মাও—চিরদিন এই বাড়ীর পিছে বাস আমার। ঠ্যাকায় ব্যাঠ্যাকায় হাওলাত করজ নিয়া চিরদিন মুই কাম চালাই! আমরা অবাধ্য নই মাও।

আবু। থাম্ থাম্ আর কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। কাল যদি বেড়া মেরামত না হয় তবে কান ধরে করিয়ে নেব। যা চল্বে যা—

গরী—হইবে হুজুর—হইবে—

[গরীবুল্লা চলে গেল। সদানন্দবাবু ইতিমধ্যে একটি চেয়ার টেনে বসেছিলেন]

সদা। এইত চাই। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন। এই না হলে নবাবী মেজাজ বলবে কেন?

আবু। [স্তাবকতার ভঙ্গী দেখে হেসে] উকিল বাবুর বুঝি অনেক নবাব বাদশা আখা আছে?

সদা। দুচার দশ জন দেখেছি বৈকি জনাব। দিল দরিয়া মেজাজ—রোয়াবী চাল চলন, ওটা আপনাদের জাতের একটা বিশেষত্ব। এই যে বাংলা দেশে এত হিন্দু রাজা জমীদার সে ত নবাবী আমলের সৃষ্টি। দরাজ দিল না হ'লে কিম্বা হিন্দু বিদ্বেষ মনে পুষে রাখলে কি সে সব হ'ত? বলুন?

আবু। আমরা ত' জানি দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ কোম্পানীর আমলে ঐ সব সৃষ্টি ক'রেছে।

সদা। কোম্পানীর আমল ত' নবাবী আমলই ছিল।

আবু। ভাল ভাল! তা সদানন্দ বাবু কি এ আমলেও সেই আমলের আশা ক'চ্ছেন?

সদা। কচ্ছি বৈকি। নিশ্চয় করব। কেন করব না বলুন? আপনাদের নেক নজরেই ত' প্রতিপালিত হচ্ছি জনাব। আমাদের কোনও অসুবিধা হ'তেই পারে না। ইসলামের এক বিরাট সার্ব্বজনীনত্ব—মহত্ত্ব—মানে Catholicity রয়েছে যে। 'কব্ দিয়া এক শাহন সাহ গদাকে রুতওয়া—

আবু। বাঃ বাঃ! সদানন্দ বাবু উর্দ্দু ও এস্তেমাল ক'চ্ছেন?

সদা। ক'ত্তে হবে বৈ কি? ওটা যে রাজ ভাষা। কত পাঞ্জাবী, বিহারী ইউ, পি, ওয়ালারা সব Officer রয়েছেন যে। তাদের সঙ্গেই ত' কাজ। Sir, ওতেও আমরা পিছিয়ে থাকব না। নবাবী আমলে উর্দ্দু, ফার্সী, আর ইংরেজ আমলে ইংরেজী আমরা চটপট্ দুরস্ত করে নিয়ে ছিলাম। বাদশাহী আমলে কত হিন্দু গজল গুলনকস্ লিখে নামও ক'রেছিল।

আবু। দরাফ খাঁ বলে এক মুশলমান আবার সেই আমলেই গোলামী ভাষা শিক্ষা ক'রে, সংস্কৃততে গঙ্গা স্তোত্র লিখেও নাম ক'রেছিলেন। আজও কত পণ্ডিত তার প্রসংশা করেন আবার স্নান ক'রে সেই স্তব আবৃত্তিও করেন। তুমি ও ত' জানতে কালীদা। "মাতঃ শৈলসুতা সপত্নী বসুধা শৃঙ্গার হারাবলী স্বর্গারোহণ বৈজয়ন্তী"—মনে নেই?

কালী। আমি কত কিছুই যে ভুলে গেছি।

আবু। হায়রে কি যে হল! আমার মনে হয় কালীদা সে আমলে রাজ শক্তির বাহনরা যদি একটু সচেতন হ'ত—একটু আন্তরিক চেষ্টা কর্ত্ত, তাহলে ওই জেতা আর বিজেতার তিক্ততা সেই যুগেই লোপ পেয়ে যেত। কি যে হোল।

[চিত্রা এতক্ষণ চুপ ক'রে ওদের আলাপ শুনছিল। সে হঠাৎ বলে উঠল]

চিত্রা। সেটা কেন, সম্ভব হলনা নানা ?

আবু। দূরদর্শিতার অভাব দিদি। সিপাহী যুদ্ধ হল, হিন্দু আর মুসলমান এক সঙ্গে রক্ত ঢেলে অতীতের গ্লানি মোচনও কল্ল, কিন্তু তখনও স্বার্থপর নেতৃত্বের মিলন সম্ভব হলনা। হবার নয় তাই হল না।

চিত্রা। হবার নয়ই বা কেন ?

আবু। শক্তির মদে যারা উদ্ধত, তারা তাদের স্বার্থের রথ জোর করেই চালায়। তারা বলে হয় পথ দাও নয় পিষে যাও। তবে খুব বড় একটা বৈজ্ঞানিক সত্যকে উপেক্ষা ক'রে তারা ভুল করে। For every action there is equal and opposite reaction. ইতিহাসের পাতায় পাতায় এর জলন্ত প্রমাণ রয়েছে। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি যে রাজ্যে সূর্য্য অস্ত যেত না তারও সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। কি বল কালী দা ?

কালী। হুঁ।

আবু। অত আস্তে উত্তর দিচ্ছ যে। তুমিইত গাইতে—

"বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমনই শক্তিমান
আমাদের শক্তি মেরে
তোরাও বাঁচবি নেরে
বোঝা তোর ভারী হ'লেই ডুববে তরীখান ॥'

এই রকমই হয় যে।

চিত্রা। মানুষ এত সব যখন বোঝে তখন বার বার এরকম হয় কেন ?

আবু। এ পাগলী থেকে থেকে এমন প্রশ্ন ক'রে বসল। আরে দিদি মানুষের জ্ঞানের অতীত এক অলখ্ শক্তি যে তার ভাগ্য বিধাতা। তুম্হি হো ইগেদা ওয়ালে তুম্হি হো ইস্তেহা ওয়ালে। তোর এত সব জানার ইচ্ছে কেন ?

[চিত্রা মাথা নীচু করে রইল]

সদা। She is a brilliant girl. Matric এ I. A. তে Scholarship পেয়েছে।

আবু। আমি সে সব কি জানিনে? শোন দিদি! মানুষের তদ্‌বীরে কিছুই হয়না। মালিক যা মন্‌জুর করেন তাই হয়। আমার নিজের জীবনে আমি পরিষ্কার দেখেছি যে। সারা জীবন ঘ'ষে ঘ'ষে কিছুই হল না। শেষে হঠাৎ হল। শ্বশুর বাড়ীর দরুণ খানিকটা সম্পত্তি বিবি পেয়েছিল। সেটা আবার জোর করে আমার কাছে বেচে দিল।

সদা। আপনার বিবি আপনার কাছে জোর ক'রে বেচল মানে?

আবু। আমি হজ করিনি। বিবি হজে যাবার সময় আমার পয়সা নেবে না নিজের পয়সায় যাবে তাই ব্যবসাটা আমার উপর ক'রে নিল। সেই মাঠ ধূ-ধূ কত্ত—এখন পাঁচ লাখ টাকার সম্পত্তি। কয়লা বেরুল।

সদা। একেই বলে ভাগ্য।

আবু। হাঁ। ভাগ্য অনেক দিন আমায় পরীক্ষা ক'রেছে। নিদারুণ অর্থাভাব। জেল থেকে বেরিয়ে উপরিওয়ালাদের বিষ নজরে প'ড়ে এমন একটা অবস্থায় পড়লাম যে মনুষ্যত্ব আর বজায় রাখা যায় না। তার পর হ'ল। খোদা মনজুর কল্ল তাই হল। এখন তার দানের সদব্যবহার কি ক'রে করে যাব সেই চিন্তা কচ্ছি। আজ উঠি কালী দা।

[উঠে দাড়ালেন সঙ্গে সঙ্গে কালী বাবু উঠলেন]

কালী। তুমি কখন আস কখন যাও। একটা খবরও নাও না।

আবু। জমানা বদলে গেছে কালী দা। মানুষ এখন সব কিছুতে মতলব খোঁজে যে। আসা যাওয়া ক'লে, কে তার কি অর্থ খুঁজে বের করে দুঃখ দেবে। তাই কারও সঙ্গে বড় একটা মিশি না। তবে মুকুর কাছে খবর পাই।

চিত্রা। মুকুও ত আসে না আজ কাল্।

আবু। সে শালা বড় লোকের নাতি! আবার হোমড়া চোমড়া লীগ ওয়ালার ব্যাটা। তার নাগাল পায় কে? ঢাকায় পড়তে গিয়ে Student Federation ক'রে বেড়াচ্ছিল। আমি এবার ওকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে কয়লার খাদে ঢুকিয়ে দেব।

চিত্রা। ও বি এ পরীক্ষা দিয়েছিল যে—কি হ'ল ?

আবু। পাশ কোর্স পাশ ক'রেছে। সে খবর তোকে দেয়নি ?

চিত্রা। আমার আর ও সব খবরে কোনও interest নেই। আমার পড়াশুনা ত বন্ধ।

আবু। আমি শুনেছি সব। অরাজক হ'য়েছে কি করা যাবে ? আমি নুরুকে আজই পাঠিয়ে দেব। এসব কি হ'ল কালী দা ? Social Courtesy তাও যে উঠে যাবার দাখিল হল। আল্লা !

[সেলাম করে চলে গেল]

সদা। বাঃ বাঃ ! আসল জাত সাপ !

চিত্রা। } সে কি !
কালী। } কি বলছেন ?

সদা। বলছিলুম, যে বড় বড় কথা এখন ওদের মুখে হরদম শুনতে পাবেন। কিন্তু জ্ঞানের নাড়ী বড় টন্ টনে। তাঁর প্রকাণ্ড সম্পত্তি হিন্দুস্থানে এখানেই বা মন্দ কি। তাই কথা বার্ত্তা মিঞার খুব কেতা দুরস্ত।

কালী। না না সদানন্দ বাবু। আবু মিঞা বরাবরই nationalist। এই সব খেয়ো খেয়ি ওর ভাল লাগে না তাই politics থেকে স'রে গেছে।

সদা। Nationalist বলছিলেন ? ওরা কোনও ist নয় যে যার মত আপন ইষ্ট Eqotist. আপনাদের ও বাড়ীটি যে officer টি কায়দা করে ভোগ দখল ক'চ্ছেন কথা বার্ত্তায় তিনিই কি কম হুনরদার ? কিন্তু মতলবটি দেখুন। বাড়ীটি ভোগ করবেন কিন্তু ভাড়া দেবেন না।

কালী। [সখেদে] বেঁচে থাকতে আর ও বাড়ীর মামলা শেষ হবে না।

সদা। কি করে হবে। হাকিমে হাকিমে ভাব। দিনের পর দিন নিয়ে নিয়ে আড়াইটি বছর কাটিয়ে ত' দিল।

কালী। আমাদের বাড়ী আমরা ভাড়া পাবনা, এ কি আইন ?

সদা। আইন কেতাবের পাতায় আছে। আইন মোতাবেক কাজ

করার মালিক যারা, তার যে যার মত আপন ইষ্ট। তাই হিন্দুর বেলায় তারা আইনের অন্য অর্থ করে।

কালী। নাঃ এদেশে আর বাস করা যাবে না।

সদা। স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিকের অধিকার নিয়ে—মান নিয়ে—বাস করা যাবে না।

চিত্রা। [শ্লেষ ক'রে] আপনিও তা বোঝেন ?

সদা। বিলক্ষণ বুঝি। তাইত' প্রয়োজন হ'লে আভূমি নত হ'য়ে কুর্ণিশ ক'রে, নির্লজ্জের মত চাটুবাক্য বলে, কায়দা করে কাজ আদায় করি।

চিত্রা। ও সব চালাকী ওরা বুঝি বোঝে না ?

সদা। লোক চরিত্রে বিশেষ জ্ঞান তোমার আজও হয় নি দেখছি। স্তাবকতায় মানুষ সব সময় ভোলে। বিশেষ ক'রে, ক্ষমতার মদে যারা মাতাল তাদের ত' কথাই নেই।

চিত্রা। স্তাবকতা ক'রেই বা আপনি ওদের ঠেকাতে পাচ্ছেন কৈ ? আপনার বাড়ীও ত' শুনছি requisition ক'ত্তে চায়।

সদা। পরিবার মারা যাওয়ায় এই ফ্যাসাদে পড়লাম। বলে কি না, অত বড় বাড়ী ত' আপনার দরকার নেই। দেখুন ত' দাদু !

চিত্রা। আপনি দাদুর কাছে কাঁদুন আর দাদু আপনার কাছে কাঁদুক। এই চলতে থাকুক আর কি ?

সদা। উপায় কি বল ? কোন চুলোয় যাব। বাড়ী ঘর ছেড়ে এই যে লক্ষ লক্ষ লোক গেল তাদের কজন দাড়াতে পেরেছে ? সেখানে refugee মানে যা হয়েছে সেত' একটা গালাগাল ব'ল্লেই হয়। অপমান লাঞ্ছনা এখানেও সেখানেও।

চিত্রা। তবু সেখানে তারা মুখ ফুটে বলতে পাচ্ছে।

সদা। বল্লে শুনছে কে ? আর শুনেই বা কচ্ছে কি ? সেখানকার মালিকদের চোখে আমরা বিদেশী আর এখানকার কর্ত্তাদের কাছে আমরা জীম্মি। আমরা না ঘাট্‌কা না ঘরকা।

চিত্রা। এখানে নিত্য terrorised হ'য়ে লুকিয়ে কাঁদার চেয়ে সেখানে গিয়ে জীবনের নূতন অধ্যায় সুরু করে জীবন যুদ্ধে মরাও ভাল।

সদা। শোন চিত্রা! beggers bowl আর terror of destruction কোনটা ভাল? যে destruction এর ভয়ে আমরা আজ অস্থির সেটা ত' চিরদিন নাও থাকতে পারে। কারণ ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের নীতিও বদলায়।

চিত্রা। এখানে আমাদের গলায় যেন একটা ফাঁস ক'ষে দিয়ে তাতে একটা ক'রে পাক চড়ান হচ্ছে। এর চেয়ে ওখানে গিয়ে জীবন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরাও ভাল।

সদা। এঃ—তোমার পড়া শুনা বন্ধ হয়েছে বলে রাগের জ্বালায় তুমি সব কিছু রং চড়িয়ে দেখছো। এ দুঃখ force major, সওয়া ছাড়া আর উপায় নেই।

চিত্রা। এখানে সঙ্গী সাথী কিছু নেই। এ পাড়ায় আমার বয়সী মেয়ে এক জনও নেই। ঐ চৌধুরী পাড়ায় গিয়ে মিনতির সঙ্গে এক একদিন আলাপ করি, তাই বেঁচে আছি।

[চিত্রার মা কিরণশশী ভিতর থেকে এলেন]

কির। ও চিত্রা! সদানন্দ বাবুর জন্য এক পেয়ালা চা ক'রে নিয়ে আয়। আমি জল চাপিয়ে এসেছি।

[চিত্রা আবু মিঞার পেয়ালা তুলতে এগুতেই বাধা দিয়ে]

থাক্ থাক্। ওগুলো পরে নিলেই হবে। সদানন্দ বাবু আবার মুসলমানের ছোঁয়া ন্যাপা পছন্দ করেন না।

চিত্রা। [বিদ্রূপের বাঁকা হাসি হেসে] বাইরে কিন্তু মুসলমানদের দেখে মাটি ছুঁয়ে কুর্ণিশ করেন সব সময়।

[চিত্রা চলে গেল। বিদ্রূপের আঘাত সদানন্দ বাবু সামলে নিলেন]

সদা। পড়াশুনা বন্ধ হয়ে, বেকায়দায় পড়ে, চিত্রা বেচারী বড্ড রেগে আছে। সঙ্গী সাথীও নেই ত'।

কির। এ পাড়ায় হিঁদু মেয়েদের ভেতর শুধু আমরাই আছি। ফুরুদের

বাড়ী গিয়েও আর সুখ নেই। বুড়া মিঞার বিবি ছিল মায়ের মত। আর ছলিম সাহেবের বিবি এখন কর্ত্রী। তার কথা বার্ত্তা চাল চলন কেমন যেন বদলে গেছে। তাছাড়া হাকিম হুজুরদের যাতায়াত—বিবিদের মোলাকাৎ সব লেগেই আছে।

সদা। আচ্ছা দাদু ! যে যার মত family সরিয়ে দিয়ে, আমরা যে সব রয়ে গেলাম এটা unnatural নয় ? আমরা এখানে আর স্ত্রী পুত্র পরিবার সব বিদেশে, এভাবে কি বেশী দিন চলে ? আর এতে মুসলমানরাই বা কি মনে ভাবে বলুন ? এই যে কবার হাঙ্গামা হৈ চৈ—কাটাকাটি মারামারি হল, কোনও রকমে পাড়ি ত' দিলাম আমরা—কি বলেন ?

কালী। [সিউরে উঠে কাতর কণ্ঠে] বিপদ ভঞ্জন ! মধুসূদন !

কির। উঃ কি অশান্তি আর কি উদ্বেগে যে দিন কেটেছে। থেকে থেকে চম্‌কে উঠতাম। লটকা বাইরে থেকে এক এক খবর নিয়ে আসত আর আমরা ঘরে ঠিক বলির পাঁঠার মত কাঁপতাম্। কখন আমাদের পালা পড়ে !

সদা। সত্যি ! কি ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিনই গেছে ! আমি ত' আমার পাশের বাড়ীর মহতাপ মিঞাকে ব'লে রেখেছিলাম যে বিপদ বুঝলেই খিড়কী দিয়ে পরিবার আর ছেলে মেয়েকে তার বাড়ীতে পাঠিয়ে দেব। শেষ পর্য্যন্ত মহতাপ মিঞাও ঘাবড়ে গেল। বলে Humanity ran amuck !

কালী। বিপদ ভঞ্জন মধুসূদনের দয়ায় সে বিপদে ত' উদ্ধার পেয়েছি।

সদা। ঠিক। তাঁর দয়া ছাড়া মানুষের আর কোনও গতি নেই। এখন আমার এই বিপদে যে কি ক'রে পার হব তা তিনিই জানেন।

কালী। কিসের বিপদের কথা ব'লছ ?

সদা। প্রধান বিপদ, বাচ্চা কাচ্চা গুলোর কি করি, কোথায় রাখি। শ্বশুড় বাড়ীর ওরা ওদেশে গিয়ে বেলেঘাটায় যে কষ্টে আছে, গোয়ালে গরুও তেমন ক'রে থাকে না। তার উপর যদি এই চারটে ছেলে মেয়ে গিয়ে প'ড়ে, তাদেরও

কষ্ট, এদেরও কষ্ট। আর এক বিপদ হ'য়েছে, পরিবার নেই বলে আমার বাড়ীটি partial requisition এর ধমক দিচ্ছে।

কালী। খালি হিন্দুর বাড়ী requisition হয় কেন ?

সদা। রাতারাতি পাকীস্তান হল। রাতারাতি ত' আর বাড়ী হওয়া সম্ভব নয়। হিন্দুরা অনেকে চলে গেল তাই তাদের বাড়ীগুলি দখল ক'রে কাজ চালান হ'চ্ছে। এই কর্ত্তারা বলে।

কালী। কিন্তু তুমি ত' চ'লে যাও নাই।

সদা। সে কথা কে শুনছে বলুন ? দিন দিন নানারকম office হ'চ্ছে, সেই সব office আর officerদের জন্য বাড়ীত' চাই।

কালী। বাড়ী নিয়ে যে ভাড়া দিতেও চায় না। ন্যায় নীতি না থাকলে রাজ্য থাকবে ?

সদা। রাজ্যের কথা কে ভাবে তা জানিনে। কর্ম্ম কর্ত্তারা যে যার আপন আপন সুবিধার কথাই ভাবে। যাক গে যাক্! ও সব কথায় আমাদের কি দরকার বলুন।

কালী। হাঁ! 'নিজ বাসভূমে পরবাসী হ'লে পর দাসখতে সমুদয় দিলে'।

সদা। এই আর কি! সে যাক্। এখন আমিত' একটা কথা মনে মনে ভেবেছি। সে বিষয়ে আপনার একটা মত চাই।

কালী। আমার মত! আমি জরায় স্থবির। মানুষের বাহিরে ব'ল্লেই হয়।

সদা। তবুত' আপনি এ বাড়ীর কর্ত্তা। আপনার মত চাই বৈ কি! দেখুন, আমি ত' চিত্রাকে বিয়ে করার একটা প্রস্তাব মার কাছে ক'রেছি।

[চিত্রা চা নিয়ে আসছিল। সে পেছিয়ে গেল।]

কালী। চিত্রার বিয়ে! তা বৌমা কি বল ?

কির। একে টাকা কড়ির যোটে জোর নেই। তা ছাড়া কেই বা দেখে শুনে দিচ্ছে। চার ধারে সব ভেঙ্গে যাচ্ছে। ছেলেরা ত' বিয়ে ক'ত্তে ভয় পায়।

কালী। হুঁ।

কির। আপনারও স্বাস্থ্য ত' ভাল নয় বাবা। আমাদের যখন এ দেশে বাস ক'ত্তেই হবে তখন উনি উকিল মানুষ ওঁর উপর অনেক ভরসা করা যায় তো ?

কালী। [নিরুৎসাহ ভাবে] তা বটে কিন্তু—

কির। আর তা ছাড়া চিত্রারও বিয়ের বয়স যায় যে। আপনি কি বলেন ?

কালী। চিত্রা বুদ্ধিমতী মেয়ে। দস্তুর মত লেখা পড়া শিখেছে। তার যদি মত থাকে তা হ'লেই হল। কিন্তু আদান প্রদান—

সদা। সে জন্য আপনি একটুও চিন্তা ক'র্ব্বেন না।

কির। ও এক রকম ক'রে হ'য়ে যাবে। কোনও রকমে দায় থেকে উদ্ধার পেলে যে বাঁচি। দেখি চিত্রা দেরী ক'চ্ছে কেন ?

[মার সাড়া পেয়ে চিত্রা চা নিয়ে বাহিরে এল। সব শুনে তার মুখ গম্ভীর হয়েছে। সদানন্দবাবু সেটা লক্ষ্য কল্লেন।]

সদা। যে বিপদে প'ড়েছি চিত্রা ! মা গিয়ে দাড়ালেন তাই—ঝি চাকর দিয়ে কি ছেলে পিলে মানুষ করা যায় ? একদিন দুপুর বেলা মার সঙ্গে গিয়ে বাচ্চাগুলোকে দেখে এস না।

[চা নেবার সময় ভাল করে চিত্রার মুখ দেখে নিয়ে।]

ভ্যাপ চিত্রা ! তোমার মত ভাল মেয়ের ঐ মিনতি মাষ্টারনীর সঙ্গে মেলা মেশা করা ঠিক নয়। ওর উপর পুলিশের দৃষ্টি আছে।

চিত্রা। সে কি ! কেন ?

সদা। সে দিন ঐ ইনস্‌পেক্‌টার হায়দার মিঞা বলছিল, যে সহরে **Lady teacher** পাওয়া যাচ্ছে না তাই, নইলে ওকে এত দিনে **Communist** ব'লে আটকান হ'ত।

চিত্রা। বলেন কি ? মিনতির স্বামী বেণীবাবু বামন পণ্ডিতের ছেলে—এখনও মাথায় টিকী। মিনতি তাকে দিয়ে সত্যনারায়ণ পূজা করাল সেদিন। আর আপনি ব'লছেন **communist** ?

সদা। আমি বলব কেন? ওরা বলে। বেণী চক্রবর্ত্তী হ'চ্ছে Singer এর representative। এমন একটা prize হিন্দুর হাতে থাকবে এটা ওরা সহ্য ক'রে কেমন ক'রে? Give the dog a bad name and hang him. মিনতিকে communist বলে জড়ালে, জের টেনে বেণীবাবুর চাকরীটাও খাওয়া যায়। কত প্যাচে ওরা থাকে—

[সেতার বগলে লটকা এল। সে এক মনে গৎ-এর মাত্রা ও তেহাই গুনতে গুনতে আসছিল।]

চিত্রা। লটকা সারা দুপুর কোথায় ছিলি?

কির। রোদে ঘুরে ঘুরে মুখ চোখ শুকিয়ে গেছে যে।

চিত্রা। সময় মত বাড়ী এসে খাওয়া দাওয়া ক'রে আমাদের একটু উপকার ক'ত্তে পারিস্ না?

লট। Enough! তোরা ঘরে থাকিস্, বাইরের ত' খবর রাখিস্ না। আমি চলে গেলে তখন বুঝবি যে আমি সংসারের কত কাজ করি। এই যে যখন তখন ষ্টোভ জ্বলে—কে কেরোসিন জোগায়—এই যে কাপের পর কাপ চা হয়—[আবু মিঞার কাপ দেখে] এই মুসলমানী কাপ বেরিয়েছে যে! কে এসেছিল দিদি?

কালী। ও বাড়ীর আবু মিঞা।

লট। কাল ধানবাদ থেকে এসেছেন। কদিন থেকে ও বাড়ীর নুরুদার সঙ্গে গান বাজনা নিয়ে আমার অনেক আলোচনা চ'লছে। এখানে সুবিধা না হ'লে ঢাকা যাব আমি।

চিত্রা। আচ্ছা—আচ্ছা—এখন হাত মুখ ধুয়ে চা খেয়ে নেত?

লট। দাদু! ঢাকায় আজকাল cultural revival এর জন্য দস্তুর মত একটা হৈ চৈ লেগে গেছে। কটা মোল্লা ইসলামের ফতোয়া দিয়ে সব বন্ধ করবার মত ক'রে তুলেছিল। আরে বাবা! A man cannot live on bread and butter only. খুব বড় লোক একথা বলে গেছে। নামটা

সুরুদা ব'লেছিল আমি ভুলে গেছি। এবার দেখিস দিদি শিল্পীদের কি কদর হয়।

সদা। এদের আবার—culture ! Culture ব'লতে ঐ এক Agriculture.

লট। বলেন কি ! গান বাজনা ব্যাপারে—মুসলমানদের কত contribution জানেন ? খেয়াল ঠুম্‌রী টপ্পা—সব ভাল ভাল জিনিষ মুসলীম culture এর ফলে এসেছে। একটা যুগ এমন ছিল, যখন ওরাই ছিল সঙ্গীত জগতের একছত্র অধিপতি।

সদা। আমি ওসব নিয়ে মাথা ঘামাই না। Music is Greek to me .

লট। তবে ত' আপনি মানুষ খুন ক'ত্তে পারেন ! এটা অবশ্যি Shakspear এর মত। রাগ ক'রলেন নাত' ?

সদা। [সামলে নিয়ে] পাগল ! রাগ হজম ক'রে তবে ওকালতী ব্যবসায় নামতে হয় যে। তবে, গান বাজনা দিয়ে যে তুমি মুসলমান কর্ত্তাদের পটাবে ভেবেছ, সেটি হবে না হরিকিঙ্কর।

লট। No Harikinkar. Only কিঙ্কর Sir, হরিকে সরিয়ে দিয়েছি।

কালী। বেশ ক'রেছিস। এখন এই কালীকে সরাতে পাল্লেই খালি বাড়ীতে কর্ত্তা হ'য়ে ভূতের নাচন ক'ত্তে পারিস্। জান বৌমা এই লটকাটা সেদিন লুঙ্গী প'রে ঠাকুর ঘরে গিয়ে হাজির। দেখে আপাদ মস্তক জ্বলে গেল।

লট। আরত' লুঙ্গী পরি না দাদু। এখন পাজামা। ঐ দেখুন সদানন্দ বাবুও পরেছেন। While in Rome do as the Romans do. কি বলেন ?

সদা। হাঁ সেত' ক'ত্তেই হবে। আচ্ছা আজ তা হ'লে আমি চলি। আসি মা। [পায়ে ধূলা নিয়ে প্রণাম ক'রে চ'লে গেলেন।]

লট। লোকটা greedy vulture. ও culture এর কি বুঝবে ? জানিস্ দিদি ও cold blooded murderer. স্ত্রীটিকে ব'লতে গেলে এক রকম খুনই ক'রেছে।

কির। [বিব্রতভাবে বাধা দিয়ে] থাম্ লটকা। বড় বাজে বকিস্ তুই।

লট। বাজে মানে? ঐ বিহারী quack রহমানকে দিয়ে ও স্ত্রীর চিকিৎসা করাল। মহতাপ মিঞা বিবির কাছে ওর স্ত্রীর অবস্থা খারাপ শুনে যদু ডাক্তারকে call দিতে ব'লেছিল। ওই vulture তাকে ব'লেছে যে 'রহমান বড় যত্ন ক'রে চিকিৎসা ক'রছে। আমরা যদি মুসলমান ব'লে বিশ্বাস না করি মুসলমান মক্কেলরাই বা আমাদের বিশ্বাস করবে কেন'? অথচ ঐ রহমান ডাক্তারই দুঃখ ক'রে বলেছে যে যদু ডাক্তারের সঙ্গে সে consult ক'ত্তে চেয়েছিল।

কির। [ধমক দিয়ে] যা যাঃ শোনা কথা নিয়ে তুই বড় মাতামাতি করিস্। রহমান ডাক্তার তোকে ব'লেছে কি?

লট। শোন দিদি! সে যে practice জমাবার জন্য বিনা পয়সায় রুগী দেখছিল। Caseটা খারাপ হ'লত'। সে না পেল পয়সা না পেল যশ। সে বলবে না। এমনই ত' বিহারী বলে লোকের শ্রদ্ধা কম।

কালী। লটকা শোন। [লটকা তার কাছে এল]

দেখ দিন কাল বড় খারাপ। খুব বুঝে স্থঝে কথাবার্ত্তা বলবি। ঝগড়া দ্বন্দের মধ্যে কোনও মতে যাবি না।

লট। আমি সবার সঙ্গে খাতির ক'রেই চসি দাদু। আমার কোনও ভয় নেই।

কালী। তুই ত' বুঝিস্ না। বড়র পীরিতি বালির বাঁধ।

চিত্রা। মূর্খ মিত্রের চেয়ে পণ্ডিত শত্রুও ভাল। সেটা জানিস্?

কির। বাবা! আপনি আর এদের সঙ্গে ব'কবেন না। আবার Blood pressure বেড়ে যাবে। ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করুন গে।

কালী। তাই যাই। বিশ্রাম!! [উঠে এগুলেন।]

লট। [হঠাৎ কি মনে পড়ায় কালীবাবুকে সিঁড়ীর কাছে ধ'রে বল্ল] one word to your majesty. দাদু তুমি ত' গান বাজনার একজন authority ছিলে। গান বাজনায় হিন্দু ওস্তাদ বেশী না মুসলমান ওস্তাদ বেশী?

চিত্রা। বোকার মত কথা বলিস্ কেন ? নবাবী আমলে মুসলমান ওস্তাদরা বহু সাহায্য পেত যে। art বা culture পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া বাড়ে কখনও ? তাই—আর তা ছাড়া বড়লোক নবাব বাদশা এদের প্রসংশায় তাদের যশের প্রতিষ্ঠাও হত সহজে।

লট। দেশে ত' অনেক হিন্দু ধনী বড়লোক রাজা গজাও ত' ছিল। কি বল দাদু ?

চিত্রা। আস্ত আহম্মক তুই ! বড় লোকেরা চিরদিন রাজা বাদশার রুচি মেনেই চলে যে—বেশ ভূষা আদব কায়দা—রসবোধ ইত্যাদি সব কিছুতেই। গান বাজনার বেলায়ও তাই হ'ত। নবাবী আমলের বড়লোকরা ইংরেজ আমল হ'তেই চোগা চাপকান ছেড়ে স্যুট পরা ধ'রে ছিল। সানাই রসন চৌকীর বদলে ব্যাণ্ড ব্যাগ পাইপ পছন্দ করেছিল।

লট। [যুক্তিতে হেরে গিয়ে সপ্রতিভ ভাবে] আমরাও তাই করব। না দাদু ?

কালী। হাঁ করবি বৈ কি। ধুতি ছেড়ে লুঙ্গী পাজামা ত' ধরা হ'য়েইছে। আগে বাহিরটা বদলাবে তারপর ধীরে ধীরে মনটাও বদলে যাবে। যাক্ গে। সে চিন্তার আর আমার দরকার কি ! আমার গ'ণা দিন ফুরায়ে এল বাকি মাত্র দুদিন আর,। মধুসূদন !

[দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে ভিতরে গেলেন।]

লট। এই পাকীস্তান হবার পর থেকে দাদু এমন nervous হ'য়েছে।

চিত্রা। Nervous হ'য়েছে আমাদের ভবিষ্যৎ ভেবে।

কির। [সখেদে] মহা ভাবনার কথা চিত্রা। ওঁর অবর্ত্তমানে কি ক'রে সংসার চ'লবে। আয় নেই ব্যয় চার গুণ।

লট। তুমি ভেবনা মা। আমি না, ক্রমে ক্রমে বেশ গুছিয়ে নিচ্ছি। A. D. M. আলী সাহেবের বাড়ী একবার গানের মাষ্টার হ'য়ে বসি, তারপর দেখে নিও। সেখানে এক ব্যাটা বিহারী খালি বোল চাল দিয়ে আর বিকট

চিৎকার ক'রে নাতিয়া গেয়ে জমাবার ফিকিরে ছিল। "আহ্‌মদ প্যারে হুকুকে ভুলারে নবীওকে সরদার হ্যায়" আর চাকাইকে চাকা দুম্‌—

[ভ্যাংচান সুর আর বিকট শব্দে ওরা হেসে ফেল্ল।]

চিত্রা। ও আবার কি রে!

লট। ঐ' একঘেয়ে একটা তবলার বোল আছে ওদের। একটা হ'চ্ছে ঢুলকী ঢুলুক ঢুলকী ঢুলুক আর একটা চাকাইকে চাকা দুম্‌। আমিও চালাক ছেলে হুঁ হুঁ—চট্‌সে মিষ্টি ক'রে নজরুল গীতি সুরু করে দিলাম। "বাগিচায় বুলবুলী তুই ফুলশাখাতে দিস্‌নে আজি দোল" মিষ্টি কথা মিষ্টি সুর অমনি জমে গেল। আলী সাহেবের বিবির খুব ইচ্ছে হ'য়েছে দিদি—আমার কাছে গান শেখার। পাছে বেমানান হয়, তাই একবার এগুচ্ছে একবার পেছুচ্ছে। এইটে লাগলেই খানবাহাদুরের বাড়ী।

কির। কিছু কিছু রোজগার হ'লেই ত' বাঁচি। ওঁর পেনসনের টাকা কটি বন্ধ হ'লে যে কি উপায় হবে!

চিত্রা। পাকীস্তান হবার পর ৮।১০ মাস যে পেন্সন পেতে দেরী হ'ল, তখন কি ঠেকেছিল? মনের অশান্তিতেই দাদু অমন হ'য়ে গেছে।

কির। আর শান্তি হ'য়েছে!

চিত্রা। চল মা আমরা এ দেশ ছেড়ে পালাই।

কির। কোথায় যাব বল? যাওয়া কি সহজ কথা! ঐ বুড়ো মানুষ তার উপর তোরা তা ছাড়া শালগ্রাম—

চিত্রা। কলকাতায় গেলে যেমন ক'রে হোক কিছু রোজগার আমি কত্তে পার্ব্বই মা। মনের শান্তিতে থেকে এক বেলা খেলেও যে সুখ।

কির। যারা সেখানে গেছে তারা সবাই কি রোজগার ক'ত্তে পাচ্ছে?

চিত্রা। কেন? ঐ ত' গীতা টেলিফোনে কাজ পেয়েছে। শান্তাও কর্পোরেশনে টিচার হ'য়েছে।

কির। কিন্তু গীতাই-ত' তোকে যেতে নিষেধ ক'রে চিঠি লিখেছে। সে চিঠি ত' আমি দেখেছি।

চিত্রা। [অসন্তুষ্টভাবে] আমার চিঠি তুমি ছাখ কেন মা ?

কির! আমি তোর পেটে হ'য়েছি না তুই আমার পেটে হ'য়েছিস। তোর মন মেজাজ চলাফেরা সব আমি লক্ষ্য রাখি। তুই যে এই যায়গা ছেড়ে যাবার জন্য ছট্ ফট্ কচ্ছিস, সে কি আর আমার বুঝতে বাকী আছে।

লট। আমিও বুঝতে পেরে গেছি।

চিত্রা। এখানে আমার দম বন্ধ হ'য়ে আসছে। আমায় বাঁচতে দাও মা!

কির। তুই এমন কথা বলিস্ ? অজানা দেশ ভূ'য়ে কত বিপদ—

চিত্রা। হোক বিপদ। কিছু ক'রে দাঁড়াতে পারি ভাল না পারি মরব। এখানে আর এমন ক'রে প'ড়ে প'ড়ে মার খেতে পারি না।

লট। কেন ? এখানে মুসলমানরা কি কামড়াচ্ছে ?

চিত্রা। থাম্ লট্কা! যা বুঝিস্ না তার ভেতর কথা ব'লতে আসিস্ না। এখানে যেন সবার কাছে হীন। সবার কাছে অপরাধী। ঘৃণা আর দয়া, দুয়েতেই সমান জ্বালা। অপমানের আগুনে পুড়ছি আর দেঁতো হাসি হেসে সবার সঙ্গে আলাপ খাতির কচ্ছি। তোমরা থাকতে চাও থাক মা। আমায় যেতে দাও আমায় বাঁচতে দাও।

কির! ছাখ চিত্রা! তুই মেয়েছেলে। পায়ে পায়ে তোর শত্তুর। কোনও রকম একটা মিথ্যা কলঙ্ক হ'লেই তোর জীবন চির দিনের মত নষ্ট হ'য়ে যাবে।

চিত্রা! জীবন ব'লতে তুমি কি বোঝ জানিনা মা। আমার ত' মনে হচ্ছে আমার মরণই তোমরা চাও। নইলে ওই সদানন্দ উকীলের কাঁধে আমায় চাপিয়ে দিয়ে তোমরা দায় মুক্ত হ'তে চাইছ কেন ?

কির। শোন চিত্রা। কথায় বলে 'সোণার আবার কোণা বেঁকা'। পুরুষের দোষ ঘাট অত দেখতে নাই। জানিস্ ত' আমরা গরীব।

চিত্রা। তুমি বল কি মা! আজীবন ঐ রকম একটা কদাকার কুৎসিত প্রকৃতির লোকের সঙ্গে কাটাতে হ'বে। মন ঘৃণায় কুঁচকে যাবে তবু তাকে পতি পরম গুরু ব'লে পূজা ক'ত্তে হবে। মা তোমার পায়ে পড়ি আমায় বাঁচতে দাও। ছোট থেকে কত কষ্ট করে বড় করেছ, লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছ এখন আর জানোয়ারের মত শিকলে বেঁধে রেখনা।

[কিরণশশী স্তব্ধ হ'য়ে গেল। লটকা একবার এর একবার ওর মুখের দিকে চাইতে লাগল।]

লট্‌কা তুই আমায় কলকাতায় পৌছে দিবি ?

লট্। [চিন্তিতভাবে] পৌছে দিতে পার্ব্ব! পারবনা কেন ? মানুষ বিলেত যাচ্ছে আমেরিকা যাচ্ছে। কলকাতা না দেখা হ'লেও যেতে পারব। কিন্তু যেই তুই চলে যাবি না দিদি, অমনি ওরা আমার নামটি পঞ্চম বাহিনীর লিষ্টিতে টুকে রাখবে। ওরা বলে কিনা যে পাকীস্তানকে যারা ভালবাসে না বিশ্বাস করে না, তারা আমাদের শত্রু। আমরা তাদের ভালবাসব কেন ?

চিত্রা। ওরে বোকা। লাঠির জোরে ভালবাসা হয় না। মনের মিল থাকা চাই। ভয় দেখিয়ে কিছু দিন বশ করা যায় মন পাওয়া যায় না। কুকুরের যে প্রভুভক্তি তাও খালি খেতে দিয়ে আর চাবুক চালিয়ে হয় না। তাকেও ভালবাসতে হয় আদর ক'ত্তে হয়। এরা খালি ভয় দেখাতেই জানে।

কির। এ তুই অন্যায় কথা বলছিস্ চিত্রা। ঐ ত' পাশের বাড়ীর মুরুরা রয়েছে। তাদের ব্যবহারে কোনও ব্যতিক্রম দেখেছিস্ ?

চিত্রা। আমি সাধারণ লোকের কথা বলছি না মা। আমি বলছি রাজশক্তির কথা, রাষ্ট্রের কথা। তারা যে প্রতিনিয়ত, প্রতি ব্যবহারে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে এদেশে আমরা অবাঞ্ছিত। আমাদের উপর কোনও অন্যায় হ'লে তার প্রতিকার নেই। কোনও জুলুম হ'লে রক্ষা করার কেউ নেই। যে সব গুণ্ডা বদমায়েসের নোংরামীর জন্ত আমার কলেজে যাওয়া বন্ধ হ'ল তাদের কোনও শাসন করা হ'য়েছে কি ? এই যে লটকার ক্লাসের ক'টা বদ ছেলে ওকে বিশ্বাস-

ঘাতক হিন্দু ব'লে ঠাট্টা ক'ত্তে ক'ত্তে, ও চুপচাপ সয়েই যাচ্ছে দেখে, অবশেষে সত্যি সত্যি চাঁটি লাগাতে সুরু ক'রল। স্কুলের কোনও শিক্ষক তার কোনও প্রতিবিধান ক'রেছে কি? শেষ পর্য্যন্ত স্কুলে যাওয়া বন্ধ ক'রে, ঘরে প'ড়ে, পরীক্ষা দিতে হ'ল। আর একবার ফেল ক'রে, জন্মের মত পড়াশুনায় জলাঞ্জলী দিতে হ'ল। এসবের পরও আমি সেই রাষ্ট্রকে ভালবাসব? তার গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করব? তার কল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গ করব? এত সম্ভব নয় মা। আমাকে এই নিত্য আত্মবঞ্চনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে দাও মা। লটকা সত্যি আমায় নিয়ে যেতে পার্ব্বি ত'?

লট্। গেলে আমারও আর ফিরে আসা চ'লবে না। সেখানেও নাকি ওদেশের সাধারণ লোক শালা রিফিউজী বলে গাল দেয়। শিয়ালদহে পৌছানর সঙ্গে সঙ্গে ঠক্ ঠকাচ্ছে-গুণ্ডা লুটছে, আর সরকারী থাড়্‌দারের দল নানা কায়দায় রিফিউজীদের প্রাপ্য টাকা গাঁ্যাড়া দিচ্ছে।

চিত্রা। আমরা কোনও সাহায্য চাইব না। রোজগার হয় খাব, না হয় উপবাস করে মরব।

লট। আমি কি দিয়ে রোজগার কর্ব্ব দিদি বল? আমি যা বাজাই আর আর যা গাই—এই ডাড্ডিরি ডারাও চলবে না কিম্বা 'আল্লাহো আকবর শোর শোন আজ এই নয়া পাকীস্তানে'—এও চলবে না।

চিত্রা। [লটকা সুরে গান ধরায় রেগে গিয়ে] Idiot!

লট। মা দেখছ দিদি কি ভীষণ রেগে গেছে।

কির। মাথা গরম করিস্ না চিত্রা। কথায় বলে ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না। [চায়ের পেয়ালাগুলি তুলতে গেল]

চিত্রা। থাক না। আমিই ধুয়ে দেব।

কির। আমি ত' স্নান কর্ব্বই।

[কিরণশশী পেয়ালাগুলি নিয়ে চলে গেল]

লট। দিদি! বিন্দুবাবু বলছিল যে শেষ পর্য্যন্ত সবারই যেতে হবে। তবে যে

কদিন থেকে যা কিছু গুছিয়ে নেওয়া যায়। আমার একটা কথা শুনবি দিদি।

চিত্রা। কি ?

লট। আলী সাহেবের বিবি প্রায়ই তোর কথা জিজ্ঞাসা করে। ওদের সঙ্গে D. M. এর খুব খাতির। সেদিন উনি বলছিলেন লটকা তোমার দিদিকে Girls' School এ একটা কাজ নিয়ে তারপর private বি, এ পরীক্ষাটা দিতে বল না। তুই তাই কর দিদি একদিন চল না ওদের বাড়ী।

চিত্রা। গেলেই ভাববে যে উমেদারী ক'ত্তে এসেছে। লটকা তুই ঐ রকম ক'রে এ বাড়ী ও বাড়ী আত্মীয়তা ক'রে বেড়াস্, দেখে আমার মনে হয় যে কি হয়—

লট। বাঃ রে! মান অপমান বুঝি আমি বুঝিনা? কিন্তু এ যা হ'ল তার উপর ত' কারো হাত নেই। দেশ শুদ্ধ সবাই সইছে, তাই আমাদেরও সইতে হবে। বিশ পঁচিশ লাখ লোক গেছে, ওরা তাতেই বেসামাল হ'য়ে পড়েছে। সব হিন্দু গিয়ে দাড়ালে ওরা কি ক'র্বে বল ?

চিত্রা। থাক্! আর পণ্ডিতি ফলাতে হবে না। ত্রিশ জনের সংসারে এক জন বাইরে থেকে গেলে কেউ টেরই পায় না। ত্রিশ কোটীর কাছে এক কোটী গেলেও তাই হওয়া উচিত। অবশ্য মন থাকা চাই।

লট। নুরু দা আসছে দিদি। নুরুদ্দিন এল।]

আদাব আরজ নুরু দা

নুরু। এই Sly fox! ইউসুফ বল্ল, তুই নাকি আজ কাল খুব আসর জমিয়েছিস্ "আল্লাহু আকবর" গান গেয়ে।

লট। কাল অত discussion হ'ল। আমি দস্তুর মত গান বাজনার culture কচ্ছি যে।

চিত্রা। এরগুপি ক্রমায়তে।

নুরু। ঠিক বলেছে চিত্রা দি। ওরে গাধা! তোকে বুঝি ওরা গানের জন্য ডাকে? ওরা হিন্দুদের সামনে তোকে example হিসাবে place ক'রে।

Dog barnd হিন্দু ওরা চায়, আর তুই sly fox হয়ে বোকার মত তারই sample হচ্ছিস্। কি বল চিত্রাদি? ভাল কথা তোমায় আর দিদি বলা চ'লবে না। যা বলেছি বলেছি। নানা কাল হিসেব করে বল্লেন আমি তোমার চেয়ে কয়েক মাসের বড়।

চিত্রা। তুই ভাই বি-এ পাশ করেছিস্—আমিত করিনি। তুই আমার চেয়ে এমনিতেই বড়।

মুরু। ঘসিতে ঘসিতে প্রস্তর ক্ষয়। চার বছরের Course Matricএর পর ছয় বছরে পাড়ি দিয়েছি। ভাগ্যিস Logic এর note দিয়ে, বই দাগিয়ে question Suggest ক'রে সাহায্য ক'রেছিলে। নইলে Barbara, Celeren, Derii, ferio আমায় দরিয়ায় ডোবাত। যাক্ নুরউল হক সাহেব এখন Mining expert হ'তে চল্ল।

চিত্রা। সত্যি?

মুরু। হাঁ। বাপজানের একটুও ইচ্ছা নেই। ওর ধারনা যে উনি একটু চেষ্টা ক'ল্লেই; আর তদ্বির ক'ল্লেই একটা সরকারী চাকরী জুটে যাবে। কিন্তু নানা একেবারে adamant.

লট। আচ্ছা মুরুদা তোমাদের Colliary তে আমার একটা কাজ টাজ দিতে পার না।

মুরু। ওরে rascal! তুই ও ভাগলবা হবার চেষ্টায় আছিস্।

লট। একে হিন্দু, তায় undermatric. এখানেত' কোনও chance নেই।

মুরু। ঘাবড়াও মৎ। নানা কাল বলছিল, এয়সা দিন নাহি রহেগা। হয় পরিবর্ত্তন হ'য়ে ন্যায় নীতির প্রতিষ্ঠা হবে, নয় পাকীস্তানই ভেঙ্গে যাবে। এই রকমভাবে যা তা ক'রে যদি state গড়া যেত, তবে Islamic Empire গড়তে ওমর খলিফা কি হারুণ অল্ রসিদের প্রয়োজন হ'ত না।

চিত্রা। তুইও এসব কথা বলিস্ মুরু!

মুরু। কেন? অন্যায়কে অন্যায় বলব না? সাদাকে সাদা আর কালোকে কালো আমি চিরদিনই বলব।

চিত্রা। তবু মুসলমান হ'য়ে—

নুরু। আমি যে synthetic মুসলমান। নানা thesis—বাপজান্ Antithesis আর আমি synthesis. হুঁ হুঁ—এ হ'চ্ছে Hegelian Dilectics. এর চেয়ে বড় কথা আজও কিছু আসেনি চিন্তা জগতে।

লট। নুরুদা ভারী চালাক! জানিস দিদি? এখন হিন্দুস্থানে থাকতে হবে ত' তাই আগে থাকতে ঐ সব কথা rehearsale দিয়ে রাখছে।

নুরু। না চিত্রাদি, সেজন্য মোটেই নয়। আসল কথা হ'চ্ছে যে এদের falacy ধরা পড়ে গেছে যে।

চিত্রা। কিসের falacy.

নুরু। Policyর falacy. অবশ্যি এটা আমার কথা নয়, নানার কথা। বাপজান ত' আজকাল লীগের মস্ত চাঁই। ওদের সব কিছুকে support করেন। কাল খেতে ব'সে নানা হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসল "ছলিম তোমরা পাকীস্তান কেন চেয়েছিলে?" বাপজান জবাব দিল "পাকীস্তান না হ'লে Islam এ দেশে থাকতইনা।" নানা তখন বল্লেন "ও দেশে যে অর্দ্ধেক মুসলমান রয়ে গেল তারা ত' মুসলমান হ'য়েই থাকবে, না থাকবে না?" বাপজান বল্লেন "খুব সম্ভব genocide হ'য়ে যাবে। হিন্দুরা দলে ভারী ভোটের জোরে মুসলমানদের কোন ঠাঁসা ক'রে রাখবে। লেখা পড়ায় পোক্ত তাই তারা সরকারী চাকরী বেশী পাবে, আর সব সময় মুসলমানদের খোঁচাবে—তাদের হিন্দু culture ক্রমশঃ ঐ মুসলমানদের উপর প্রভাব বিস্তার ক'ত্তে ক'ত্তে ইসলামের অস্তিত্ব লোপ পাবে। নানা বল্লেন "অবশ্য এ যুক্তির বিরুদ্ধেও অনেক কথা বলার আছে, সে যাক্। তাই তোমরা ঐ বিপদগুলো দূর ক'ত্তে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রে পাকীস্তান কায়েম ক'রে অর্দ্ধেক রক্ষা ক'রলে। কিন্তু সেই অন্যায়গুলি যদি তোমরাও এখানে চালাতে থাক তবে জগতে কারও শ্রদ্ধা পাবে কি? অন্যায় আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে তোমাদের যেমন যুদ্ধ করার অধিকার আছে অন্যের কি তা থাকতে নেই।" এই বাপজান চুপ!

চিত্রা। তোর কি মনে হয় মুরু?

মুরু। Logic মানলে এ যুক্তি মানতেই হয়।

চিত্রা। আজও অনেক মানুষের ন্যায়শাস্ত্র মানার বালাই নেই। কত পণ্ডিত নিজের বেলায় এক রকম অন্যের বেলায় অন্য রকম বিধান দেয়।

মুরু। তুমিও fear complexএ প'ড়েছ দেখছি। সব দেশে সব যুগে মানুষ ন্যায় মানে বলেই ন্যায়শাস্ত্র হ'য়েছে। কবে কোথায় প'ড়েছি মনে নেই। তবে তার ভাবটা হ'চ্ছে এই, যে সূর্য্য কখনও কখনও রাহুর গ্রাসে প'ড়ে। রাহু বলের দম্ভ ঐ রাহুর দন্তের মত। এক নিমিষেই মিলিয়ে যায়। চিরদিনের সূর্য্য আবার প্রকাশ পায়। এমন কি তার দেহে রাহুর স্পর্শের চিহ্নও থাকে না। সৃষ্টির আদি কাল থেকে কত অসংখ্যবার এই খেলা হ'য়েছে তবু নূতন রাহু ভাবে আমার বেলায় হবে না।

চিত্রা। ওটা রবীন্দ্রনাথের কথা। কিন্তু তুই ত' খুব সুন্দর কথা ব'লতে শিখেছিস্ মুরু।

মুরু। চিরদিন কি বোকা মুরুই থাকব? Student Federationএর secretary কি মুখ জোর না থাকলে হওয়া যায়।

চিত্রা। অত্যন্ত খুসী হলাম ভাই। এই স্বাধ তোর চিন্তা ধারা কত পরিষ্কার হ'য়েছে আর এই লটকা—এটা যেন একটা মূর্ত্তিমান বীর্য্যহীন—কাপুরুষতা।

লট। এই দিদি! —সাধু ভাষায় বল্লেও গাল কিন্তু গালই।

মুরু। [হেসে] আঙ্গার কিন্তু ছদ্মবেশের আলো। আগুনের ছোঁয়া পেলেই ব্যস্। হ'চ্ছে হ'চ্ছে চারধারে আয়োজন হ'চ্ছে। আমি আভাষ পেয়েছি।

চিত্রা। তবে তুই চ'লে যাচ্ছিস্ কেন?

মুরু। নানাকে একটু আরাম দিতে হয়। বিষয় কর্ম্ম ছাড়াও অনেক রকম সব কাজে হাত দিয়েছেন। দম নিতে সময় পান না। আর তা ছাড়া এখানে থাকলে হয়ত সরকারী চাকরী ক'ত্তে হবে। ও রুচিটা আর নেই।

চিত্রা। অনেক দিন যেন তোর আয়ু হয় ভাই। তোরাই এ ভাঙনের যুগের আশা।

মুরু। আশা আমরা সবাই। মানুষ সত্যের পূজারী তাই অন্যায় আর মিথ্যার সঙ্গে যুদ্ধ তার চিরদিনের। মনে আছে ত' **Stand Still Agreement** শেষ হবার মুখে যখন দলে দলে লোক দেশ ছেড়ে চ'ল্ল—সবাই মলিন মুখে সজল চোখে সাজান সংসার ফেলে অনিশ্চিতের উদ্দেশে রওনা হ'ল। সেবার **Founders Day** উপলক্ষে **College**এর সভায় তুমিই আবৃত্তি ক'রেছিলে—

"প্রবল এই মিথ্যা রাশি তারেও ঠেলে উঠেছে হাসি
অবলা রূপে চিরকালের আশা॥"

লট। মুরুদা এটা গান না কবিতা?

মুরু। তুই হাসালি লটকা।

লট। না তুমি হেস না। এটা শুনে একটা **wonderful** গানের **Idea** আমার মাথায় এসেছে—

ঝুঠার রাশি হটায়ে হাসি
আমরা নও জওয়ান—পাকীস্তান—পাকীস্তান॥
[লটকার ভঙ্গী দেখে বিরক্ত হ'য়ে চিত্রা বলল]

চিত্রা। উঃ! ওটা থেকে থেকে ঐ রকম ক'রে, আর আমার যেন অসহ্য হ'য়ে ওঠে।

লট। তুই ত' জানিস্ না দিদি আমি কি ভীষণ **popular.**

চিত্রা। ওরে গাধা! তুই যদি মনে প্রাণে বিশ্বাস ক'রে বলিস্, তার একটা মানে হয়। তুই স্তাবকতা কত্তে' ঐ সব বলিস্, তাই ওগুলো হয় নিছক ভাঁড়ামী।

লট। তবে সেবারে, ধর্ম্ম সভার ঘরে, কীর্ত্তন উলীর মাথুর গান শুনে দাদু অত জোর কেঁদেছিল কেন? ঐ বিরহ কি কীর্ত্তন উলীর বিরহ? না সে ঐসব বিশ্বাস করে! সে পেটের দায়ে গান গেয়ে গেল, আর রসিক যে সে রস নিল।

আমিও হয়ত পেটের ধান্দায় ওদের পটাতে ঐসব গাই, কিন্তু পাকীস্তানের নওজওয়ান ঠিক রস নেয়।

সুরু। [হেসে] এটা দস্তুর মত sly fox !

লট। তুমিও তাই সুরুদা। ঢাকায় ছাত্রেরা ভাষা আন্দোলন সুরু ক'রেছে আর তুমি নানার colliery ভাল ক'রে চালিয়ে লাভ বাড়াবার তালে পঁয়ষট্টি দিচ্ছ।

সুরু। তোর দোষ নেই লটকা। সন্দেহ রোগ হ'চ্ছে এ যুগের সার্ব্বজনীন ব্যাধি।

[কিরণশশী ডাকল, 'লটকা চা খেয়ে যা']

লট। যাই মা! সুরুদা আমি তোমার জন্য চা আনছি, বোস।

সুরু। সময় নেই রে! কাল না হয় পরশু কলকাতা যাচ্ছি। সব গোছাতে হবে, নানার কাছে instruction নিতে হবে।

চিত্রা। নানা বুঝি এখন যাবেন না?

সুরু। দেরী হবে। সমস্ত বিষয় সম্পত্তি বোধ হয় ওয়াকফ্ ক'রবেন, তার ব্যবস্থা করা আছে। এখানে বাপজান কি সব যেন গোলমাল ক'রে রেখেছেন তার দরবার আছে।

[কিরণশশী আবার ডাকল "কৈ এলিনা লটকা"]

লট। এই যে—আদাব সুরুদা। [লটকা চ'লে গেল।]

চিত্রা। ছাখ সুরু আমি কক্ষনো কলকাতা যাই নি। তুই আমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবি?

সুরু। [অত্যন্ত বিস্মিত ভাবে] বল কি! আমি! কি যে বল।

চিত্রা। আমি আমার মত আলাদা যাব। গীতাকে তার ক'রে দেব। সে যদি কোনও কারণে station এ না আসে, তুই আমায় তার বাড়ীতে পৌছে দিবি। পারবি না?

সুরু। এ আর পারব না কেন? কিন্তু যুগটা বড় বিশ্রী—

চিত্রা। দাদু—মা—আমার দিকটা মোটেই বুঝতে পাচ্ছে না ভাই। আমার কল্যাণ হবে ভেবে এমন সব বিকট plan ক'চ্ছে—

[নুরুর মা সলিম সাহেবের বিবি দৌলত, সঙ্গে আলী সাহেবের বিবি আনোয়ারা খাতুন, ও বাড়ীর দিক থেকে এল।]

দৌল। নুরু তুই এখানে। বুড়া মিঞা ডাকাডাকি ক'চ্ছে। যা এখুনি। নইলে রেগে খুন হ'য়ে যাবে।

নুরু। আমি চল্লাম চিত্রা। [নুরু ছুটে চ'লে গেল।]

দৌল। চিত্রা ইনি হ'চ্ছেন A. D. M. আলী সাহেবের ঘরওয়ালী। তোমার সঙ্গে নাকি আগে পরিচয় ছিল?

চিত্রা। [বিস্মিত হ'য়ে] তা হবে। আপনারা বসুন মাসীমা।

দৌল। আমার বসার সময় নেই মা। বাড়ীতে বাপ বেটার, কিস্তীতে কিস্তীতে কারবালার লড়াই হ'চ্ছে। দুজনেই সমান খিটমিটে। আমি চল্লুম। আলাপ ক'রে আমার বাড়ীতে চা খেয়ে তবে যাবেন। চিত্রা ও'কে আজ চা খাওয়াতে পাবে না কিন্তু। [দৌলত বিবি তাড়াতাড়ি চ'লে গেল।]

আনো। চিত্রাদি কি আমায় চিন্তেই পাচ্ছ না?

চিত্রা। তুমি ত' অনিতা।

আনো। এখন আনোয়ারা খাতুন। আমি গেল বছর মুসলমান হ'য়ে আলী সাহেবকে বিয়ে ক'রেছি। খুব আশ্চর্য্য বোধ হ'চ্ছে ত'?

চিত্রা। না।

আনো। না!

চিত্রা। আমি যে জানি অনিতা—I mean আনোয়ারা—জাত আর ধর্ম্ম ব্যাপারটা মানুষের সৃষ্টি। কিন্তু স্ত্রী পুরুষের প্রণয়—তাকে Biological needই বল, আর Divine Loveই বল, ঐ ব্যাপারে নারী এবং পুরুষ উভয়েই একান্ত অসহায়। বানের মুখে কুটোর মত; ভালবাসার দুরন্ত স্রোতে মানুষ ভেসে যায়।

আনো। আমিও সে কথা শুনেছি।

চিত্রা। শুনেছি মানে?

আনো। শুনেছি। বইয়ে পুঁথীতেও প'ড়েছি। আমার বেলায় ওসব বালাই নেই আর ছিলও না।

চিত্রা। এইবার আশ্চর্য্য হলাম।

আনো। [হেসে] হ'লে ত'? এই আশ্চর্য্য করার জন্য লটকার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে—ছলিম সাহেবের বাড়ী পরিচিত হ'য়ে তবে তোমার কাছে হাজির হলাম। মুখের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে কি ভাবছ?

চিত্রা। তোমার সম্বন্ধে কত কথাই ভাবছি।

আনো। ভাবছ ত'? আমি জানি তুমি ভাববে। প্রথমেই ভাববে যখন প্রণয় নয় তখন এ বিয়ে কেন? তারপর ভাববে এমন রুচি হওয়াই বা সম্ভব হ'ল কি ক'রে।

চিত্রা। সত্যি! আমি ঐ রকমই সব ভাবছি।

আনো। একটু আগে থেকে সুরু করি ভাই। তোমার হয়ত মনে আছে, যে বাপ মা ছিল না—মামার বাড়ী তাদের সংসারের সমস্ত কাজ ক'রে দিয়ে অবসর সময় প'ড়ে তৈরী হ'য়ে, আমি প্রাইভেট Matric দিতে এসেছিলাম। তুমি কত সাহায্য ক'রেছিলে তবু পাশ ক'ত্তে পারলুম না। মনের দুঃখ মনে রেখে, মামা মামীর টিটুকারী স'য়ে, আবার তাদের সংসারে খাটতে লাগলাম। সংসারে ওদের আশ্রয় ছাড়া আমার আরত' কোনও আশ্রয় ছিল না। সেই সময় এই আলী ঐ গাঁয়ে তার এক আত্মীয় বাড়ীতে বেড়াতে এল। পথে ঘাটে কোথায় আমায় দেখে—বোকার মত মামা বাড়ীর আশে পাশে ঘোরাঘুরি সুরু ক'ল্ল। আলী অবশ্যি সে সব কথা খুব বিনিয়ে বিনিয়ে বলে। আমি কিন্তু কিছুই বিশ্বাস করি না। ব্যাপারটা মামীর চোখ এড়াল না। তাঁর বাক্য যন্ত্রণায় আমারও আলীর উপর বড় রাগ হ'ল।

চিত্রা। [হেসে] অবশেষে সেই রাগ অনুরাগে দাঁড়াল ত'?

আনো। আমায় বলতে দাও ভাই। ছুটী ফুরোতে আলী চ'লে গেল

আমিও যেন রেহাই পেলাম। তারপর এল এই পাকীস্তান। নূতন দেশে নূতন ক'রে জীবন সুরু করার আশায়—মামা, আমাদের সবাইকে নিয়ে, এখানকার সব ভিটে মাটি বেচে দিয়ে, ভেসে প'ড়লেন হিন্দুস্থানে হিন্দুর আশ্রয়ের আশায়।

চিত্রা। তারপর ?

আনো। তারপর শিয়ালদহ ষ্টেশন থেকে, এ ক্যাম্প ও ক্যাম্প এমন কি উড়িষ্যার অমর্দ্ধা গিয়েও, কিছুতেই কিছু সুবিধে হ'ল না। কত plan কত scheme—ভাই সে যেন শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলী। এরা ভাবছে কি করে কি সুবিধা আদায় কর্ব্ব—ওরা ভাবছে দেবার নাম ক'রে কি কায়দায় কতটা ফাঁকি দেব। শেষ পর্য্যন্ত আন্দামানের চেষ্টা ক'ত্তে গিয়ে হঠাৎ কলেরা হ'য়ে মামা হাঁসপাতালে ম'রে জুড়োলেন।

চিত্রা। অ্যাঁ! মারা গেলেন!

আনো। হাঁ। মেয়েদের কিন্তু বড় কঠিন প্রাণ ভাই। আমরা ঐ ভিক্ষের ছাই পাঁশ খেয়েই বেঁচে রইলাম। তবে হ্যাঁ, সেই দুবৎসরে জীবন চিনলাম, মানুষ চিনলাম। আমার মত তুচ্ছ মেয়ের যে টুকু সম্পদ তাও ফাঁকী দিয়ে লুটে খাবার ফিকিরে, কত নির্লজ্জ জানোয়ারকে কত বেশে চারদিকে ঘুরতে দেখলাম। চাকরী জুটিয়ে দেবে—ঋণ পাইয়ে দেবে—ট্রেনিং সেণ্টারে সুবিধা ক'রে দেবে—বড় বড় উপরি ওয়ালাদের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবে—কত রকম বিচিত্র কায়দা তাদের।

চিত্রা। গীতা নামে আমার একজন পরিচিত মেয়ে কলকাতায় গিয়ে বহু কষ্টে একটা কাজ জুটিয়েছে। সে লিখেছে যে দাবী তোমার যতই থাক, তদ্বির ভিন্ন কিছুই হবে না।

আনো। গীতা কে—তাত' জানিনা। কিন্তু সে যত কথা যেমন ক'রেই লিখে থাকুক, হাজার ভাগের এক ভাগও জানাতে পারে নি। দয়ার ব্যাভিচারের যে কত অনন্ত মূর্ত্তি তা ত' এক জীবনে জানবার উপায় নেই। যাক্। মামা

মারা যেতে আমরা কত নিরুপায় বুঝতেই ত' পাচ্ছ। মামী হতবুদ্ধি হ'য়ে শেষ পর্য্যন্ত আমাকে দিয়ে উপার্জ্জন করাবার মতলবে, মান বাঁচিয়ে এর ওর সঙ্গে কথা চালাতে সুরু ক'রলেন।

চিত্রা। সেকি কথা!

আনো। আশ্চর্য্য হবার ত' কিছুই নেই ভাই। মামী নিজে অভুক্ত, অর্দ্ধ উলঙ্গ। যে দুটি সন্তান তখনও বেঁচে তারাও রুগ্ন কঙ্কাল সার। নাই এর ঘরে খাইয়ের বাসা। ছেলেমেয়ে দিনরাত কেঁদে কেঁদে, উত্যক্ত ক'রে তাকে উন্মাদ করে দিল। শত অভাবেও আমার যৌবন তার কাজ ক'রে যাচ্ছিল। আলী বলে বিশটি ফালগুনের যোল আনা বিষ নাকি আমার সারা দেহে ছড়ান ছিল। বিষ না বলে আমি আগুন বলি। দেখেছি কিনা সে আগুনে পুড়তে বেহারী বাঙ্গালী, মাড়োয়ারী কত জাতের কত পতঙ্গ আমার চারধারে ঘুরত। মন বিষিয়ে ছিল বলেই হোক আর ভুল সংস্কার বা মিথ্যা গৌরব থেকেই হোক আমি কিন্তু কোনও লোভেই টললাম না। কাজও দু একটা না পেয়েছি তা নয়, কিন্তু ভাগ্য দোষে, নোংরামীর জন্য দুদিন না যেতেই, ছেড়ে পালাতে হ'য়েছে। নাটকের পরিণতির মত একটা চরম অবস্থায় এসে, হতাশ হ'য়ে একদিন **employment exchange**এর সামনে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় হঠাৎ আলীর সঙ্গে দেখা।

চিত্রা। বুঝলাম।

আনো। কিছুই বোঝনি চিত্রাদি। **Truth is stranger than fiction.** ঐ আলীর সমবেদনায় ছল ছল চোখ বা গদ গদ কণ্ঠস্বর আমার মনে একটুও দাগ কাটেনি। ও রকম কত কথা নানা ভাষায় নানা কায়দায় শোনা হয়ে গেছে যে আমার। আলী হঠাৎ একটা প্রশ্ন ক'রে বসল—"অনিতা কোটি কোটি মানুষের এই দুঃখ এর জন্য দায়ী কে আমায় ব'লতে পার"? আমি ভাই উত্তর দিতে পারলাম না।

চিত্রা। কেন ? তাকে ব'লতে পাল্লে না যে এর জন্ম দায়ী তোমরা, যার দ্বজাতি তত্ত্বের অজুহাতে ভাগাভাগি ক'রে সোনার দেশ খান্ খান্ করেছ।

আনো। আর একটু তলিয়ে ভাব না চিত্রাদি। এই জেদই বা তাদের হ'ল কেন ? আর সেটা হাসিল করবার ক্ষমতাই বা তাদের এল কোথা থেকে।

চিত্রা। যাক্। ওসব রাজনীতির প্রশ্ন চাপা থাকাই ভাল।

আনো। তুমি আমি চাপা দিলেও এ প্রশ্ন চাপা থাকবেনা ত'। এর উত্তর নেবার এবং ক্ষয় ক্ষতির হিসেব নেবার দিনও একদিন আসবে। আচ্ছা থাক্ ওসব কথা। তারপর আলী আমাকে অনুনয় ক'রে বল্ল "চলনা অনিতা, ঐ হিন্দু রেষ্টুরেণ্টে ব'সে কিছু খেয়ে নেবে চল। যাতে ছোঁয়া না লাগে আমি তেমনি দূরে সরেই বসব। তুমি দেখো—ব্যবসাদার যারা তারা কিন্তু হিন্দু মুসলমান কোন প্রশ্নই তোলে না। তারা শুধু দেখে, খদ্দেরের পয়সা আছে কি না"। তারপর—

চিত্রা। তারপর খেতে গেলে আবার কি ?

আনো। না ভাই। দরিদ্রের বড় লজ্জা বড় অভিমান। আমি খেতে অস্বীকার ক'রে ষ্টেশনের দিকে চললাম। সেও হেঁটে সঙ্গে সঙ্গে এল। সম বেদনার জন্ম মন এমন কাঙ্গাল হ'য়ে ছিল যে সঙ্গে আসতে নিষেধও ক'ত্তে পারলাম না। সে কত অনুনয় ক'রে ঠিকানা জানতে চাইল। আমি কিন্তু ঠিকানা না দিয়ে, এড়িয়ে ট্রেনে গিয়ে বসলাম। চলতি ট্রেনের গতি বেগের সঙ্গে সঙ্গে হুড় মুড় ক'রে কত কথা মনের ভেতর ছুটোছুটি ক'ত্তে লাগল। এই গাড়ীতে কতজন, কত রকমের চিন্তা নিয়েই না চ'লেছে। কে কার খোঁজ রাখে! আমি বাঁচলেই বা কার কি ম'লেই বা কার কি ? এই যে হিন্দুত্বের গৌরবে আলীর অনুরোধ ঠেলে ফেলে চ'লে এলাম, এতেই বা কার কি গেল এল ? নিজে তখন খিদের জ্বালায় জ্বলছি, ভাল খাবার কতদিন খাইনি, নিজের দত্তের খোরাক না জুগিয়ে নিজের খোরাক জোগালে সত্যই অন্যায় হ'ত কি ? হিন্দুর হিন্দুত্ব লোপ পেত কি ? আমি জাতি সমাজ কত কিছুর কথা ভেবে নিজেকে

বঞ্চিত কচ্ছি, কিন্তু জাতি বা সমাজ আমার জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করে এমন প্রমাণ ত' মোটেই পাই না। আত্মহত্যা ক'ল্লে সে খবর কাগজে ওঠে, কিন্তু যে ম'ল তার বেদনার কথা কেউ বোঝে কি? এই যে বাস্তুহারাদের পুনর্বসনের নামে এত বড় অনাচার হ'চ্ছে, সেটা বুঝতে পারার মত বুদ্ধিমান এদেশে প্রচুর আছে। কিন্তু কেউ কেউ এতেই আত্ম প্রসাদ পাচ্ছেন আর এই ব্যাভিচারের গুণ গান ক'রে নিজ নিজ মতলব সিদ্ধি ক'চ্ছেন। আবার কেউ কেউ এর দোষ দেখিয়ে হৈ চৈ ক'রে আত্ম প্রচার করবার মতলবে আছেন। আমি বাঁচলে বা ম'লে যখন কারোই কিছু যাবে আসবে না তখন আমি হিন্দু মুসলমান বা ক্রীষ্টান যাই হই না কেন তাতেই বা কার কি যাবে আসবে। আমার সমাজের বা স্বজাতির কেউ ত' আমায় বিয়ে ক'রে ঘর বাঁধতে চায় নি। আমায় চেয়েছে কিন্তু আমায় সম্মান দিতে চায় নি। তখন তাদের মান বাঁচাবার দায় আমারই বা থাকবে কেন? বল?

চিত্রা। মনকে সত্য হোক, মিথ্যা হোক একটা প্রবোধ বা স্তোক দেবার চেষ্টা মানুষ সব সময় সব অবস্থায় ক'রে থাকে।

আনো। তারপর—

চিত্রা। থাক অনিতা। তারপর কি সেত' তোমায় মিসেস্ আলী আর আনোয়ারা খাতুন হওয়া থেকেই বুঝতে পাচ্ছি।

আনো। না তা পারোনি। হিন্দুর চেয়ে মুসলমান অনেক বিষয়ে উদার।

চিত্রা। ওটা তোমার এখনকার মত ত'?

আনো। হাঁ। কারণ—এই বিয়ের দেন মোহরের টাকায় মামীমা দেশে ফিরে এসে আবার একটি কুঁড়ে বেঁধেছেন। আমার সাহায্যে ছেলেমেয়ে দুটি খেয়ে প'রে পড়াশুনা ক'চ্ছে। হয়ত ভবিষ্যতে ভদ্র নাগরিক হ'তে পারবে। ও অবস্থায় সেখানে থাকলে, হয় smuggler, নয় pick pocket, না হয় চায়ের দোকানের বয়, বড় জোর hawker পর্য্যন্ত হ'তে পার্ত্ত। তুমি মান বাঁচাবার ভ্রান্ত ধারণায় দেশ ছেড়ে সে দেশে যাওনি তাই দেখনি—কত ভদ্র ঘরের মেয়ে বৌ

চাল সুপারী ধ'রে তামাকে কত কি smuggle ক'রে পেট চালাচ্ছে। কত সোণার চাঁদ ছেলে, যাদের খেলে বেড়াবার বয়স, তারা চলতি ট্রেনের কামরা থেকে কামরায় লাফিয়ে লাফিয়ে, পান বিড়ি চানাচুর লেবেনচুষ এই সব বিক্রী ক'চ্ছে। আমার মত কত হতভাগী, যার যতটুকু রূপের পুঁজী তাই ঘ'ষে মেজে, খ'দ্দেরের আশায় massage homeএ যাচ্ছে, restaurantএ ব'সছে পথে পথে ঘুরছে। সব খুইয়ে তবু কি তারা অকূলে কূল পাবে ভাই—[গলার স্বর গাঢ় হ'য়ে এল]

চিত্রা। [অবরুদ্ধ কণ্ঠে] আমি জানি অনিতা—জাতি হিসেবে সমস্ত বাঙ্গালী জাতি আজ পরাজিত। তাই যারা হ'টে গেল তাদের হিসেব আর রাখি না ভাই। চারধারে চেয়ে চেয়ে শুধু তাদেরই খুঁজি যারা পরিবেশের চাপে ভেঙ্গে না প'ড়ে আজও মনুষ্যত্বের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে—

[চূণ শুদ্ধ পানের বোঁটা হাতে লটকা পান চিবুতে চিবুতে এল]

লট। আরে আনু দিদি তুমি !

আনো। [আত্ম সম্বরণ ক'রে নিয়ে] তোকে ব'লে ব'লে হয়রাণ হ'য়ে, আজ ছলিম সাহেবের বিবির সঙ্গে এসে, তোর দিদির সঙ্গে পরিচয় কল্লাম।

লট। দিদি। আনু দিদিকে একটু চা খাওয়ান হবে না ?

আনো। আজ হবে না। ওবাড়ী চায়ের নেমন্তন্ন আছে। চল ভাই, আজ আমার গান বাজনার হাতে খড়ি। সাহেবের মত নেওয়া হ'য়ে গেছে।

লট। Good ! তুমি সুরু ক'ল্লেই খান বাহাদুরের বাড়ীর ওরাও ক'র্ব্বে। সেতারটাও নিয়ে নেব নাকি ? [চিত্রাকে]

আনো। সেতার কি হবে ? গান শিখব ত'। (চিত্রাকে) সারা জীবন বঞ্চিত হ'য়ে কেটেছে। মনে অনেক সাধ ছিল দেখি যদি এখন সে সব মেটে। লটকা আমাকে তৈরী ক'রে নেবে।

চিত্রা। [শ্লেষ ভরে] আর তুমিও লটকাকে তৈরী ক'রে মজলিশী আর রবদারী সহবৎ শিখিয়ে নিও।

আনো। আমার কিছু শেখাতে হ'বে না। লটকা ভাই জানে—While in Rome do as the Romans do.

লট। Definitely.

আনো। শুনছ ত' চিত্রাদি। আজ চলি ভাই। একদিন এস না আমাদের বাড়ীতে।

চিত্রা। সময় পেলেই যাব।

আনো। নিশ্চয় এসো কিন্তু। আদাব।

[আদাব ক'রে ওরা ও বাড়ীর দিকে গেল। চিত্রার হাসি মুখ ক্রমশঃ গম্ভীর হ'য়ে এল। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘরের দিকে চলল।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

[প্রথম দিনের ঘটনার দুদিন পর। উঠানে বেঞ্চের উপর ব'সে লট্‌কা বেশ মনিবেশ ক'রে খবরের কাগজ পড়ছিল। ঘরের ভিতর থেকে তাকে ডাকতে ডাকতে চিত্রা বেরিয়ে এল।]

চিত্রা। এত চেঁচাচ্ছি আর তুই উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে আছিস্—

লট। [তার দিকে না চেয়ে, তাচ্ছিল্যের স্বরে] খবরের কাগজ পড়ছি।

চিত্রা। [বিরক্ত ভাবে] সেত' দেখতেই পাচ্ছি। বেলা হ'য়ে যাচ্ছে। যা না—বাজার ক'রে আয়।

লট। আমি পারব না।

চিত্রা। বাজার আনতে দেরী হ'লে দাদুর খাওয়ার দেরী হ'য়ে যাবে যে।

লট। হোক্।

চিত্রা। [রাগত ভাবে] Idiot ! স্বার্থপর !

লট। [হঠাৎ অত্যন্ত রেগে গেল] Enough ! Wise crakering অনেক শোনা আছে। দাদুর কষ্ট হবে, অসুবিধা হবে, এত সব যখন চিন্তা করিস্, তখন কাল ঐ কাণ্ড কল্লি কেন ?

চিত্রা। [অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হ'য়ে] স্থাখ্ লটকা—

লট। লটকা দেখবে কি? কাগজ আন্‌তে গেলাম আর অন্তত ১০।১২ জন আমায় জিজ্ঞাসা ক'ল্ল—আর যাচ্ছে তাই remark—

চিত্রা। [রাগে দুঃখে বিরক্তিতে] কি !!

লট। এখন ভ্রূ কুঁচকে, চোখ গরম ক'রে লাভ কি? যে শুনছে সেই বলছে যে তুই মুকুদার সঙ্গে পালিয়ে ক'লকাতা যাচ্ছিলি। পরশু যখন কলকাতা যাবার কথা হ'ল তখন কি আমি কি যাব না ব'লেছিলাম? তোর না বড় বুদ্ধির বড়াই, আর এই লোক হাসান কাণ্ড ক'রে ব'সলি?

চিত্রা। [ধম্‌কে] থাম্। তোকে সঙ্গে নিয়ে গেলে এখানে চলে কি ক'রে?

লট। [ব্যাঙ্গের স্বরে] চলে কি ক'রে।

চিত্রা। আমি বেশ ভেবে বুঝে, তবে সব স্থির করি জানিস্? আমাদের ভরসা ঐ দাদুর pension এর টাকা ক'টা। তাই আমি মিনতির কাছে ধার ক'রে—

লট। ধার ক'রে যাচ্ছিলি ত' Inter Class এর টিকেট কিনেছিলি কেন?

চিত্রা। টিকেট মুকু কিনেছিল। টাকা পরে নেবে এই ব'লেছিল।

লট। যত গোল ত' ঐ টিকেট থেকেই হ'ল। Consecutive নম্বর—তাও আবার টিকেট মুকুদার কাছে।

চিত্রা। কি নোংরা মন হ'য়েছে লোকের।

লট। তুই না ব'লে গেলি কেন? কেউ কি দড়ী বেঁধে আটকে রেখেছিল তোকে?

চিত্রা। তোদের জন্যই আমার এখান থেকে স'রে যেতে হ'চ্ছিল, তা জানিস্?

লট। আমাদের জন্য!

চিত্রা। হাঁ।

লট। আমাদের কি দোষ সেটা বল্‌?

চিত্রা। এখন তোর সঙ্গে বকার সময় নেই। যা বাজারে যা।

লট। [উত্তেজিত ভাবে] আমি এখনই শুনতে চাই। কি অনিষ্ট তোর ক'রেছি—কি কষ্ট আমরা তোকে দিয়েছি, যে তুই সবার কাছে এমন ক'রে আমাদের মাথা নীচু করালি। আমি যে circle এ যাদের সঙ্গে মিশি তারা হয়ত মুখে কিছুই ব'লবে না—কিন্তু তাদের চোখে মুখে এমন একটা বিশ্রী উল্লাসের ভাব—Inspector হায়দর সাহেব সাইকেল থেকে নেবে কত সহানুভূতির ভাব দেখিয়ে জিজ্ঞাসা ক'ল্ল, "কি লটকা! তোমার দিদি ঠাণ্ডা হ'য়েছে ত'? না আবার পালাই পালাই ক'চ্ছে?" আমি কি উত্তর দেব বল? [গলার স্বর ক্ষোভে লজ্জায় কাঁদ কাঁদ হ'য়ে গেল।]

চিত্রা। [চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে ছিল। সতেজে দৃঢ় কণ্ঠে বল্‌ল] আমি কিছু ব'লব না। টেবিলের উপর রবীন্দ্রনাথের সঞ্চিতা র'য়েছে—নমস্কার কবিতাটা পড় গিয়ে। তাহ'লেই বুঝতে পার্ব্বি।

লট। রবীন্দ্রনাথ আমাদের এখনকার অবস্থার কথা কি ব'লবেন? এ দেশের এসব সর্ব্বনাশের আগেই তিনি অনেক বুদ্ধি খরচ ক'রে স'রে প'ড়েছেন।

[কালী বাবু ভিতর থেকে এসে ব'ললেন।]

কালী। তোরা ভাই বোনে আবার ঝগড়া সুরু ক'রেছিস্‌?

চিত্রা। লটকা বাজারে যেতে চাইছে না।

কালী। তা হ'লে আমিই যাই। বৌমা টাকা রেখে গেছে ত'?

চিত্রা। না। তবে টাকা আমার কাছে আছে।

কালী। টাকা রেখে যখন যায় নাই, তখন বৌমার ফিরতে দেরী হ'বে না। আসুক না ফিরে।

চিত্রা। বেলা হ'লে তোমার কষ্ট হ'বে।

কালী। [দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে—ক্ষীণ হাসি মুখে এনে] কষ্ট?

লট। দাদুর কষ্টের কথা তুই আর বলিস্‌ না দিদি। যে কাণ্ড ক'রেছিস্‌

তারপর আর ওই সব কথা তোর মুখে মানায় না। তোর যাবার খবর পেয়ে মা ছুটে গেলেন সদানন্দ বাবুর বাড়ী। আমি গরীবুল্যার কাছে শুনে ছুটে বাড়ী এসে দেখি দাদু কাঁদছে।

কালী। না না—কাঁদি নাই ত'। কখন কাঁদলাম?

লট। যখন আমার হাত ধ'রে ব'ললে—"এই বুড়া স্থবির তোদের পায়ে বেড়ী হ'য়ে আছে। ভাইরে রোজই ত' ছুটী চাই ছুটী হয় কই।" বল নি?

[চিত্রার চোখ ছল্ ছল্ ক'রে উঠল। সে কালী বাবুর বুকের কাছে এগিয়ে গিয়ে ধীরে ব'লল।]

চিত্রা। না ব'লে যাওয়া ভুল হ'য়েছিল দাদু।

কালী। [তার মাথায় সস্নেহে হাত বুলাতে বুলাতে] না রে দিদি ভুল না। দেহ মনে তোদের পুরা জোয়ার। দিদি ভাই, যৌবনে মন যে পাখীর মত উধাও হ'য়ে উড়তে চায়—জীবনের অজ্ঞাত যা কিছু সব জানতে চায়—দূরে অনেক দূরে—কত কিছু আছে এ জগতে—সব সে দেখতে চায়। আমাকে যদি ব'লতি, আমি আপত্তি কর্ত্তাম না। ঐ বৌমা—স্নেহে অন্ধ এখনও ধাড়ী মুরগীর মত তোদের ডানা দিয়ে ঢেকে রাখতে চায়—

লট। [হেসে উঠল] wonderful! দাদু এটা কিন্তু চমৎকার ব'লেছে—না দিদি? পাছে চিলে ছোঁ মারে তাই কুরুদাদের বাড়ীর ধাড়ী গুলো—সত্যই তাই ক'রে। আমি দেখেছি। ঐ দ্যাখ নাম হতেই ধাড়ী মুরগীটি আসছে—সঙ্গে আবার greedy vulture.

[কিরণশশী ও সদানন্দ বাবু বাইরে থেকে এলেন।]

সদা। মাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে, অনেক ধর পাকড় ক'রে মমতাজ মিঞাকে রাজী করিয়ে ফেলেছি।

কালী! কিসে রাজী করালে?

সদা। S. D. O. এর Court এ দরখাস্ত করার ভার উনি নিলেন। আজকাল হিন্দু উকীলদের ত' হাকিমদের উপর কোনও রকম influence নেই

তার উপর এই রকম case. বুঝলেন না ?

কালী। আমি বুঝতে পাচ্ছি না।

সদা। আমি কিন্তু খুব tactfully manage ক'রেছি। গিয়ে বল্লাম 'জনাব এ ব্যাপারে একটা fair trial না হ'লে পাকীস্তানের হিন্দুদের মনে একটা বিশ্রী রকম reaction হবে। তার উপর হিন্দুস্থানের কাগজে reported হ'লে ওখানেও একটা বিশ্রী রকম হৈ চৈ হ'বে। কিন্তু এখানে একজন মুসলমান উকীল হিন্দুর এই delicate caseটা নিয়ে দস্তুর মত লড়ছে, এতে সব দিক দিয়ে একটা tremendous effect হবে।

কালী। কিসের case ?

সদা। Sec. 364. Enticement. মানে ফুসলে ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়ার—charge আর কি।

কালী। [ভীত ত্রস্ত ভাবে] না না—ওসবে দরকার নেই।

কির। মামলা না ক'রে যে উপায় নেই বাবা।

কালী। কেন ?

সদা। ব্যাপারটা রেল ষ্টেশনে বহু লোকের সামনে এ হ'য়ে একটু এ হ'য়েছে মানে জটিল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ভাগ্যিস train লেট্ ছিল তাই খবর পেয়ে মা আর আমি গিয়ে ওদের ধরলাম।

কালী। হাঁ। তাতে কি হ'ল ?

সদা। বুঝলেন না ? চিত্রাকে persuade ক'ত্তে মাকে ত' অনেক কথা কাটাকাটি—কাঁদাকাটি ক'ত্তে হ'য়েছে। এ দেশের মানুষ কি রকম সে ত জানেন। যে যেটুকু জানল তা থেকেই সবাই রকম রকম story সৃষ্টি ক'ত্তে লাগল

লট। ষান্—ষান্। সব চেয়ে story ছড়িয়েছেন আপনি। আপনিই ত' station থেকে ফিরেই Minority Board এর ভবানী বাবুর কাছে গিয়ে দরবার ক'রেছেন।

সদা। তুমি ছেলে মানুষ, তুমি এসব বুঝবে না হে।

লট। এতে বোঝার কি আছে? পাকীস্তানের দম বন্ধ হওয়া আবহাওয়া বরদাস্ত ক'রতে না পেরে দিদি কলকাতা যাচ্ছিল। তার class friend মুকুদাও যাচ্ছিল। সে টিকেট কিনে দিয়েছে এই ত'? তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়েছে বলুন?

সদা। (মুরুব্বিয়ানার ভাবে) বিষয়টি অত সোজা নয় বুঝলে? এ ঘটনার অনেক রকম বিশ্রী ব্যাখ্যা করা সম্ভব। আর গ্যাখ গিয়ে সারা সহরে হ'চ্ছেও তাই।

(চিত্রা এতক্ষণ দাঁতে দাঁত দিয়ে কথা বন্ধ ক'রে দাড়িয়ে শুনছিল আর সহ্যও কচ্ছিল। এবার হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল।)

চিত্রা। এই সব বিশ্রী ব্যাখ্যা করে কারা?

সদা। (বিস্মিত ও সঙ্কুচিত হ'য়ে) বাজে এবং বিশ্রী লোকেরা।

চিত্রা। এ জগতে সব কিছুতে তাদেরই মেনে চ'লতে হবে কি? —দাদু?

কালী। স্থির হ' দিদি। তুই ত' জানিস্ না—ঐ সব বাজে লোক যত ছোট, যত হীন, তত ভয়ঙ্কর। কদর্থ পূর্ণ চাউনী—বেঁকা বেঁকা কথা নিন্দা ছড়াবার কি বিকট আনন্দ তাদের।

লট। ওসব ইতর লোকেদের আস্কারা দিয়ে দিয়ে—

চিত্রা। চুপ কর লটকা—কথা বন্ধ ক'রে বাজারে যা।

লট। বেশ যাচ্ছি—টাকা দিবি চল্।

চিত্রা। গিয়ে থ'লে নে, আমি যাচ্ছি। [লটকা ভিতরে গেল।] দেখুন, সদানন্দ বাবু আমার ব্যাপার নিয়ে আপনি আর ওকালতী প্যাঁচ ক'ত্তে যাবেন না।

সদা। ওকালতী প্যাঁচ!

চিত্রা। হাঁ। ফৌজদারী আদালতের নোংরা ঘেঁটে ঘেঁটে—আপনার চিন্তা ধারাও নোংরা হ'য়েছে।

কির। [সদানন্দ বাবুর মুখের ভাব লক্ষ্য ক'রে] এ কলঙ্ক কি তা তুই বুঝিস্ কি ? জীবনে তোর বিয়ে হ'বে না তা জানিস্ ?

চিত্রা। তাই, মিথ্যা কলঙ্কের ভয়ে আদালতে মিথ্যা কথা ব'লে একটা নির্দ্দোষ লোকের নামে মিথ্যা কলঙ্ক সৃষ্টি ক'ত্তে হবে ?

কির। তোর কিছুই ব'লতে হবে না। দরখাস্ত আমিই ক'র্ব্ব।

সদা। শোন চিত্রা! মামলা টামলা কিছুই হবে না। Enquiryতেই খতম্ হ'য়ে যাবে, সে আমরা জানি। শুধু তুমি যে ই'চ্ছে ক'রে যাও নি—মুরু মিঞা কতগুলো মিথ্যে লোভ দেখিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তাই তোমার মা মামলা ক'রেছেন এইটি তখন লোকে ব'লবে। আমরা এখনই প্রচার ক'রতে সুরু ক'রেছি যে ওদের coal mineএ labour welfareএর কি একটি চাকরী ক'রে দেবে, এই লোভ দেখিয়ে ভুলিয়ে ছিল, তাই তুমি ওর সঙ্গে যাচ্ছিলে।

চিত্রা। মামলা যখন টীকবে না, তখন আমাদের কথা যে মিথ্যা সে কথা লোকে ব'লবে না ?

সদা। মুসলমানরা ব'ল্লেও হিন্দুরা ব'লবে না। পাকীস্তানে হিন্দু হ'য়ে মুসলমানের বিরুদ্ধে মামলা ক'রে যে ফল পাওয়া যায় না সব হিন্দু তা বিলক্ষণ জানে। সমাজের সহানুভূতি আমরা সহজেই পাব। কি বলেন দাদু ?

কালী। আমি আজ কাল কোনও কিছু ভাবতেই পারি না যে।

সদা। অবশ্য ভাববার বিশেষ কিছু নেইও এতে।

[লটকা একখান বই হাতে আর থ'লে হাতে এসে শুনতে লাগল]

মামলা আমাদের ক'ত্তেই হবে। Man is a gregarious animal. সমাজে থাকতেও হবে—herd law মানতেও হবে। হিত ক'ত্তে পারুক না পারুক সমাজ অসংখ্য কায়দায় শাস্তি দিতে পারে। সে শাস্তির ভয় ক'ত্তেই হবে।

লট। দিদি সে কবিতাটা পেলাম। আমার সঙ্গে একটু একটু যে না মেলে তা নয়। সদানন্দ বাবু! আপনার সঙ্গে কিন্তু পুরোপুরী মিলে যায়।

সদা। কি ?

লট। শুনুন না—

শাস্তি ? শাস্তি তার তরে—
যে পারে না শাস্তি ভয়ে হইতে বাহির—
লঙ্ঘিয়া নিজের গড়া মিথ্যার প্রাচীর ;
কপট বেষ্টন ; যে নপুংস কোন দিন
চাহিয়া ধর্ম্মের পানে নির্ভীক স্বাধীন
অন্যায়েরে বলেনি অন্যায় ; আপনার
মনুষ্যত্ব, বিধিদত্ত নিত্য অধিকার
যে নির্লজ্জ ভয়ে লোভে করে অস্বীকার
সভা মাঝে ; দুর্গতির করে অহঙ্কার ;
দেশের দুর্দ্দশালয়ে যার ব্যবসায়
অন্ন যার অকল্যাণ মাতৃ রক্ত প্রায়
সেই ভীরু নত শির, চির শাস্তি তারে
রাজ কারা বাহিরেতে নিত্য কারাগারে।

কি মিল্‌ছে ত ?

সদা। দেখুন মা। কি রকম ফাজিল ছোকরা দেখুন। গুরু লঘু জ্ঞান পর্য্যন্ত নেই।

কির। তোর সব কথায় কথা বলার কি দরকার বলত ? লটকা ?

লট। বারে ! আমি কথা ব'লছি কই। রবীন্দ্রনাথ ব'লেছেন। আমি শুধু তাই প'ড়ে দিলাম।

[নেপথ্যে সাইকেল রিক্‌সার সকরুণ হর্ণ বাজল।]

কিরে ! ওখানে থেকে হাত নাড়ছিস্ কেন ? কি বলবি এখানে এসে বল না ?

সদা। এই গরীবুল্যা শোন্—শোন্—

[মুকুন্দের বাড়ীর দিকে সভয়ে চাইতে চাইতে এল গরীবুল্যা]

গরী। [নীচু চাপা গলায়] উকীল বাবু। মমতাজ মিঞার বাড়ী থাকি কি কি সব খবর পায়া ছলিম মিঞা মোক ডাকাইলে। ইষ্টিশনের খবর সব পুছ কইল্লে। রাগে খালি গির্জ্জিবার ধইরছে। কয় "এই সব জানোয়ার গুলাক পাকীস্তান থাকি দূর করি দ্যাওয়ার লাইগবে।" হামি কিন্তুক তোমারও বাধ্য ফির্ উমারও বাধ্য। কোনও গোলে মালে মোক্ ফ্যালান না কিন্তুক্।

সদা। তোর আবার গোলমাল কি? জিজ্ঞাসা ক'ল্লে যা জানিস্ সব সত্যি বলবি।

গরী। সত্য কইলেই গোল হয় বাবু। কথা আছে যে সাচ্চা আর বাচ্চা পয়দা হইতে কাঁয়ো না কাঁয়ো দুঃখ পাইবেই। মুই যদি কঁও, দিদিক নিয়া ইষ্টিশনে যাইতেই ছ্যাখোঁ কি যে নুরু মিঞা ওঠে খাড়া। গাড়ী থাকি দিদি নাইমতেই তাক্ কইলে "জেনানী কামরায় বইস যায়া—আমি টিকিস্ কাটি আনি" তা হইলেই ত' নাগি গেল গোল।

চিত্রা। তুই তাই বলবি।

গরী। মোরও কিন্তুক দেখিয়া মনে হইল যে তোমরা দোনোজনে যুক্তি করি যাইতেছেন্। তাতে না জলদী আসিয়া বৌমায়েক্ খবর দিনো।

চিত্রা। (বিরক্ত ভাবে) বেশ ক'রেছিস্। কোথায় যাচ্ছিস্ যা।

গরী। বাজার করি দিয়া—ভাড়ার ধান্দায় যামো।

লট। দাঁড়া গরীবুল্যা। আমিও বাজারে যাব। কে টাকা দেবে দাও।

চিত্রা। আমি এনে দিচ্ছি।

(চিত্রা দ্রুত পদে ভিতরে গেল।)

সদা। হাঁরে গরীবুল্যা! ওদের দেখেই তোর মনে হ'ল যে ওরা যুক্তি ক'রে পালাচ্ছে।

গরী। হইবে ত? বাড়ী থাকি চুপ করি সুটকেশ নিয়া রিকসা চইড়লে দিদি। ওঠে ছ্যাখোঁ—নুরু মিঞা হাজির।

সদা। শুনুন মা। এ কলঙ্ক মেনে নিয়ে কি বিয়ে করা চলে ?

কির। (কালী বাবুকে) বাবা! এ বিপদে আর ত' কোনও পথ দেখতে পাচ্ছি না।

কালী। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে) বিপদ ভঞ্জন মধুসূদনকে ডাক মা।

সদা। আমায় কিন্তু কোনও দোষ দেওয়া চ'লবে না। আপনারা শেষে যে ব'লবেন আমি চিত্রাকে বিয়ে করব ব'লে আশা দিয়ে অবশেষে নিরাশ ক'রেছি—

কালী। কিন্তু এসব কলঙ্ক যে মিথ্যা।

সদা। লোকে মানছে কি ?

কালী। মিথ্যা কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আপনিই ম'রে যায়।

[চিত্রা বেরিয়ে এল।]

লট। **Long live old man !**

ঝুঠার রাশি হটায়ে হাসি—

আমরা নও জোয়ান। পাকীস্তান—পাকীস্তান—

চিত্রা। লটকা টাকা নে আমিও যাব চল্।

কির। কোথায় !

চিত্রা। মিনতির টাকা কটা ফিরিয়ে দিয়ে আসি। এ মিথ্যার ঝড় না থামা পর্য্যন্ত ত' আর যাওয়া হবে না আমার। গরীবুল্যা আমায় একটু চৌধুরী পাড়ায় নামিয়ে দিবি ?

গরী। চলেন।

[লটকা চিত্রা ও গরীবুল্যা চ'লে গেল।]

সদা। শুনলেন ত' মা। ওই মিনতি মাষ্টারনী ওকে তাতিয়েছে।

কির। কেন !

সদা। মানুষ যে এ যুগে কত কায়দায় থাকে, আপনারা তার কোনও খবর রাখেন না। আলী সাহেব নাকি D. Mএর কাছে চিত্রার জন্য সুপারিশ ক'রেছে। কোনও সূত্রে খবরটি পেয়ে, ওরা চিত্রাকে সরাবার ফন্দী ক'রে টাকা

কড়ি দিয়েছে। চিত্রা সরে গেলে সহরে qualified মেয়ে কই? মিনতি মাষ্টারনী নিশ্চিন্ত। প্যাঁচটি কি রকম একবার ভেবে দেখুন।

কালী। ভেবে আর মানুষ কবে কি ক'ত্তে পেরেছে।

সদা। যা ব'লেছেন। কিন্তু চিত্রা যাই বলুক, মামলা একটা না ক'রলে লোক লজ্জা সামলান যাবে না।

কালী। না না—আবু ভাই কি মনে ক'রবে?

সদা। উনি আর কি ক'ত্তে পারেন। উনি যদি নুরুকে এই ব্যাপার নিয়ে বকাবকিও করেন, তাতে কলঙ্ক আরও বাড়বে। লোকে ব'লবে ব্যাপার সত্যি না হ'লে কি আর আবু মিঞা খামাকা নুরুকে ব'কছেন।

কালী। তবে চুপ ক'রে থাকাই ভাল।

সদা। তারও reactionটা ভাবুন। হিন্দুরা আরও ভয় পাবে, আর মুসলমান বদলোক গুলো আস্কারা পাবে। হিন্দুরা কিল খেয়ে কিল চুরী ক'চ্ছে ব'লেই না ওরা আস্কারা পাচ্ছে।

[কালী বাবু উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে রইলেন]

কির। এই কলঙ্কের পর সদানন্দ বাবু যদি বিয়ে না ক'রেন তবে যে চিত্রার বিয়েই হবে না বাবা। মেয়ে বড় হ'লে বিয়ের আগে লোকে নানাভাবে খবর নেবার চেষ্টা ক'রে ত'। এ কলঙ্কের কথা জেনে কেউ চিত্রাকে ঘরে নেবে কি? না বাবা মামলা ক'রতেই হবে।

কালী। চিত্রা যদি বলে যে ইচ্ছা ক'রেই যাচ্ছিল। তখন?

কির। মিথ্যা কথা ব'ললেই হবে। আজ ৬।৭ মাস থেকে ও কত চিঠি লেখালিখি ক'চ্ছে কলকাতার মেয়ে বন্ধুদের সঙ্গে। কই চলে যেতে ত' সাহস পায় নি। নুরু সাহস দিয়েছে তাই ও যাচ্ছিল।

কালী। তোমার ও কথায় কি হবে মা।

কির। একে মেয়েছেলে, তা ছাড়া তার বয়সই বা কি? ওকে নুরুই সাহস দিয়ে দিয়ে এই কাণ্ড করাল।

কালী। স্কুলের বয়স থেকেই ত' প্রমাণ হবে যে ও নাবালিকা নয়। তখন ?

সদা। মামলা খারিজ হোক না। কি groundএ খারিজ হ'ল এ আর কজন দেখতে যাচ্ছে। হিন্দু বিদ্বেষের কথা যত প্রচার হ'য়ে র'য়েছে, আমাদের কিছু ব'লতে হবে না। আমি কলকাতায় কাগজে এ খবর পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রেছি—

কালী। না না—

সদা। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।

কালী। ও কথা সব সময় চলে না। এতে নিজেদেরই ক্ষতি। মিথ্যা বলা মিথ্যা মেনে নেওয়া—

[নেপথ্যে সাইকেলের বেলের শব্দ শুনে সবাই চেয়ে দেখল। আনসার বাহিনীর একজন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি আসছেন দেখে কিরণশশী মাথার কাপড় টেনে দিয়ে ভিতরে গেলেন। লোকটি এল।]

আন্। আদাব। আপনি ত' কালী বাবু ?

কালী। [সভয়ে] হাঁ।

আন্। আপনার বাড়ীতে চিত্রা নামে যে থাকে তাক্ খবর দেওয়া হউক।

সদা। কেন ?
কালী। কেন ?

আন। ইন্‌সপেক্‌টার হায়দার সাহেব কইলেন, যে গত কাইলের ইস্‌টিশনের ঘটনা সূত্রে এক মিথ্যা মামলা দায়ের করার চেষ্টা চইলতেছে। মামলা হইলে বর্ত্তমান অবস্থায় সহরের একটা শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা করা যাইতেছে। গত কাল আমি ইস্‌টিশনে উপস্থিত ছিলাম। সকল কথা আমার শুনা আছে। তাতে ঐ সব কথা জবানবন্দী হিসাবে লিখিত করিয়া রাখায় আবশ্যক।

সদা। F. I. R. দেওয়া হ'লে এরা থানায় দেবে।

আন। এজাহার হয় নাই মতে সন্দেহ হয় যে মুসলমান অফিসার হিন্দুর এজাহার লয় নাই বলিয়া সরাসরি এস্‌-ডি-ও'র আদালতে দরখাস্ত করা হইবে;

তাতে হায়দার সাহেব আমাকে সরজমীনে উপস্থিত হয়া যথা যোগ্য ব্যবস্থা ক'ইরতে নির্দ্দেশ দিলেন। চিত্রাকে হাজির করেন।

সদা। সে ত' এখন বাড়ীতে নেই।

আন। পাকীস্তানের শান্তি রক্ষার জন্য আনসার বাহিনীর দায়ীত্ব কি তক্, আর ক্ষ্যামতা কিতক, সেটাত' আপনার না জানা থাকার কথা নয় উকীল বাবু।

সদা। সে আমি জানি বৈ কি।

আন। চিত্রা হাজির না হইলে তাকে উপস্থিত করার জন্য বাড়ীর মালিককে থানায় নিয়া পুলিশের হেফাজতে দিতে পারি।

সদা। আপনি বিশ্বাস করুন মিঞা সাব সে বাড়ীতে নেই।

আন। পঞ্চম বাহিনীর কথা বিশ্বাস না করায় ভাল। এই সব লোকের থাকিয়া আইজ ইসলাম বিপন্ন। তারা ইসলামের দুর্ণাম করার সুবিধা পাইলেই করিয়া থাকে। কাল ইষ্টিশনে চিত্রা আমার আগে তার মাকে কইলে যে নিজে থাকিয়া সে কলিকাতা রওনা হইছে—আইজ ক্যানে এসব শুনি? কাইল যদি নুরুদ্দীন সাইবের সাথে যাইতেছে এই কথা সে কইত তবে তাকে ফিরি নিয়া আসা অসাধ্য আছিল। আমরা বহুৎ কয়জন ইষ্টিশনের সরজমীনে উপস্থিত ছিলাম। ইসলামের জন্য জান কোরবানী করার জন্য আমরা সদায় তৈয়ার চলেন আপনে থানায়।

সদা। আপনি একটু ঘরে আস্থন।

আন। ঘুরাঘুরির সময় আমাদের নাই। আইজ দেশের ধন দৌলত সব নানা কায়দায় সরানর ষড়যন্ত্র চইলতেছে। সেই কারণে আমাদের সদায় চ্যাতন থাইকতে হয়।

সদা। ধন দৌলত আবার কারা সরাচ্ছে?

আন। পঞ্চম বাহিনীর হিন্দুরা।

সদা। তারা ত' নিজেদের টাকা কড়ি নিয়ে যাচ্ছে।

আন। প্রজার টাকা রাষ্ট্রের টাকা।

সদা। তা হ'লে আপনাদের মানে মুসলমানদের টাকা কড়ি বাড়ী ঘর সব রাষ্ট্রের।

আন। নিশ্চয়। আমরা জান কোরবান কবুল করে নিছি।

আমরা আনসার নও জওয়ান
আমরা আনছি পাকীস্তান
চাঁদ তারার সবুজ নিশান
ফির উড়ালাম দুনিয়ায়।

সদা। সত্যি—আপনাদের জোশ দেখলে মন প্রাণ চাঙ্গা হ'য়ে ওঠে। কিন্তু যাই বলুন, আপনাদের উপর একটু অবিচার হ'চ্ছে বলে মনে হয় না?

আন। বহুৎ অবিচার আছে সার্। সব দিনে দিনে ঠিক হয়া যাইবে

[সদানন্দ বাবু তাকে আড়ালে নিয়ে চুপি চুপি কিছু বল্ল, এবং কিছু তার হাতে গুঁজে দিল।]

আন। অন্যায় জুলুম আমরা কোনও মতে কইত্তে চাই না। আধাঘণ্টা বাদে আমি ফিরি আসি চিত্রাকে হাজির চাই। না পাইলে, কালী বাবুকে পুলিশের হেফাজতে দিতে বাধ্য হব। আদাব।

[আনসার চলে গেল। বিব্রত হতভম্ব কালী বাবুর মুখে দিকে চেয়ে সদানন্দ বলল।]

সদা। Manage ক'রলাম কোনও রকমে। বুঝতে পাচ্ছেন ঐ ওদের attitude. মামলা না ক'রলে নানা প্রকারে উত্যক্ত ক'রবে। Petition of complaint এ protection এর জন্য একটা prayer দিয়ে দিতে হবে। ওকি! কোথা যাচ্ছেন?

কালী। [উঠিয়া] আমি আবু ভাইকে ডাকি। আবু ভাই—আবু ভাই বাড়ী আছ।

[ভিতর থেকে কিরণশশী উত্তেজিত ভাবে এল।]

কির। না বাবা—আপনি আর ওদের সঙ্গে কোনও সংশ্রব রাখবেন না। দোতালার জানালায় দাড়িয়ে দৌলত বিবি আমাকে যা ইচ্ছে তাই বল্ল।

কালী। কেন?

কির। আমরা নাকি বিয়ে না দিয়ে মেয়েদের সব বড় ক'রে ঘরে রাখ্‌ছি, বড় বড় চাকরেদের ধরার মতলবে। এই সহরেই নাকি ৬।৭টি হিন্দু মেয়ে মুসলমান অফিসারদের বিবি হ'য়েছে।

সদা। শুনুন—ছিঃ ছিঃ লজ্জায় মাথা কাটা যায়।

কালী। আমি আবু ভাইকে সব কথা বলি—আবু ভাই—

[পাশের বাড়ীর ছলিম সাহেব এলেন। তাঁকে দেখে কিরণশশী মাথার কাপড় টেনে স'রে গেলেন ভিতরে।]

ছলি। আদাব—কাকা বাবু। বাপ্‌জান বাড়ীতে নেই।

কালী। আমি বড় বিপদে প'ড়েছি—ছলিম।

ছলি। আরও অনেক বিপদে প'ড়বেন। আপনারা ভুলে যাচ্ছেন যে আপনারা জীম্মি। ইংরেজ ডেকে এনে রাজ্য পাইয়ে দিয়ে মুসলমানদের সর্ব্বনাশ ক'রে যে সব স্থবিধে আপনারা ভোগ ক'ত্তেন, তা ত' আর এখন সম্ভব নয়। আনসারটী বুঝি কিছু হাতিয়ে নিয়ে স'রে গেল?

সদা। হাতিয়ে!

ছলি। জি জনাব। দেড় শত বছর রাজ শক্তির খিদমৎ ক'রে সহজ সরল মুসলমানদের ধন দৌলত যে ভাবে আপনারা হাতিয়ে নিতেন—এখন এরা তার বদলা নিচ্ছে।

সদা। আমরা হাতিয়ে নিতাম!

ছলি। নিতেন বৈ কি! পুলিশ দারোগা—হাকিম কর্ম্মচারী—উকীল মোক্তার—সবাই নিজ নিজ এক্তিয়ারের স্থযোগ নিয়ে হাতাতেন। এরাও তাই চালাচ্ছে। আমি ত' ছোট বেলা থেকে এ বাড়ী যাতায়াত করি। এই কাকা বাবু, কাছারী থেকে ফেরার সময় মুকুন্দ হালুই করের দোকান

থেকে রোজ সিঙ্গাড়া প্রভৃতি নিয়ে আসতেন। ভাগ অবশ্য আমরাও পেতাম। সে সব আসত, আদালতে যারা মামলা ক'ত্তে আসত তাদের পাকিট থেকে। তাদের অধিকাংশই গরীব মুসলমান।

কালী। তখন যে ঐ রেওয়াজ ছিল।

ছলি। এখন ঐ রেওয়াজ হবে। যাক্ ওসব কথা। মমতাজ ডেকে পাঠিয়ে আমাকে আপনাদের মামলা করার মতলবের কথা সব বলেছে—

কালী। মামলা করা আমার মত নয়।

ছলি। আপত্তি কি ? করুন না ? এই জবরদস্ত উকীল সাহেব আপনাদের সহায় র'য়েছেন। সে কালেও আইন আর গাইন দিয়ে চালিয়েছেন, একালেও সেই আশায় আছেন। জমানা ব'দলে গেছে সেটা হুঁস নেই। কাফের কুকুর !

সদা। কি !

কালী। এ সব কি অন্যায় কথা।

ছলি। কিছু অন্যায় নয় কাকা বাবু। উনি তু ক'ল্লেই ল্যাজ নাড়েন— আর সুবিধা পেলেই ঘেউ করেন ! তবু যদি কামড়ানর মুরাদ থাকত'।

কালী। আমার বাড়ীতে ওসব বলা চ'লবে না ছলিম।

ছলি। আপনার বাড়ীতে কুকুরকে কুকুর ব'লেছি মাত্র। আপনারা মানুষের সঙ্গে কুকুরের মত ব্যবহার ক'ত্তেন এবং করেন। তখন এ নীতিজ্ঞান কোথায় থাকে ?

কালী। আমি বা আমার কেউ !

ছলি। নিশ্চয়। শ্যামু তখন ছোট। তার সঙ্গে রূপ কথা শুনতে আমি এ বাড়ীতে আসতাম। সে বেচারী তখনও হুঁসিয়ার হয় নাই। ভাই ডেকে ঘরে নিয়ে যেত'। একদিন বিছানায় ব'সেছিলাম ব'লে, আপনি এবং খুড়ীমা তাকে দিয়ে চাদর সতরঞ্চী অবধি ধুইয়েছেন। সে কথা আমি ভুলিনি। শ্যামু কেঁদেছিল। বলেছিল, 'আমাদের বাড়ী আর আসিস্ না ছলিম।' কুকুর বেড়াল ঘরে গেলে আপনারা বিছানা ধোন কি ?

কালী। আমাদের দেশাচার—লোকাচার যে ঐসব শিখিয়েছে।

ছলি। কাজেই সেই সব আচার ওয়ালাদের পাকীস্তান থেকে দূর ক'রে দিতে হবে। তারা যত দুর্ব্যবহার ক'রেছে তার দাদ তুলতে হবে। ছোট বেলা থেকে আপনাদের জানি, তাছাড়া বাপজান বরাবর আপনাদের সঙ্গে দোস্তি ক'রে চলেন তাই হুঁসিয়ার কচ্ছি। যদি পাকীস্তানে ঐ সব ফুটানী ছেড়ে থাকতে না পারেন, ত' ভয়ানক বিপদে প'ড়বেন।

[কালী বাবু ভয়ে বিস্ময়ে হতবাক্ হ'য়ে রইলেন।]

যাক্ ও সব কথা। উকীল বাবু আপনি একটি প্যাচ ক'চ্ছেন—পাঁচটি প্যাচ আপনার জন্য তৈরী হ'চ্ছে। এ দেশ ছেড়ে গিয়ে রিফীউজী হ'য়ে কলোনীতে হোগলার ঘরে বাস ক'ত্তে হবে। তৈরী হোন গিয়ে।

সদা। আমরা Law abiding citizen. Centre থেকে আমাদের অভয় দেওয়া হ'য়েছে, যে minority perfect right নিয়ে থাকবে। আর আপনি এই সব ব'লছেন?

ছলি। Centre এ গিয়ে দরবার করুন গে।

সদা। আমাদের নির্য্যাতন ক'রে তাড়ালে সেখানে গিয়ে ত' আমরা চুপ ক'রে থাকব না।

ছলি। সে আমরা জানি। সত্য মিথ্যা কত রকমই আপনারা ব'লে বেড়াচ্ছেন। আপনাদের পরিচয় সেখানকার মালিকরাও পেয়েছেন। এখনই আপনাদের হ'য়েছে কি? আমরা লাথী মেড়ে তাড়াব সেখানে গিয়ে লাথী খেয়ে ম'রবেন।

কালী। হয় ত' আমাদের অদৃষ্টে তাই আছে। কিন্তু দেশ ভাগ করার সময় তোমরা এ সব কথা খোলাশা ক'রে বল নাই কেন?

ছলি। আপনারাই অর্থাৎ হিন্দুস্থান ওয়ালারাই কি সব খোলাশা ক'রে ব'লেছিল? জুনাগড়—কাশ্মীর—হায়দারাবাদ সব যায়গায় বেইমানী হ'য়েছে। বেইমানের সঙ্গে বেইমানীতে কোনও গুনহ্ নেই।

কালী। তবে আমরা কি ঘর বাড়ী হারা হ'য়ে বানে ভাসব ?

ছলি। ভাসলে নিজেদের দোষেই ভাসবেন। বুঝতে পাচ্ছেন না কত নীচ আপনাদের মন। নুরু যদি বন্ধু হিসেবে চিত্রাকে সাহায্যই ক'রে থাকে, তাতে কি অন্যায় হ'য়েছে।

কালী। লোকাপবাদ।

ছলি। লোকে যদি—

[আবু মিঞা প্রবেশ কল্ল। ছলিম মিঞা তাকে দেখে চুপ ক'রে গেল।]

আবু। লোকাপবাদের কথা কি হচ্ছিল কালী দা ?

কালী। এই ত্থাখ আবু, ছলিম অনর্থক কতগুলো রূঢ় কথা আমায় ব'লছে।

সদা। আপনি ত' বিবেচক। একটি অবিবাহিত মেয়ের পক্ষে এটা যে কতবড় কলঙ্ক সেটা ত' আপনি বোঝেন।

আবু। শুনুন উকীল বাবু। চিত্রা দিদি অবিবাহিত বটে কিন্তু বিচার বুদ্ধিতে সে শিশু নয়। নুরুও graduate ছেলে। কাজেই সেও কিছু না ভেবে এই রকম ক'রেছে তাও নয়। ওটা নিয়ে আমরা হাঙ্গামা নাই বাড়ালাম। তারা কি বলে, কি ক'ত্তে চায় সেইটে আগে জানা যাক্।

ছলি। আমি নুরুকে জিজ্ঞাসা ক'রেছি। সে বলে সাধারণ বন্ধু হিসেবেই সে চিত্রাকে সাহায্য ক'ত্তে চেয়েছিল। আর সাহায্যই বা কি ? টিকেট কেটে দিয়েছে আর ক'লকাতায় চিত্রার বন্ধু station এ না এলে তার বাড়ীতে তাকে পৌঁছে দেবে এই আশ্বাস দিয়েছে।

আবু। আমায়ও সে ঐ রকমই কি যেন বল্ল।

সদা। কিন্তু লোকে কি তাই বলবে ? এ কলঙ্ক—

আবু। আপনার আর বেশী ব'লতে হবে না।

ছলি। একটি হিঁদু ভদ্রলোকের মেয়ে মুসলমানের সঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছিল ব'লে সব হিন্দু গেল গেল রব ক'রে বেসামাল হ'য়ে উঠছে। আর গরীব ছোট জাতের কত মেয়ে যে—

আবু। ছলিম!

ছলি। হিন্দু ভদ্রলোক classটাই এই রকম। মুসলমানদের মানুষ বলেই মনে ক'রে না।

আবু। মানুষ মুসলমানকে মানুষই ভাবে। তবে যারা খোর্দ্দ গোবিন্দপুরের gang rape ক'রে বা ফুসলে ফাঁকী দিয়ে ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়ে নিকা ক'রে procession ক'রে বিজয় উৎসব ক'রে—তাদের অমানুষ ভাববেই। এতে দুঃখিত হ'লে চ'লবে না।

ছলি। Hindu culture এর ফলে সংস্কৃত প'ড়ে আপনি হিন্দু ভাবাপন্ন—

আবু। যা বোঝ না তা নিয়ে কথা বল না। Culture এর মধ্যে আবার হিন্দু মুসলমান আন কেন?

ছলি। Islam এর একটা cultural বৈশিষ্ট্য আছেই।

আবু। যে মানুষ প্রথমে আগুণ জ্বালতে পেরেছিল—যে প্রথম রান্না করে খেতে সুরু ক'রেছিল—যে প্রথম চাকা বের করেছিল—যে প্রথম ধাতুর ব্যবহারের কৌশল জেনেছিল—সে কি হিন্দু, মুসলমান—খৃষ্টান বা বৌদ্ধ? সে সব মানুষ, মানুষকে পশুত্ব থেকে টেনে তুলেছিল। এই রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ ভরা সুন্দর জগতকে আরও সুন্দর করার শক্তি অর্জ্জন ক'রে ভবিষ্যতের মানুষকে দিয়ে গিয়েছিল। ও সব ধার করা বুলী যত না বল ততই মঙ্গল।

ছলি। হিন্দুরা কি ভাবে planned genocide চালাচ্ছিল তা আপনি বোঝেন না?

আবু। সাহেবদের দেখাদেখি হিন্দু মুসলমান সমানে গোঁফ দাড়ী ফেলেছে—আবার হিন্দুরা মুসলমানদের দেখাদেখি পোলাও কোর্ম্মা খাচ্ছে—ঠুমরী, গজল গাইছে। এই কালীদা কাশীতে বিশ্বনাথ দর্শন কত্তে গিয়ে আগ্রার তাজমহলও দর্শন করে এসেছে। —এসবই দেখি যে।

ছলি। আপনার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।

আবু। ঠিক তাই। সে যাক্ এ ব্যাপারে কি করা যায় সেইটেই হ'চ্ছে চিন্তার কথা। Stationএ গোলমাল হৈ চৈ হ'য়ে বিষয়টা জটিল হ'য়ে প'ড়েছে।

সদা। বাড়ীতে কাউকে কিছু না ব'লে ওরকম ক'রে গেলে, লোকে এসব ভাবেই ত'।

কালী। আমারই দোষ ভাই। এখানে চিত্রার দম বন্ধ মত লাগছিল।

আবু। সে দোষ ত' তোমার নয় কালী দা। যারা প্রজা পালনের দায়িত্ব নিয়ে শক্তি অধিকার ক'রে অপব্যবহারে তোমাদের অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে, দোষ তাদের।

ছলি। আস্কারা দিলে। কুকুরকে নাই দেবার ফল হ'ত।

আবু। যে বিদ্বেষ প্রচার ক'রে—দেশ ভাগ ক'রে ক্ষমতা দখল ক'রে নিজ নিজ সুবিধা ক'চ্ছ, এখন সেই সুরে গান গাওয়া ছাড়া তোমাদের কোনও উপায়ও নেই।

ছলি। আপনি হ'লে কি উপায় ক'ত্তেন ?

আবু। এর উত্তর আমার দিতে হবে না। কালে এর উত্তর পাবে। প্রতারকের প্রতারণায়—দেশবাসীর শুভ বুদ্ধিটুকু খোয়া গেছে আবার চোখের জল ফেলে দিনে দিনে তা সঞ্চয় ক'ত্তে হবে। তুমি বাড়ী যাও ত'।

ছলি। হাঁ। আমার যা জানিয়ে দেবার জানিয়ে দিয়েছি। এখন যেতে পারি। সদানন্দ বাবু বড় নিরানন্দ হ'তে হবে আপনার, সে কথা মনে রাখবেন।

[ছলিম মিঞা উদ্ধত ভাবে চ'লে গেল।]

আবু। ক্ষমতা যদি কল্যাণ ধর্ম্মী না হয়—অপরকে জালিয়ে নিজে জলে সে নিঃশেষ হয়। প্রকৃতির বিধানে ব্যাভিচার স্থায়ী হয় না। যাক্। চিত্রা দিদিকে একবার ডাকনা কালী দা।

কালী। সে বাড়ী নেই ভাই। চৌধুরী পাড়া মিনতির কাছে গেছে।

আবু। আচ্ছা আমিও তা হ'লে উঠি। সে এলে আসব। তুমি দুশ্চিন্তা ক'রো না কালী দা। তোমাদের গীতাতে স্থিত প্রজ্ঞ হওয়ার কথা আছে।

[আবু মিঞা চ'লে গেল।]

কালী। বিপদ ভঞ্জন! মধুসূদন—

সদা। আপনাদের ভাল ক'ত্তে গিয়ে আমি আবার কি বিপদে পড়লুম দেখুন। ছলিম মিঞাটি কম নয়। হাকিম হুজুর ত' হাত করাই আছে, তার উপর আছে গুণ্ডা বদমায়েসের সর্দ্দাররাও তাঁবে।

কালী। আমার বুকের ভিতর কেমন ফাঁপর লাগছে—মাথাটা (উঠে দাড়াতে গিয়ে টলে ব'সে প'ড়লেন—। সদানন্দ বাবু সেটা লক্ষ্য ক'রে তাড়াতাড়ি তাকে ধ'রলেন)।

সদা। আপনি ভিতরে চলুন।

কালী। আমায় একটু ধরুন—

[কালী বাবু সদানন্দকে ধ'রে নিয়ে—মা—মা—ব'লে ডাকতে ডাকতে ভিতরে গেলেন। কিরণশশী অর্দ্ধ পথে এগিয়ে এসে কালী বাবুকে ধরল। সদানন্দ ভিতরে গিয়েই ব্যস্তভাবে বাহির হ'য়ে এসে ছাখে চিত্রা আসছে।]

সদা। চিত্রা। দাদু বড় অসুস্থ বোধ ক'চ্ছেন।

চিত্রা। এঁ্যা!

সদা। ভয় পাবার কিছু নেই। মা হয়ত এতক্ষণ জল টল দিচ্ছেন।

[চিত্রা ছুটে ভিতরে যেতে গেল।]

শোন। শোন চিত্রা! ও বাড়ীর ছলিম সাহেব অযথা ওঁকে আমাকে শাশিয়ে গেল।

চিত্রা। [সমস্ত ব্যাপার অনুমান ক'রে নিয়ে] অযথা! তা'ত বটেই।

[একটু ঘৃণার হাসি হেসে তাড়াতাড়ি ভিতরে গেল। সদানন্দ সেটা লক্ষ্য ক'রে দেখে একটু স্তব্ধ হ'য়ে থেকে চলে যাবার জন্ত অগ্রসর হ'তেই মিনতি ও তার স্বামী বেণী বাবু ব্যস্ত ভাবে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল।]

বেণী। চিত্রা দেবী কি ভিতরে গেছেন?

সদা। হাঁ। কালী বাবু অসুস্থ।

মিন। [ব্যস্তভাবে] অসুস্থ! আমি ভিতরে গিয়ে দেখি। তুমি একটু অপেক্ষা কর।

[মিনতি ব্যস্ত ভাবে ভিতরে চ'লে গেল।]

সদা। এ রাজ্যে আমাদের অবস্থা হ'য়েছে কুকুর শিয়ালের চাইতেও খারাপ। ছলিম সাহেব শাশিয়ে গেলেন, আর বৃদ্ধ ভদ্রলোক একে জরায় স্থবির—তাতে blood pressure—যাই যদু ডাক্তারকে ডেকে আনি।

বেণী। তাই যান।

সদা। সে আবার আট টাকা ক'রে ফি ক'রেছে। আরে বাবা! তা হিন্দুর কাছে না হয় আগের ফি চার টাকাই নে। আমদেরও প্রচুর দোষ আছে জানেন?

বেণী। সে ত' আছেই। আপনি যান আর দেরী ক'রবেন না।

সদা। দাড়ান একটু দেখেই নিঁ। ফট্ ক'রে টাকা আটটা এই দুর্দ্দিনের বাজারে—একটু আগেই ৫৲ গচ্চা গেছে। [ভিতরের দিকে এগুতেই মিনতি আর চিত্রা আসছে দেখে দাড়িয়ে গেল।]

ডাক্তার আনব চিত্রা?

চিত্রা। না থাক্। দাদু অনেকটা সামলেছে। আপনিও ত' আচ্ছা সেন্টিমেন্টাল বেণী বাবু!

বেণী। আপনি অসন্তুষ্ট হ'য়ে চ'লে এলেন কিনা—

চিত্রা। না না—আপনি সত্য কথাই ব'লেছেন।

সদা। ব্যাপার কি?

বেণী। আমি বর্ত্তমান অস্বাভাবিক অবস্থার কথা বিবেচনা ক'রে সহরের হিন্দুদের মনোভাবটা সম্বন্ধে—

চিত্রা। ওটা আপনার মত—কিন্তু সবার তাই হবে একথাই বা ভাবেন কেন ?

বেণী। দেখুন সত্যকে এড়িয়ে গেলে কোনও লাভ নাই। ব্যাপারটা সত্য কি না আপনি শুনলেই বুঝতে পার্ব্বেন সদানন্দ বাবু।

সদা। আমরা উকীল সত্যের ধার ধারি না। We deal with reasonable false hood. কারণ যখনই দু পক্ষে দ্বন্দ্ব হয় তখনই দেখা যায় দু দলের দুটো সত্য থাকে।

বেণী। [হেসে] কথাটা ঠিকই বলেছেন। দ্বন্দ্ব থেকেই alinement হয় ত' ?

সদা। স্বার্থের খাতিরে পক্ষ ভুক্ত হ'তে হবেই।

বেণী। ঠিক কথা। আমি বলেছিলাম যে আজকাল ত' নয়, অনেক কাল থেকে মুসলমানরা হিন্দুদের মনে আঘাত দেবার কৌশল হিসেবে নারী হরণ ব্যাপারটাকে ব্যবহার ক'চ্ছে—

চিত্রা। নারী হরণের কথা আনছেন কেন ?

বেণী। এটাকে সেই রংই দেওয়া হ'চ্ছে। ঘটনা অতি তুচ্ছ কিন্তু এক পক্ষ অন্যায় ক'রে বিকৃত ক'রে—উল্লাস ক'ল্লে অপর পক্ষ আত্ম রক্ষার চেষ্টা ক'রবেই। যেমন দাঙ্গা হাঙ্গামার সময় অত্যন্ত বন্ধু ভাবাপন্ন হ'লেও পক্ষ ভুক্ত হ'তে হয় বলে বন্ধুত্ব রাখা যায় না।

চিত্রা। কিন্তু হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার সময়ও বন্ধুত্ব প্রীতি এসব সবাই একেবারে ভোলে নি ত'।

বেণী। ফল তাতে ভাল হয় নি। কতগুলো মূল্যবান প্রাণ তাতে গেছে। যাক্ আমি তর্ক ক'ত্তে ত আসিনি। বর্ত্তমান অস্বাভাবিক অবস্থায় যে ভুল আপনি ক'রেছেন তার সংশোধন ক'রে আত্মরক্ষা করুন—

সদা। এই—ঠিক কথা। এটা চুপ ক'রে মেনে নিলে নিষ্কৃতি নেই। আনসারটা বলে গেল—একটু আগেই তোমার খোঁজে এসেছিল—ব'লে গেল যে

stationএ ওরা তোমাকে ছিনিয়ে নেবার জন্য তৈরী ছিল। তুমি যদি মার কথা না মেনে চ'লে যাবার জন্য আর একটু জেদ ক'ত্তে, তাহ'লে একটা বিশ্রী গোলমাল হ'তো।

চিত্রা। মায়ের কথা মানতে ভূরুই ত' ব'লেছে।

সদা। বলেছে? সে ভাল ছেলে—ভাল কাজই ক'রেছে। কিন্তু যুগটা ভাল নয়। আমার সঙ্গে দেখা হ'লে তাকে আমি বুঝিয়ে ব'লব, যাতে সে আমাদের মামলা চালানটার ভুল অর্থ না ক'রে। দেখুন বেণী বাবু! সলিল সাহেব এই সামান্য ব্যাপারটাকে একটা major issueতে দাঁড় করিয়ে তোলবার চেষ্টায় আছেন।

চিত্রা। আঘাত আর প্রতিঘাত চ'লতে চ'লতে ব্যাপার ক্রমশঃ জটিল হয় —বেদনা ক্রমশ বেড়েই যায়। আপনি আর ওসব নিয়ে জট পাকাবেন না।

সদা। চিত্রা be reasonable. এক ভুলে তোমার ভবিষ্যৎ জীবন একেবারে নষ্ট হ'য়ে যাবে।

চিত্রা। যায় যাবে। আমি সত্য থেকে এক পা নড়ব না।

সদা। তোমার মা—তোমার ভাই, তাদের কথাটাও ভাবতে হবে ত'।

চিত্রা। আমার ভুলের ফল আমিই ভুগব।

সদা। তা হয় না চিত্রা। দুর্জ্জনের কথার বিষের তেজ বড় ভয়ঙ্কর। রামচন্দ্রও সীতাকে বনে পাঠাতে বাধ্য হ'য়ে ছিলেন।

চিত্রা। [অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে] আপনি যান—আর আমায় বিরক্ত কর্ব্বেন না। আপনি জানে না বেণী বাবু, এই ভদ্রলোক স্ত্রী বিয়োগের এক মাস যেতে না যেতে, আমাদের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে বিয়ে ক'রে, আমায় উদ্ধার ক'ত্তে ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন। আপনার হাত এড়াতেই আমায় কালকে অমন ক'রে পালাতে হচ্ছিল তা জানেন?

সদা। ও! তা জানলাম। [সারা মুখ কাল হয়ে গেল।]

চিত্রা। হাঁ তাই জানুন। হিন্দু সমাজের কথা ব'লছিলেন না? তার উপকার প্রবৃত্তিটাও অনেকটা আপনার মত। ভণ্ডামী আর সঙ্কীর্ণতায় বহুকাল থেকে নিজেদের বহু ক্ষতি আপনারা ক'রেছেন।

সদা। শুনুন বেণী বাবু! শিক্ষিতা তরুণীর কথা!

চিত্রা। বেণীবাবু শিক্ষিত। তিনি জানেন কালাপাহাড়ের কথা—তিনি জানেন যদু মল্লের কথা—তিনি জানেন যে গোঁড়ামীর জন্য কি ক'রে এক দিনে বাঙ্গলার ক্ষাত্র শক্তি হারাতে হ'য়েছে—তিনি জানেন বর্ত্তমান বাঙ্গলার অধিকাংশ মুসলমান, অতীতের হিন্দু সমাজের অত্যাচার জর্জ্জরিত বিদ্রোহীর দল। সহজ এবং সরল মানুষ আপনারা সৃষ্টি ক'ত্তে পারেন না। পারেন আত্মসুখী সুবিধাবাদী ভণ্ড সৃষ্টি ক'ত্তে। তাই আজ এক আঘাতে সমস্ত বাংলার হিন্দু সমাজের কাঠামো ভেঙ্গে পড়ছে। বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, দর্শন—সাহিত্য, গীতা কিছুতেই তাকে রুখতে পাচ্ছে না।

[সবাই কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে রইল। আবু মিঞা আর স্বরূ আসছে দেখে চিত্রা ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো।]

আবু। চিত্রা দিদি—বড় রেগে গেছিস্ দেখছি।

চিত্রা। দেখুন ত' নানা। এরা খালি উত্যক্ত ক'ত্তেই পারে।

সদা। [বিরক্তি ভরে] আমি যাই। আমার অনেক কাজ। যাকে ব'লো —আমি তৈরী থাকব। লটকাকে দিয়ে খবর দিলেই হবে।

[সদানন্দ চ'লে গেল।]

বেণী। আমরাও তা হ'লে চলি। এ সব অশান্তি, এ যুগের হাওয়ায়—ছড়িয়ে আছে। অস্বাভাবিক সময়ে খুব ভেবে বুঝে চ'লতে হয় কি বলেন?

আবু। ঠিক বলেছেন। ভেবে বুঝে সব কিছু স্থির ক'ত্তে হয়। যাতে রোগের নির্ণয়ে ভুল না হয় এবং ঔষধ ও পথ্যের সুব্যবস্থা হয়, তা ক'ত্তেই হবে। নইলে ব্যাধি যাবে কি ক'রে? কালীদাকে একবার ডাক চিত্রা।

চিত্রা। দাদু একটু অসুস্থ হ'য়ে প'ড়েছেন।

দাদু। হবেই ত'। দুশ্চিন্তা। চিতার আগুনের সঙ্গে ওর উপমা দিয়েছে জ্ঞানী লোকেরা। আচ্ছা থাক্। তুইও ত' বিদুষী বুদ্ধিমতী। তোর সঙ্গেই একটু আলোচনা করা যাক্।

মিন। আমরা চলি। স্কুলের বেলা হল।

[দূর থেকে গাইতে গাইতে বাজারের থলে হাতে ক'রে লটকা এল। তার গান নেপথ্যেই বন্ধ হ'ল। ইতিমধ্যে চিত্রার কাছে বিদায় নিয়ে—নমস্কার প্রতি নমস্কার ক'রে বেণী বাবু ও মিনতি চ'লে গেল। লটকা গাইছিল—

"এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে—
জয় মা ব'লে ভাসা তরী।
ওরে মাঝি, কোথায় মাঝি প্রাণ পণে ভাই
ডাকদে আজি—
হাতে নেরে দড়াদড়ি—ইত্যাদি।]

লট। আরে সুরুদা তুমি এখানে! Radio খবর শুনে ওদিকে হৈ চৈ লেগে গেছে। হয়ত দোকান পাট বন্ধ হ'য়ে হরতাল হবে—

সুরু। Radio কি বলেছে?

লট। গুলী চ'লেছে—তিন জন শেষ। বহু জখম! পুলিশ গুলি চালাতে অস্বীকার করায় বেলুচী সিপাহীদের দিয়ে গুলী চালান হ'য়েছে। এই রকম গুজব।

সুরু। নানা—আমি যাই।

দাদু। উঁ যাবি? থাকলে ভাল হ'ত।

সুরু। আমার কথা আমি ত' বলেছি নানা। আপনারা যা ভাল ব'লে মনে ক'রবেন—আমি সেই যুক্তিই মেনে নেব। চল্লুম চিত্রা—ঢাকা ছেড়ে চ'লে এসে ভুল হ'য়েছে দেখছি। দেখা যাক্ সে ভুলের কতদূর সংশোধন করা যায়।

[সুরু যাবার জন্য পা বাড়াতেই লটকা বাধা দিয়ে ব'লল।]

লট। দাঁড়াও সুরুদা আমিও আসছি। এই নে দিদি বাজারের থ'লে।

সুরু। খবরদার লটকা—আমাদের সঙ্গে কক্ষনো আসবি না। কর্ত্তারা সব দোষ হিন্দুদের ঘাড়ে চাপিয়ে সব কিছুতে সাফাই দেয়। তোরা কক্ষনো এর ভেতর এসে তাদের সুবিধা করবার সুযোগ দিবি না।

চিত্রা। লটকা দাদুর অসুখ ক'রেছে। তার কাছে যা—

সুরু। হাঁ, তাই যা লটকা।

[সুরু চ'লে গেল।]

লট। দাদুর কি অসুখ দিদি?

চিত্রা। একটু মাথা ঘুরে ছিল। মা জল দিয়ে হাওয়া ক'চ্ছে। এখন অনেকটা ভাল। তুই যা। ছাখ যদি ডাক্তার ডাকতে বলে।

লট। নাঃ! যা দুদিন টিকত, আমাদের জন্য তাও পারল না বুড়ো—

[লটকা বাজারের থলে নিয়ে ভিতরে গেল।]

চিত্রা। শুনুন নানা! এই অশান্তি আমাদের জন্য, না ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে যত অধার্ম্মিক মিলে যে তাণ্ডব সুরু ক'রেছে তার জন্য? বলুন ত?

আবু। ঠিক। আচ্ছা দিদি ধর্ম্ম বলতে তুই কি বুঝিস্?

চিত্রা। ইংরেজীতে একটা কথা আছে—**Religion is sublime to the fools—weapon to the politicians and ridiculous to the philosophers.**

আবু। চমৎকার কথা। আচ্ছা দিদি ভগবান বা পরমেশ্বর বা ঐ রকম একটা কিছু সত্য সত্যই বিশ্বাস করিস্ কি?

চিত্রা। সৃষ্টি দেখে স্রষ্টার কথা স্বভাবতই মনে আসে। আমারও তাই হয়। তা ছাড়া জগতে অনেক জ্ঞানী—পণ্ডিত—সাধক—মহামানব তাকে বিশ্বাস ক'রেছেন এবং মনের সমস্ত সংশয় ও দ্বন্দ্ব মিটিয়ে শান্তি পেয়েছেন। তবে সাধারণ লোক, যে যার মন গড়া এক একটা কিম্ভুত কিম্ভাকার ভগবান সৃষ্টি ক'রে, লোক দেখান বিশ্বাস ভাঙ্গিয়ে, নিজের সুবিধা করার ফিকিরেই থাকে।

আবু। খুব ভাল কথা ব'লেছিস্ দিদি। **B. A.** তে **philosopy** ছিল না?

চিত্রা। হাঁ।

আবু। আমারও ছিল। সমস্ত জগতের সমস্ত দর্শনও তার দর্শনের উপায় বাতলাতে পারে নি। যে সব মহা মানব তাঁকে উপলব্ধি ক'রে নিজের সমস্ত সংশয় সকল দ্বন্দের অবসান ক'রে মহাশান্তি—দিব্যানন্দ পেয়ে সার্থক হ'য়েছেন —তারাও যে পথে গেছেন, সে পথ সবার জন্ত দেখিয়ে দিতে পারেন নি। সমস্ত জ্ঞানের অতীত চিন্তার অতীত ব'লে অবাঙ মানস গোচর ব'লে তার বর্ণনা করা হয়। বিশ্বাস ভক্তি সাধনা—শ্রবণ—মনন—নিদিধ্যাসনে উপলব্ধি হয়—Supra logical intuition এ তাঁর নাগাল পাওয়া যায়; এর বেশী আজও কেউ বলতে পারে নি। কিন্তু মত ও পথের চাঁইরা, আজ পর্য্যন্ত ঐ পরম সম্পদের লোভ দেখিয়ে, জগতে যত অনর্থ ক'রেছেন তার তুলনা নাই। মানুষের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা মনের দ্বন্দের সুবিধা নিয়ে, কত রক্তপাত—কত বেদনা কত আঘাত—যে ভণ্ডেরা দিয়েছে তার হিসাব নাই। কিন্তু মানুষকে এ দুর্ব্বলতা ত' কাটিয়ে উঠতেই হবে।

চিত্রা। হয়ত' একদিন উঠবে।

আবু। যারা সে দিনকে এগিয়ে আনতে চায় তুই সেই দলে যাবি, না যারা বর্ত্তমানের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে, মিথ্যা অহঙ্কারের ব্যবসায় ক'রে, আত্মসুখের মরীচিকার পিছনে ছুটছে, সেই দলে থাকবি।

চিত্রা। আলোর দিকে এগিয়ে যাওয়াই progress. আমি নিজেকে progressive ব'লেই মনে করি।

আবু। শুনে সুখী হলাম। তা হলে ভগবত ভক্তি—বা উপলব্ধির সাধনা যখন নিতান্তই নিজের বিশ্বাস ও সাধনার বিষয়, তখন আজকের যুগে, ধর্ম্ম নিয়ে দল পাকাতে তুই নিশ্চয় চাইবি না দিদি।

চিত্রা। নিশ্চয় না।

আবু। তবে তুই স্নুরুকে বিয়ে কর। শুনলি ত' নুরু বলে গেল, আমরা যা ভাল বুঝব তাই সে মেনে নেবে।

চিত্রা। বিয়ে!

আবু। সারা জীবন কেন মিছে কলঙ্কের জ্বালায় জ্বলবি?

চিত্রা। সেই ভয়ে এই বিয়ে করতে হবে?

আবু। ভয়ে নয়। সত্যকে গ্রহণ করবার সাহস থেকে—মানুষে মানুষে বন্ধুত্ব ও অন্তরঙ্গতা বাড়াবার জন্য—তোকে এই বিয়ে করতে বলছি।

চিত্রা। আমাদের সমাজে—ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য ইত্যাদির ভেতর সামাজিকভাবে বিবাহ প্রচলিত নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও বন্ধুত্ব বা অন্তরঙ্গতার কোনও বাধা ত' নেই।

[লটকার কাঁধে হাত রেখে কালী বাবু বেরিয়ে এলেন।]

কালী। তুমি অনেকক্ষণ এসেছ না আবু ভাই।

আবু। না খুব বেশীক্ষণ নয়।

কালী। লটকা গিয়ে বলল তুমি অনেকক্ষণ ব'সে আছ। আমার মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল। এই বুকের ভিতরটা এখনও মুচড়ে মুচড়ে উঠছে। ভাইরে! দেশ স্বাধীন হবার আগে মরতে পারলে—[কাঁদিয়া ফেলিল]

আবু। দোষ স্বাধীনতার নয়—কালীদা, দোষ আমাদের।

কালী। দোষ আমাদেরও নয় ভাই দোষ আমাদের পিতৃ পিতামহদের। ইংরেজীতে বলে না Sins of the fathers.

আবু। সেই সব দোষ কাটিয়ে উঠতে হবে ভাই। তাই চিত্রার সঙ্গে সেই বিষয়ে আলোচনা কচ্ছিলাম। মানুষে মানুষে এত ভেদ কাটিয়ে ওঠার একমাত্র উপায় মৌখিক ভদ্রতার কোঠা পেরিয়ে—অন্তরঙ্গ হওয়া—আত্মীয় হওয়া।

কালী। ঠিক বলেছ। আমরা সব কিছুতেই যেন দোকানদারের মত মুখের ভদ্রতা করি, আর নিজের লাভ খুঁজি।

আবু। আমার কিছু টাকা কড়ি বিষয় আশয় আছে। আমি সমস্ত এই অন্তরঙ্গতা বাড়াবার জন্য উৎসর্গ করব মনে স্থির ক'রেছি। ছুককে তাই সেখানে নিয়ে যাচ্ছি। সঙ্গে চিত্রাকেও নিতে চাই।

কালী। চিত্রাকে।

আবু। হাঁ—"ভগবতা বিধাত্রা য দেব বিধীয়তে তদেব শুভায়" এটা—তোমাদের কথা। কিন্তু জগতে সমস্ত ভগবৎ বিশ্বাসী লোক একথা মানে। মুখে হয়ত কেউ God কেউ খোদা—কেউ পরমেশ্বর—কেউ কত কিছু বলে ডাকে। তাঁর এ বিধানের মধ্য দিয়ে এইটুকুই ভাল আসতে পারে এই আমার মনে হ'য়েছে। মনে হ'য়েছে চোখের জলে, মানুষ অতীতের গ্লানি ধুয়ে নির্ম্মল হবে—শান্ত সমাহিত হয়ে—চির সুন্দরের সাধনায় নিজে সুন্দর হবে জগৎকে সুন্দর ক'র্ব্বে। তুমি কি বল ?

কালী। একথা ত' আজকের নয় ভাই। প্রেমের ঠাকুর গৌরাঙ্গ দেব আচণ্ডালে কোলে দিয়ে ভেদ বুদ্ধিকে দূর ক'র্ত্তে চেয়েছিলেন—তিনি হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদও সরিয়ে দিয়ে ছিলেন। কিন্তু হ'ল কৈ ?

আবু। যে মাটিতে পড়ে লোক ওঠে তাই ধ'রে। তিনি কথায় যুক্তিতে মানুষকে যে সত্য উপলব্ধি করাতে পারেন নি, আজ দুরন্ত ঝড়ে সে মেঘ কেটে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ ?

কালী। আমিত' অর্দ্ধ মৃত ভাই। আমার দেখা না দেখায় কি আর হবে।

আবু। চিত্রা দিদি উত্তর দিতে পাল্লি না ভাই ?

চিত্রা। এ আমি পারি না নানা।

আবু। আর একটু ভেবে উত্তর দে দিদি। আমি আমার সম্পত্তি ওয়াকফ্ না ক'রে Trust করব। আর তোকে তার Trustee করব। অর্থ শক্তি ও উৎসাহ নিয়ে, তোরা দুজন এই দুরন্ত সাধনায় লিপ্ত হবি।

চিত্রা। না না—তা হয় না। আমি দুলুকে ভাই এর মতই দেখেছি আপনি আমায় লোভ দেখাবেন না।

আবু। লোভ নয় দিদি—কেউ একে বাতিক—কেউ ভণ্ডামী ব'লবে—কিন্তু এই আমার স্বপ্ন। যাক্ উঠি কালী দা। চিত্রার সর্প ভ্রম ভেঙ্গেছে—রজ্জু বলে বুঝতে পেরেও মিথ্যা ভয়টুকু কাটিয়ে উঠতে পাচ্ছে না। আদাব।

[আবু মিঞা চ'লে গেল।]

কালী। দিদি এখানে আর থাকা চ'লবে না।

চিত্রা। আমি অনেকদিন আগেই বুঝেছি।

[কিরণশশী ভিতর থেকে এসে বল্লেন।]

কির। বড় মিঞা কি সব ব'লছিলেন বাবা ?

[কালী বাবু চুপ ক'রে রইলেন।]

কিরে চিত্রা, কি উনি বল্লেন ?

চিত্রা। উনি আমার সঙ্গে মুরুর বিয়ে দিতে চান।

কির। বাবা! এই রকম অপমান সহ্য ক'রে কতদিন থাকতে পারব ; মুরুর মা আজ আমাদের যাচ্ছে তাই ব'ল্লে। অভাবে প'ড়ে মেয়ে বিয়ে না দিতে পেরে, এতদিন নিজের মনেই পুড়েছি। আজ যে ঘরে বাইরে জ্বালা হ'ল !

চিত্রা। বিষ খাইয়ে মার নি কেন ?

কালী। বৌমা—আমরা আজই চ'লে যাব। লটকা চলত' আমরা তৈরী হই।

লট। এখনই কি—ট্রেন ত' সেই সন্ধ্যার পর।

কালী। না না—আর দেরী নয়। এখানে থাকলে মানুষ থেকে অমানুষ হ'তে হবে—আর না—আর না—

লট। আমি একটু ঘুরে আসি খবর নিয়ে—

কালী। না না—চল্। বৌমা, চিত্রা চল—পঞ্চাশ বছরের পালা আজ শেষ হবে—অদৃষ্টে গঙ্গালাভ আছে—

কির। বাবা—অস্থির হবেন না।

কালী। বৌমা—আমি বাড়ীর কর্ত্তা—আমার কথার উপর কথা ব'ল না—চল্ লটকা—

লট। [কালী বাবুর কথায় কান না দিয়ে নেপথ্যে গরীবুল্যাকে লক্ষ্য করে।] এই গরীবুল্যা, শোন, শুনে যা—আরে ওখানে কি হাত নাড়ছিস্ ?

[গরীবুল্যা এল ।]

গরী। দমাদম্—দোকান পাট বন্ধ। বাপরে ছাখ জুলুম! মাইনষের জবান বন্ধ কইরবার চায়? ক্যানে হামরা পচ্চিমা কথা কমো? পাকীস্তানের নামে অনেক সহ্য করা হইছে—

লট। খুব গোলমাল হ'চ্ছে নাকি রে?

গরী। হবার নয়? বাপরে! গুলী করি মারি ফ্যালাইছে বহুৎ মাহুষ। হামার কথা ভাল না লাগে তোমরা কন্ না। হামাক ক্যানে ঐ বুলী কওয়াবার চান্। জন্ম থাকি মাও বলছি এলায় কি কমো আম্মা—ওয়ালদা—? পচ্চিমা বলদার কথা কিছুতে কওয়া হবার নয়। জান কবুল আইজ পচ্চিমার পাইসা খাওয়া বুদ্ধির শ্রাধ কইরমো। ছাখেন ত'? কোঠে থাকি আসি সব নবাব হইছে। এই যে শও শও মাহুষ চউখের পানি ফেলি ঘর ছাড়ি গেল তাত্ কি কারো ভাল হইবে।

কালী। আমরাও আজ যাব।

গরী। হয় নাকি? বাড়ী ব্যাচাইছেন?

কালী। না। তবে যেতেই হবে। তুই সন্ধ্যার সময় রিক্স নিয়ে আরও ছুজন নিয়ে আসবি।

গরী। আইজ কিবা হয় ছাখেন। দোকান পাট বন্ধ হইছে—হামরা সব রিক্সা তুলি দেমো—ঘোড়ার গাড়ী ঘোড়া খুলিছে—কাছারীর বাবু গুলাক সব আটক করি দিতেছে। আইজ দমাদম নাগি গেইছে—বুড়া কত্তা আইজ যাওয়া হয় না।

লট। আজ যাওয়া হবে না দাহু—আমি দেখে আসি—

কির। লটকা খবরদার—

লট। তুমি কিচ্ছু ভেব না মা—আমি কি কোনও গোলমালে যাই—দূর থেকে দেখব—চল গরীবুল্যা—

পরী। লাগি গেল দমাদম্—চলেন চলেন—আইজ জবান বন্ধের জবাব দিয়া দেমো—

[ওরা চলে গেল।]

কির। লটকা—লটকা—

কালী। তোমার ডাকের চেয়ে বড় ডাক ওরা শুনছে বৌমা—আজ আর ওদের আটকানো যাবে না।

চিত্রা। দাদু—

কালী। চল্ দিদি আমরা তৈরী হই। আজ না হয় কাল ত' যাবই। গঙ্গালাভ আমার হবেই—চিরদিন ঠাকুরকে ডেকেছি...সে কি তিনি না শুনে পারেন। আমার বিপদ বিপদ-ভঞ্জন দূর ক'রবেন।

[ঊর্দ্ধে চাহিয়া করজোড়ে প্রণাম ক'রলেন।]

তৃতীয় অঙ্ক

[ঐ দিন বিকেল বেলা। কালী বাবুরা সবাই হিন্দুস্থানে চ'লে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হ'য়েছেন। কিছু মাল পত্তর বাঁধা ছাঁদা হ'য়ে বারান্দার এক পাশে প'ড়ে রয়েছে। অনেক দূরে একটা কলরব ও 'আল্লাহো আকবর' শব্দ শোনা যাচ্ছে। ফর্দ্দ করার কাগজ ও পেন্সিল হাতে কিরণশশী ভিতর থেকে বাইরে এল। এমন সময় কালীবাবু উদ্বিগ্ন ভাবে বাইরে থেকে ফিরে এসে বল্লেন...]

কালী। নাঃ ওরা নিতান্তই অবোধ···

কিরণ। আপনি ব্যস্ত হবেন না বাবা।

কালী। আমার কথা না হয় ওরা নাই ভাবল। হৈ চৈ হল্লা সারা সহর জুড়ে হ'চ্ছে...মায়ের মন যে ওদের জন্য কত উতলা হয় এটাও কি ওরা বোঝে না।

কির। গোলমাল ত' মুসলমান ছেলেরা কচ্ছে বাবা—হিন্দুরা ত' তাদের সঙ্গে যায় নি। মুসলমান ছেলেরাই যে নিষেধ ক'রেছে।

কালী। কি জান! লটকাটার বুদ্ধি শুদ্ধি অত্যন্ত কম। সকালে মুকু নিষেধ ক'ল্ল, তবুও কি রকম নাচতে নাচতে ঐ সব দেখতে গেল। যাক্ তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না বৌমা।

কির। আমার চেয়ে ত' আপনিই বেশী ব্যস্ত হ'য়েছেন।

কালী। কি করি বল। ব্যস্ত না হ'য়ে কি থাকা যায়? লটকা গেল আলী সাহেবের বাড়ী গাড়ী আন্‌তে। কিন্তু যে গেল সে গেল! আর ফেরবার... নাম নেই।

কির। গাড়ী ত' আর তাদের ব'সে নেই বাবা। আলী সাহেব হাকিম মানুষ। হয়ত' কোথাও ছুটোছুটী ক'চ্ছেন।

কালী। হুঁ! যে গোলমাল সহর জুড়ে। আমাদের যাওয়াই হয় কিনা ভাখ। সকাল থেকে গাড়ী রিকসা সব বন্ধ।

কির। সেই ত' হ'য়েছে বিপদ। চিত্রা আবার হেঁটে মিনতির বাড়ী গেছে, সেও এক চিন্তা।

কালী। সে ত' বটেই। আমি একবার চিত্রাকে নিষেধ কর্ব্ব ভাবলাম। তারপর মনে হল, চিরদিনের জন্য দেশ ত্যাগ ক'চ্ছে, আবার দেখা হবে কি না হ'বে, যাক্ দেখা ক'রে আসুক।

কির। তা ছাড়া...ঐ জিনিষ গুলোও দিয়ে পাঠালাম কিনা।

কালী। কি জিনিষ পাঠালে?

কির। চিত্রার বিয়ের জন্য হার কঙ্কণ গড়িয়ে রেখেছি; সে গুলো দর্শনার জুলুমের ভয়ে এখনকার মত মিনতির কাছে রেখে যাচ্ছি।

কালী। ভালই ক'রেছ। সীমানায় তল্লাসীর যে জুলুম! শুনেছি সুবিধা পেলেই সব কেড়ে নেয়। উঃ কি দুর্দ্দিন...

কির। ঘোর দুর্দ্দিন বাবা! এই সাজান সংসার ছেড়ে…বিগ্রহ নিয়ে… আপনাকে নিয়ে…আর ঐ অবোধ দুটোকে নিয়ে…অজানা অচেনা দেশ ভূঁয়ে…

[আবু মিঞা আসছে দেখে, কিরণশশী হঠাৎ থেমে মাথার কাপড় টেনে ভিতরে গেল। কালীবাবু এগিয়ে আবু মিঞার দুটি হাত সস্নেহে জড়িয়ে ধ'রলেন।]

আবু। তোমরা আজ চ'লে যাচ্ছ কালী দা?

কালী। হাঁ ভাই। বাড়ী ঘর সব প'ড়ে রইল। কোনও কিছুরই বিলি ব্যবস্থা কিছুই করা হয় নি। সব দেখো।

আবু। [সখেদে] আমিই কি তোমাদের দেশ ত্যাগী হবার কারণ হ'লাম দাদা?

কালী। [বিব্রত হ'য়ে] ছিঃ ছিঃ সে কি কথা!

আবু। সকালে চিত্রার সঙ্গে মুকুর বিয়ের প্রস্তাব ক'রে, আমি বোধ হয় তোমাদের সংস্কারে মর্ম্মান্তিক আঘাত ক'রেছি।

কালী। সে কি কথা! তুমি ত' কোনও অসম্মান করনি ভাই। এ দেশে বাস ক'রলে, তোমাদের বিদ্বেষ ভাজন না হ'য়ে…আত্মীয় হওয়াই ত' ভাল। চারধারে ধর্ম্ম ত্যাগের খবর ত' রোজই শুনছি।

আবু। ধর্ম্ম যাদের গায়ের পোষাক, তারা সহজেই পালটে ফেলতে পারে। কিন্তু যারা অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করে তারা কি তা পারে? ঐ বিশ্বাস টুকুই ত' ধর্ম্মের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু কালী দা…আমি ত' চিত্রাকে ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রতে বলিনি।

কালী। ওকি কথা ভাই। তুমি অমন কথা বলেছ তা কি ভাবতে পারি?

আবু। স্নেহের আবরণে মনের ব্যাথা ঢাকতে চেওনা কালী দা! সংস্কার মুক্ত হওয়া অতি কঠিন। সাধারণ লোক ত' পারেই না, জ্ঞানীরাও যুক্তি বিচার কত কিছু দিয়েও, এ জাল ছিঁড়তে পারে না। তুমি যদি তা না পেরে থাক তাতে তোমার কোনও দোষ নেই। দোষ আমার। দেশ কাল পাত্র এই সব জান

রকম বিবেচনা না ক'রে নিজের আদর্শবাদের ঝোঁকে ঐ বিয়ের প্রস্তাব ক'রে আমি খুবই ভুল ক'রেছি। চিত্রা সহজ ভাবে এর উত্তর দিয়ে সে ভুল ত' শুধরে নিয়েছে। তা সত্বেও, যদি সেই কথা নিয়ে অভিমান ক'রে—

কালী। [বাধা দিয়ে] থাক্—থাক্ ভাই! শিশুকাল থেকে চিত্রাকে কোলে কাঁধে ক'রে কত আদর তুমি করেছ। পরীক্ষা দিয়ে বৃত্তি পেল, শুনে কত খুসী হ'য়ে, বই কলম কত কি ওকে কিনে দিয়েছ। তুমি যে ওকে বড় ভালবাস ভাই। ওকে আপনি ক'রে ঘড়ে নেবার সাধ যদি তোমার হ'য়েই থাকে—

আবু। ভুল বুঝ না কালী দা! এত আমার সখ সাধের কথা নয়, এযে আমার অন্তরের বিশ্বাস—এ আমার অনেক দিনের আদর্শ—

কালী—আদর্শ!

আবু। হিন্দু মুসলমানে এই ভেদ ইংরেজের হাতে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার, সে কথা স্বদেশী আন্দোলনের যুগ থেকে, চিন্তাশীল যারা তারা সবাই বুঝেছিল। সেই যুগ থেকে এই সমস্যা নিয়ে কত আলোচনা—কত বাদ বিসম্বাদ—কত আপোষ রফা হয়েছে। কিন্তু মূলে আমরা কেউ পৌছাতে পারি নি। যদিই বা পেরেছি। পরীক্ষা করতে সাহস পাই নি। তাই কোনও pact fact হয়নি। আবার মারামারি হানাহানি করেও ছাড়াছাড়িও পুরা হয়নি। আজও সমাজের উপরের দিকে চাইলে দেখবে সেখানে জাতের প্রশ্নে কিছুই আটকায় না। আবার নীচের দিকে চাইলেও দেখবে, পল্লীর সহজ আবহাওয়ার মানুষ সহজ ভাবেই অন্তরঙ্গ হ'তে চায়। মুসলমান নুতন কাপড় পড়ে পূজা দেখে, হিন্দু মহরমে লাঠী খেলে। আত্মীয় হ'তে পারে না শুধু জাত জালিয়াত সুবিধাবাদীদের স্বার্থের জন্য ছড়ান বিদ্বেষের আগুনের ফুলকীর হাত এড়াতে না পেরে। মনে আছে কালীদা—ছলিম শ্যামুর সঙ্গে গোঁসাই বাড়ী সত্য নারায়ণের প্রসাদ খেয়েছে। আবার ঈদের ফিরনি শামুকে খাইয়েছে।

কালী। ছেলেবেলায় সবাই অজ্ঞান থাকে ত'।

আবু। অজ্ঞান নয় কালীদা—এটেই আসল জ্ঞান। তারপর বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে মনে অহঙ্কার আর স্বার্থের বিষ ক্রিয়া ক'ত্তে থাকে। তৈমুরলঙ্গ নাদিরশার অত্যাচারের অপরাধ সাধারণ মুসলমানের ঘাড়ে চাপিয়ে যে ঘৃণা আর বিদ্বেষ তোমরা পোষণ ক'রেছ, সেও ভুল—আবার জগৎ শেঠ উমী চাঁদের বেইমানীর পাপে সমস্ত হিন্দু জাতকে বেইমান ভাবাও মুসলমানদের ভুল। আমরা মায়া মমতায় গড়া সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। আমরা কেউ আওরঙ্গজীব বা শিবাজীর মত রাজ্য লোলুপ লুটে খাওয়ার দলের লোক নই। আজ যে দিকে চাইবে, দেখবে বেইমান লোভীদের—জোচ্চোর বাটপাড়দের—কোনও জাতের বালাই নেই। তারা সব এক জাত। নানা ফন্দীতে তারা জগতে অশান্তি এনে যে যার মত নিজের সুবিধা করবার তালে আছে। Egotism ছাড়া তাদের কোনও ism এর বালাই নেই।

কালী। তুমি ঠিক বলেছ ভাই।

আবু। আমাদের এক দেশে বাস, এক ভাষায় কথা—পরিচয় দিতে প্রথমে আমরা বাঙ্গালী তারপর অন্য কথা। অথচ হিতোপদেশের সেই একোদর পৃথক গ্রীব পক্ষীর মত ধর্ম্মের বিষফল খেয়ে আমরা বিষে জর্জ্জরিত হ'য়ে আছি। হাজার বৎসর ধরে ভুল ক'রে যে অশান্তি আমরা জিইয়ে রেখেছি, সেটা কাটিয়ে ওঠার সময় কি আজও হয় নি ?

কালী। হবে কি ?

আবু। হ'তেই হবে। মহামানব যাঁরা, তাঁরা নিজ নিজ তপস্যার যখন অমৃতের সন্ধান পায়, তখন সংসারের তাপে জর্জ্জরিত সকল জীবকে তার স্বাদ নিতে ডাকে। যে পথে চলে তারা সিদ্ধ হয়, সেই পথের নির্দ্দেশ সবাইকে দেয়। সাধারণ মানুষ গতির কথা গন্তব্যের কথা ভুলে পথ নিয়ে মাতে। তারা তপস্যা ভুলে অনুষ্ঠানকে বড় করে। তাই স্বার্থপর যারা তারা ধর্ম্মের নামে ধোঁকা দিয়ে, তাদের দিয়ে এত দ্বন্দ এত হানাহানি করিয়ে নেয়। কালীদা—বাংলার পরমহংসদেব মুসলমান ধর্ম্মের সাধনাও ক'রেছিলেন। অন্তরের দেবতা যার

অন্তরের সকল দুয়ার খুলে দিয়েছে তার কাছে সব পথ খোলা। আজ সর্ব্ব সাধারণের মনে এই উদার সত্যকে জাগিয়ে দিতে হবে। মানুষে মানুষে—সহজ ভাবে অন্তরঙ্গ হ'তে হবে—আত্মীয় হ'তে হবে। আজ, আমি যা কিছু বিষয় সম্পদের মালিক, সব কিছু মালিকের দয়ায় পাওয়া। তাই এই আদর্শ সফল করার চেষ্টা ক'রে, সে সব আমি সার্থক ক'র্ত্তে চাই। তাই আমি চিত্রাকে চেয়েছিলাম। হয়ত মালিকের ইচ্ছা নয়—হয়ত এখনও সময় হয়নি—হয়ত অন্য পথ আছে তাই হ'ল না।

[গরীবুল্যা বাইরে থেকে এসে উভয়কে সেলাম কল্ল।]

গরী। বড় মিঞা! বুড়া কত্তা আইজ হিন্দুস্থানে চলি যাইতেছে। শুনেন নাই ও?

আবু। [মাল পত্তর দেখিয়ে] শুধু শোনা কিরে? সব বাঁধা ছাঁদা হ'য়ে—গেছে, চোখে দেখ্‌ছি যে।

গরী। কন ত'? এটা কি ভাল হইবে? দ্যাশের ঠাকুর বিদেশের কুকুর। আমরা ত' এই মত শুনছি।

আবু। তোদের মত মুসলমানদের জুলুমে হিন্দুরা সবাই চ'লে যাচ্ছে।

গরী। হামরা গরীব মানুষ। খাটিয়া খাই। হামরা কিছুই জুলুম করি নাই। হিন্দু তাড়েয়া যারা সস্তায় বাড়ী কিনিবে রাস্তায় লুট করিবে—চাকরী করি পাইসা কামাইবে, তারায় খোঁচাখুঁচি করিয়া এই সব কইল্যো।

আবু। দৌড়াদৌড়ি দেশ ছাড়াছাড়ি এসব না ক'রে, সব মুসলমান হ'য়ে গেলেই ত' গোল মিটে যায়। না রে?

গরী। সর্ব্বনাশ! বড় মিঞা অমন কথা কন না। জুম্মাটারীর হেঁদু বেহারা গুলা সব হাঙ্গামার সময় হিন্দুস্থানে চলি গেছিল। ফির ওঠে কষ্ট দুঃখ পায়া—ফিরি আইসছে। ঐ উপাসু বেহারা হামার বনিজুল্যাক্ কইলে, "ভাই কাট মার আমরা আমার এই দ্যাশেই থাইকমো। ফাটাফাটি কাটাকাটি না করিয়া সব গুলাক কলমা পড়েয়া মুসলমান করি নেও। তাতে বনিজুল্যা কইছে,

"ও ভুল হামরা আর কইরবার নই। সব হিন্দু মুসলমান হইলে, খালি গোস্তের ভাগ বসাইবে। যাও থোড়া বহুত পাছিনো তাও পাবার নই।

আবু। [হেসে উঠল] হিন্দুরা বুঝি গোস্তের লোভে মুসলমান হ'তে চাচ্ছে ?

গনী। কাঁয় জানে কিসের থাকি মুসলমাল হবার চায়। আসল কথা মিঞা, হেঁদু গুলার ত' প্যয়গম্বর নাইও—খালি মাটির ঠাকুর। কেয়ামতের রোজ ও গুলার মরণ হইবে।

আবু। আমাদের রসুল সবাইকে বেহেস্তে পাঠাবে নারে ?

গনী। পাঠাইবে ত'। খালি বেইমান গুণাহ্‌গার গুলা দোজকে যাইবে।

আবু। কালীদা শুনছ ? এই সব ধাপ্পায় সরল লোক ভুলিয়ে, যারা মাটির বেহস্তকে দোজক করে দিল, তাদের আর কতদিন সুবিধা দেবে ?

কালী। যত দিন মালিকের ইচ্ছা।

গনী। ঠিকে কইছেন কত্তা। মালিকের হুকুম চিরদিন কায়েম থাকিবে এই ত' বরাবর শুনি আসছি। এলায় না দেখি মালিকের থাকিয়াও এক মালিক তুনিয়ায় হইছে। ঈশাপীর-মুসাপীর—সবার উপর পাইসা পীর।

[কালী বাবু ও আবু মিঞা হেসে উঠল।]

আচ্ছা থাউক ওগুলা কথা। শুনি যে ফিব্‌ সইন্ধা তক্‌, সহরে গাড়ী রিক্সা চইলবে। যদি চলে ত' হামি নিচ্চয় পৌছামো তোমাক ইষ্টিশানে। কিন্তুক বুড়া কত্তা, ফিব্‌ উপাস্থ বেহারার মত তোমারও ফিরিয়া আসা নাইগবে। এইঠে পচ্চিমা গুলার সাথে হামার যেমন বনে না—তোমার সাথেও ঐ দেশী মানুষ গুলার বনিবে না।

আবু। পশ্চিমা যারা এসেছ, তারা ত' মুসলমান। তবে তাদের সঙ্গে তোদের বনে না কেন রে ?

গনী। হইল মুসলমান তাতে কি ? বাঙ্গালী ত' নয়। কথাবার্ত্তা আদব কায়দা কিছুতে বনে না। উয়ারা খালি কয় "মচ্ছি খোর বাঙ্গালী বুদ্ধু" সেই

বুদ্ধু গুলার ভাগে ক্যানে আইসছেন তোমরা। খালি ফুটানী করা আর পাইসা খাওয়া বুদ্ধি।

আবু। শোন কালীদা! গরীবুল্যা কেমন মূল কথায় এসেছে। ওরা বাঙ্গালী নয় এইটেই মূল কথা।

গরী। মূল কথায় ত'! বাপ্‌রে! রাইজ্য পাইছে এই বাংলা মুলুকে আসিয়া। সরকারী চাকরী পায়া কত যে জুলুম, সাহেবের আমলেও এত জুলুম দেখি নাইও। ফির্ বাংলা জবান বন্ধ কইরবার চায়। আইজ দ্যাখেন যায়া। সারা সহর জ্বলি গেইছে। ইস্কুলিয়া—কলেজিয়া—আনসার গুলা—মায় দোকানদার গাড়োয়ান সব আউগাইছে। হামি দেখি আসি বড় মিঞা।

[গরীবুল্যা চলে গেল।]

আবু। কালীদা—মানুষের মনের এই সহজ সরল বিশ্বাসটুকু কত মধুর—কত শান্তির। এই বিশ্বাসটুকু অবলম্বন ক'রে ঘরের মালিকের সঙ্গে পরিচয় ক'রে, প্রীতি ক'রে, দুদিনের দুনিয়াদারীকে সার্থক করে, এ সংসারে আসা যাওয়ার একটা অর্থ খুঁজে পেতে সবাই চায়। সে বিশ্বাসে আঘাত পেলে তাই মানুষ এত ব্যাথা পায়। আর এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মতলববাজ স্বার্থ-পরেরা কত অন্যায় অপরাধই না করিয়ে নেয়—যাক্ কলকাতায় গিয়ে কোথায় উঠবে কিছু স্থির করেছ?

কালী। বৌমার মাসতুত ভাইয়ের বাসায় উঠে, তারপর দেখে শুনে যা হোক একটা ব্যবস্থা ক'রে নেব।

[নেপথ্যে মোটর থামার শব্দ।]

ঐ লটকা আলী সাহেবের গাড়ী নিয়ে এল বোধ হয়।

আবু। আলী সাহেবের বিবিকে ত' দেখছি। আচ্ছা আসি কালীদা, ভয় পেয়ো না, তোমার মত ভাল লোকের মন্দ কখনও হবে না।

কালী। ভাইয়ে! গমের সঙ্গে যবও যে পেষাই হয়।

আবু। হ'চ্ছেও তাই।

[আবু মিঞা—চলে গেলেন। আনোয়ারা তাকে সেলাম ক'রে কালী বাবুর কাছে এসে দাঁড়াল।]

আনোয়ার। চিত্রাদি কোথায় ?

কালী। সে মিনতির সঙ্গে দেখা ক'রতে গেছে।

আনো। গাড়ীর ত' এখনও ঢের দেরী। দু trip না হ'লে মাল সব নেওয়া যাবে না ব'লে লটকা খুব তাড়া দিল।

কালী। হাঁ—দু trip ত' দিতেই হবে। লটকা কই ? মাল তুলতে হয়।

আনো। লটকা আমার সঙ্গেই আসছিল। পথে ছেলেদের মিছিল। Car আটকে গেল। ও হঠাৎ নেমে গেল। বোধ হয় পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা ক'রে নিতে গেল। আমি অনেকক্ষণ ওর জন্যে অপেক্ষা ক'রে চ'লে এলাম।

[কিরণ শশী ইতি মধ্যে এসে দাড়িয়েছিল।]

কালী। শুনছ—শুনছ বৌমা! লটকা procession এ ভিড়ে গেছে।

আনো। মিছিলে কিছুতেই যাবে না। আমায় কিন্তু তাই ব'লেছিল।

কির। ও কথার কোনও মূল্য নেই।

আনো। আমায় কিন্তু খুব মূল্যবান কথা একটা বলেছিল। তাই সে কথা বাজে ভাবতে পাচ্ছি না।

কিরণশশী। কি ব'লেছিল ?

আনো। বললে, হিন্দুদের উপর যত জুলুম যত লাঞ্ছনা করা হ'য়েছে এইবার তার ওয়াশীল সুরু হ'ল। এখন আমরা দূরে দাড়িয়ে দেখব আর বলব কেমন লাগে ?

কালী। ও সব কথা আবার মিছিলে কাউকে ব'লবে আর ওরা ধরে ওকে পিটিয়ে দেবে। নাঃ এ অবুঝের দল নিয়ে বড় গোল হ'ল যে। কোনও রকমে বেরুতে পাল্লে যে বাঁচি।

[চিত্রা এল]

চিত্রা, এই শোন—লটকা আবার কি কাণ্ড ক'রেছে।

চিত্রা। মিছিলে গেছে নাকি?

কির। হঁা।

চিত্রা। যা ইচ্ছে তাই করুক গে। ওরাই সব এখন ওর আপন হ'য়েছে। ও আসুক না আসুক আমরা কিন্তু আজ রওনা হবই।

কির। ওকে ফেলে?

চিত্রা। হাঁ। আজ এই সব হাঙ্গামা হ'চ্ছে তাই, নইলে আনসারটি আবার জুলুম ক'ত্তে আসত। কাল আবার আসবে আবার টাকা খাবে। দাদু!

কালী। তাই হবে দিদি—আমরা আজ যাবই।

কির। [প্রায় কাঁদ কাঁদ হ'য়ে] নাঃ! আমার আর সহ্য হয় না! ওটাকে এখানে ফেলে গেলে—আমি কি সেখানে শান্তি পাব?

আনো। আপনি চিন্তা কর্ব্বেন না মাসীমা। আমি ত' আছি। নটকা আমায় দিদি বলে। আমি ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কালই রওনা ক'রে দেব।

কির। ওযে কখনও ক'লকাতা যায় নি। কোথায় যাবে কি ক'রবে। নাঃ আমি আর পারি না।

চিত্রা। পারতেই হবে মা। আমি রোজ **train time**এ **station**এ থাকব। আর দেরী করা নয়, রওনা হবার উদ্যোগ করি।

কির। দু কিস্তিতে মাল যাবে। মাল নিয়ে **station**এ থাকবে কে?

চিত্রা। আমি থাকব?

কির। একা মেয়েছেলে—কি যে বলিস্! সদানন্দ বাবুকে ডেকে আনলে হয়।

চিত্রা। না মা। ওঁকে আর ডাকাডাকি ক'র না। মামলা ক'রে উপকার ক'ত্তে না পেরে উনি অসন্তুষ্ট হ'য়েছেন।

কির। অসন্তুষ্ট হ'য়েছেন তোর ব্যবহারে। উনি ত' ভালর চেষ্টাই কচ্ছিলেন।

চিত্রা। আর কথা বাড়িও না মা। আমি সব ব্যবস্থা কচ্ছি। [আনোয়ারাকে] গাড়ী নিয়ে আমরা যাব তুমি কি ক'রবে ভাই ?

আনো। আমি সলিম সাহেবের বাড়ীতে ততক্ষণ বসব।

কির। সেই ভাল। ও বাড়ীর মুরুব্বি মাকে ব'লো—আমাদের অদৃষ্ট নিয়ে আমরা চললাম। এত কাল পাশাপাশি বাড়ীতে সুখে দুঃখে এক সঙ্গে কাটালাম। ওরা মনে যেন কোনও বিদ্বেষ পুষে না রাখেন। আমি একবার দেখা ক'রে যাব ভেবেছিলাম কিন্তু সকালে অনর্থক কতগুলো কটু-কথা—

আনো। ওসব কথা ধ'রবেন না। আমরা বড় অস্বাভাবিক অবস্থায় প'ড়েছি মাসীমা। মানুষের মনের কোনও দাম নেই।

কির। এই যা ব'লেছ। মনের কোনও দাম নেই। নিজ নিজ স্বার্থের লোভে মানুষ এই রকম হ'য়েছে যে। যাও মা তুমি বিশ্রাম করগে।

আনো। আমি চিত্রাদির সঙ্গে দুটো কথা বলেই যাচ্ছি। আপনি যাত্রার উদ্যোগ করুন গে।

কির। হাঁ যাই। গাড়ী দিয়ে বড্ড উপকার করেছ মা। ভগবান তোমায় ভাল করবেন। [কিরণশশী ভিতরে গেলেন]

আনো। ধর্মের সংস্কার কাটাতে পেরেছিলাম তাই না এটুকু ক'ত্তে পারলাম। কি বল চিত্রাদি ?

[কালী বাবু বাইরের দিকে যাচ্ছেন দেখে, ও কথার উত্তর না দিয়ে চিত্রা বলল।]

চিত্রা। ওকি দাদু কোথায় যাচ্ছ ?

কালী। একটু এগিয়ে দেখি দিদি। বেকুবটাকে ফেলেই যাব কি ?

চিত্রা। আবার তোমায় খুঁজতে কে যাবে ?

কালী। আমার সে সব বোধ শোধ আছেরে। এগিয়ে নটকাকেও দেখি —আর যদি সে নাই আসে—মালগুলো গাড়ীতে তুলতেও ত' একট লোক চাই যে।

চিত্রা। আমরাই তুলব সে সব। তুমি স্থির হ'য়ে বস।

কালী। আমি এই যাব আর আসব। [কালীবাবু গেলেন]

আনো। আমি Driverকে মালগুলো তুলতে বলে দিচ্ছি।

চিত্রা। থাক্। ও হয়ত মনে কিছু ক'রবে। এমনিতেই অনেক উপকার তোমরা ক'ল্লে ভাই।

আনো। কত জনের এমনই কত উপকার তুমিও ক'ত্তে পাত্তে চিত্রাদি। আমার মত লাঞ্ছনা যন্ত্রণা পাওনি তাই এসব সংস্কার তুমি কাটিয়ে উঠতে পারনি। তাই আবু সাহেবের প্রস্তাব মানতে পাল্লে না।

চিত্রা। অন্ধ সংস্কার আমার নেই। কিন্তু ও বিয়ের প্রস্তাব মেনে নিয়ে হার মানতে আমি রাজী নই।

আনো। এতে হার জিত কি চিত্রাদি? উনি ত' তোমায় ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে মুসলমান হ'তে বলেন নি?

চিত্রা। ওসব কথা থাক ভাই।

আনো। না তুমি বল। সে দিনও আমার কথা শুনে তুমি বলেছ "কে কোথায় হ'টে গেল না দেখে কে কোথায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছে তাই, তুমি খুঁজে ভাখ"। আমি কোনও ধর্ম্ম মানি না। মুসলমান হ'য়ে আমি হার মেনেছি তাই আমি অস্বীকার করি।

চিত্রা। তুমি যদি আলী সাহেবকে ভালবেসে বিবাহ ক'ত্তে, তা হ'লে আমি কক্ষনো ধর্ম্ম ত্যাগ করাকে তোমার হার ব'লতাম না। সংস্কার ধর্ম্ম থেকে হৃদয়ের ধর্ম্ম বড়, একথা আমি যে মানি ভাই। কিন্তু তুমি দুর্দ্দশার চাপে—হিন্দু সমাজের তাচ্ছিল্যে অভিমান ক'রে, নিজের সুবিধার জন্য আর সমাজকে আঘাত করার জন্য এ বিয়ে ক'রেছ। তাই আমি একে হার বলছি।

আনো। তবু ঠিক বুঝলাম না।

চিত্রা। ধর, আমি যদি বিয়ের প্রস্তাবে রাজী হ'তাম। তা হ'লে মুরু ভাবত যে আমি টাকার লোভে রাজী হলাম। মুরু যে আমাকে চায় এ কথা আমার কোনও দিনই মনে হয় নি। তবে সে যে আমাকে শ্রদ্ধা করে তা আমি

জানি। আমি যে সে টুকুও হারাতাম। আর তা ছাড়া আবু নানার ঐ আদর্শ আমার যদি ভাল বলেই মনে হয় তবে আমি নিজে থেকেই সে কাজ করার চেষ্টা কর্ব্ব। তাঁর টাকায় আমি ঐসব কাজ ভাল বলে প্রচার ক'ত্তে গেলে নিজের অক্ষমতা স্বীকার ক'রে হার মেনে তবে একাজে হাত দিতে হয়। সবার চেয়ে বড় আরও একটা কথা রয়েছে ভাই। যাঁরা আমায় শৈশব থেকে লালন পালন ক'রে, সুশিক্ষা দিয়ে, কত দুঃখ কত কষ্ট সহ্য ক'রে, আমায় আমার দেহ মনের পরিপূর্ণতা এনে দিয়েছেন; তাঁদের মনের বিশ্বাসের কথা না ভেবে একটা বড় আদর্শের আজুহাতে ঐ টাকার মালিক হ'য়ে ব'সলে সেটা যে নিতান্ত আত্ম বঞ্চনাই হয় ভাই। এমনি কত কথাই ভেবেছি। হয়ত' ভুল হয়ত বা ঠিক। দিনরাত ব'সে ব'সে এত কথা ভাবছি যে সব কেমন যেন গুলিয়ে গেছে। সেখানে স্বাধীন ভাবে চ'লতে ফিরতে ব'লতে শুনতে পারব এই আশা নিয়েই ত' দেশ ছেড়ে যাচ্ছি। তারপর দেখা যাক্।

[গরীবুল্যা ব্যস্ত ভাবে এল]

আনো। সবাই যদি তোমার মত ভাবতো।

গরী। কোন কোন মাল আগে যাইবে।

চিত্রা। একটু থাম্ গরীবুল্যা। [আনোয়ারাকে] সবাই যে যার মত ভাবছে। পুরাতন আজ চুরমার হ'য়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে। এই ভাঙ্গনের মুখে দাঁড়িয়ে নুতন ক'রে সত্যকে জানতে হবে। তাই কে ভুল কে ঠিক আজ বলবার সময় নয়। যদি বেঁচে থাকি—আবার যদি দেখা হয় তখন আবার কত কথা বলব কত কথা শুনব। কি বলছিলি বল?

গরী। লটকা বাবু মাল গাড়ীতে তুলি দিবার কইলে।

চিত্রা। লটকা কোথায়?

গরী। মটর গাড়ীতে।

চিত্রা। কেন?

গরী। মোক কইলে যে মাল বেশী। দুই কেপে পৌছান নাগিবে। পয়লা কেপে মাল নিয়া তাঁয় ইষ্টিশনে বসি থাকিবে। ফির্ গাড়ী ফিরি আইলে দোসরা কেপ মাল নিয়া তোমরা যাইবেন।

চিত্রা। [রাগতভাবে] এই সব হুকুম দিয়ে লাট সাহেব গাড়ীতে উঠে বসে আছেন! গাধা! এই লটকা!

গরী। থাউক দিদি। সরম হইছে না।

চিত্রা। কিসের সরম?

গরী। সে কথা আর কন না। চ্যাংড়া মানুষ এক কাম করিয়া এখন সরম হইছে।

আনো। কি ক'রেছে।

গরী। বড় সড়কে কেমন করি বা ইঁটার উপর উল্‌টি পড়ি গেইছে।

চিত্রা। [অবিশ্বাসের ভাবে] কি!

গরী। বাজারের দিকে যাইতে মুই না দ্যাখোঁ কি, যে ঐ রহমান ডাক্তার ফেট্টি বাঁধি দিতোছে। আউগানো—তখন মোক কইলে চল ত' গরীবুল্যা—মাল গুলান গাড়ীতে তুলি দিবু।

চিত্রা } কেমন করে লাগল?
আনো } কতটা চোট্?

গরী। চোট্ অল্পয়। চলেন মাল তুলি। বুড়া কত্তা কোঠে? তাক্ ওসব কন না। এমনি হলদিল হয়া আছে, শুনি ফির কাইড়াইবে।

চিত্রা। দাদু যে ওকে খুঁজতেই গেল।

[লটকাকে ধ'রে কালীবাবু, সঙ্গে সঙ্গে সদানন্দবাবু এলেন। লটকার মাথায় হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।]

কালী। এই ভাখ চিত্রা! লটকা কি সর্ব্বনাশ ক'রে ব'সেছে! এই সদানন্দবাবু ব'লছেন, লাঠি চার্জ্জ ক'রে পুলিশ মিছিল ভেঙ্গে দিয়েছে। ওঁকে

ডেকে আনছি, দেখি লটকা মটর গাড়ীতে লুকিয়ে ব'সে রয়েছে। তোকে এত ক'রে নিষেধ কল্লাম তবু তুই আমাদের কথা শুনলি নারে!

লট। না দাদু আমি সত্যি ওদের সঙ্গে মিছিলে যাই নি।

চিত্রা। [রেগে] খবরদার। মিছে কথা বলিস্ না লটকা।

[কিরণশশী ভিতর থেকে এল।]

এই গ্যাখ মা। তোমার গুণধর ছেলে কি ক'রেছে।

কির। এঁ্যা [ব'লে লটকাকে দেখে জড়িয়ে ধরল।]

চিত্রা। আমরা যে বিপদের ভয়ে দেশ ছেড়ে চ'লেছি, গদ্দভচন্দ্র চালিয়াতি ক'রতে গিয়ে সেই বিপদই ডেকে এনেছে—মিছিলে গিয়ে।

লট। না মা। কোনও বিপদ নয় মা।

কির। তুই সবার নিষেধ না মেনে, কেন মিছিলে গেলি ?

কালী। এ দুর্ব্বুদ্ধি তোর কেন হ'ল ভাই ?

লট। আমি মিছিলে যাই নি, একবারটি ওদের কাছে শুধু গিয়েছিলাম। গাড়ীতেই ত' ব'সেছিলাম না আঁদু দিদি ? ঐ আবদুল, হানিফ—মকবুল—ঐ গাধারা গান ক'ত্তে ক'ত্তে যাচ্ছে—

আমরি ! বাঙ্গলা ভাষা—

মোদের গরব মোদের আশা।

দাদু, এমন বিচ্ছিরি সুর ক'রে গাইছে, যে শুনে গাটা নিস্ পিস্ ক'রে উঠল। আমার আর সহ্য হল না।

সদা। পুলিশের লাঠি সহ্য হল ত' ?

লট। না মশাই, পুলিশের লাঠি নয়। আমি গিয়ে দুবার গেয়ে সুরটা ঠিক ক'রে দিলাম। ওরা বলে সঙ্গে যেতে। আমি কিছুতেই যাব না। হাত কাড়াকাড়ি ক'রে ছট্‌কে আসতে ঠিকরে পড়ে গেলাম।

কালী। [বিশ্বাস ক'রে] বেশী লাগে নি ত' ? না গেলেই হ'ত।

লট। বারে! বাঙ্গলা কি শুধু ওদেরই ভাষা। জলকে পানি ক'রে—সকালকে ফজর বিকেলকে আসব সন্ধ্যাকে শাম এই সব ক'রে বাংলা ভাষা এমনই ত' বিশ্রী ক'রেছে। তার উপর ভাল ভাল গান গুলো শুদ্ধ খারাপ ক'রে দেবে। আমি তাই গেলাম। চল দাদু রওনা হই।

গরী। হয় জলদী করেন; জলদী করেন।

কালী। হাঁ সদানন্দবাবু, ওটার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা দেখে আবার Stationএ কেউ কোনও গোল করবে না ত'?

সদা। বলা যায় না। এটা হিন্দুদের ইঙ্গিতেই হ'য়েছে, কর্ত্তারা এখন তাই প্রমাণ করবার চেষ্টা ক'রবে ত'।

[গরীবুল্যা রাস্তার দিকে চেয়েছিল। সে হঠাৎ ছুটে এসে লটকার হাত ধরে টেনে ভিতরে নিতে নিতে বলল।]

গরী। দাদাবাবু! জলদী ভিতরে চলি যান।

[লটকা চেয়ে দেখে স'রে পড়তে যাচ্ছে, এমন সময় Inspector হায়দার সাহেব, সঙ্গে এক বিহারী সিপাহী এল।]

হায়। ও লটকা—আরে শোন—শোন।

[লটকা বাধ্য হ'য়ে ফিরে এল।]

আরে ভাই তোমাকে এরেষ্ট ক'ত্তে হল যে। ভাল ক'রে ব্যাণ্ডেজ ক'রে নিয়েছ ত'?

কালী। [সভয়ে] লটকা ত' মিছিলে যায় নি।

হায়। ওর মাথায় হাতের জখমেই যে প্রমাণ রয়েছে। যাক, লটকা তুমি বরং তোমার মার সঙ্গে দাদুর সঙ্গে কথাটথা ব'লে নাও, আমি ততক্ষণ সলিম সাহেবের বাড়ী-থেকে আসি। খোদাবক্স! এই বাবুকো সামহালো।

সদা। মিছি মিছি একে জড়ান কি ভাল হল হায়দার সাহেব?

হায়। মিছি মিছি!

সদা। যখম ত' অন্ত ভাবেও হ'তে পারে। ও ত' বলছে রাস্তায় ইঁটের উপর প'ড়ে গিয়ে যখম হ'য়েছে।

হায়। [হেসে] মামলার সময় ঐ সব ব'লবেন উকীলবাবু। লাঠী চার্জের সময় আমি উপস্থিত ছিলাম, নিজে দেখেছি যে।

গরী। ওঃ হো! এই চ্যাংড়া মানুষ গুলাক তোমরায় পিটাইছেন? সরম হইল না?

হায়। আরে না। আমরা পিটাব কেন? বিহারী পুলিশ দিয়ে ও সব করান হ'য়েছে।

গরী। আচ্ছা—সব হিসাব ওয়াশীল দেওয়া হইবে।

হায়। [হেসে] মিছিলে গেলেই পারতিস্।

গরী। যাই নাই ত' কি হইল। এলায় ফির যামো। চ্যাংড়া গুলা তোমার রাজ্য কাড়ি নিবার চাছিল নাকি? হক্ কথা কইছে তাতে এত গোসা! তোমরা ইমান তওবা করি দিলেন মিঞা।

হায়। থাম্। আর ব'কতে হবে না। লটকা কিছু খেয়ে নিও। সবাইকে round up ক'রে case entry ক'রে, সব ব্যবস্থা ক'রতে, অনেক রাত হবে কিন্তু।

[হায়দার মিঞা চ'লে যেতে, কালীবাবু কিরণশশী চিত্রা আনোয়ারা সবাই এসে লটকাকে ঘিরে দাঁড়াল।]

কালী। লটকা। কি করলিরে ভাই।

কির। যাওয়ার সময় এ কি সর্ব্বনাশ করলি তুই—

লট। মা। চুপ কর।

কির। আমরা গরীব। টাকার টানাটানি। তার উপর এই মামলা মোকদ্দমা—

লট। তোমাদের কিছুই ক'ত্তে হবে না মা।

কালী। একটা দিন ধৈর্য্য ধরতে পারলি না লটকা।

লট। আমি ত' মিছিলে যাবই না ঠিক ক'রেছিলাম। তাই না আন্নু দিদি? গাড়ীর ভিতর ব'সে সব দেখে শুনে, আমার বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠল। তুমি ত' দেখেছ আন্নু দিদি ওরা এমন লাফাতে লাফাতে যাচ্ছিল যেন দিগ্বিজয়ে যাচ্ছে।

চিত্রা। বেশ যাচ্ছে ত' যাচ্ছে—তাতে তোর কি?

লট। বারে! বাঙ্গলা ভাষায় যত রাজ্যের উর্দ্দু ফার্সী ঢুকিয়ে জবরজঙ্গ ওরাই ক'চ্ছে, আবার বাংলা ভাষার জন্য লড়াই ক'রে ওরাই নামও কিনবে? বাঙ্গলা ভাষা আমাদের যত আদরের ওদের কি তাই? সমস্ত বাহাদুরী ওরাই নেবে! বারে!

[কালী বাবু চোখ মুছছে দেখে তার কাছে গিয়ে দুটি হাত ধরে লটকা গদ গদ কণ্ঠে বলতে লাগল।]

দাদু সব দেখে আমার মনে হ'তে লাগল আমি যেন ঐ লালারাম কাইয়া।

চিত্রা।
আনো। } কি?

লট। দিদি ঐ লালারামের মাকে, ওর দোকানের সামনে, মকর পাগলা যাচ্ছে তাই ক'রে গাল দিচ্ছিল। আর ও ব্যাটা ভয়ে চুপ ক'রে এক পাশে দাড়িয়েছিল। যখন বুটন কোচমান আর ঝাপ্‌সু এগিয়ে এসে ঘাড় ধরে মকর পাগলাকে সরিয়ে দিল, তখন এগিয়ে এসে খুব বাহাদুরী ফলাতে লাগল। আমি গিয়ে বললাম বোকচন্দ্র পাগলাকে তুমি তাড়ালে না কেন?' ও ব্যাটা তখন মহা চালিয়াতের মত বলল 'আরে বাবু বাউরা হ্যয় না! কাটেগা তব?' এই সব ভাবতে ভাবতে নিজেকে বড় ছোট মনে হ'ল দাদু—আমি আর থাকতে পারলাম না।

কালী। আমার কথা একবারও ভাবলি না ভাই। আমি অথর্ব্ব জড় ভরত। বিদেশে দুটি মেয়েছেলে নিয়ে কি করব বলত?

লট। কিছু ভেবনা দাদু আমাদের কিছু হবে না। আমরা ত' মারামারি করিনি। বরং ওরাই ক'রেছে। আমি ত' একা নই। সহর শুদ্ধ সবাই ছিল।

সদা। তুমি বিষম বোকা হে। হিন্দু ছেলেকটিকে ফাঁসিয়ে দিয়ে বাকি সব ওরা ছেড়ে দেবে।

কালী। তাই হবে। আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি তাই হবে।

লট। হোক্। দাদু তুমিই ত' বলেছ, স্বদেশীর সময় কেউ জেলে গেলে তোমরা ব'লতে, বক রাক্ষস দেশে এসেছে, যতদিন ভীম সেন না আসে ততদিন ঘর ঘর থেকে এক একটা ছেলে দিতে হবে। তোমার ঘর থেকে অন্যায় বক রাক্ষসের জন্য আমি গেলাম দাদু।

কালী। [কেঁদে ফেল্লেন] তুই ত' ভাই গেলি, কিন্তু সে ভীম সেন যে ক'বে আসবে।

লট। ভয় কি দাদু নিশ্চয় আসবে।

[ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মুরুকে নিয়ে হায়দার •মিঞা এল।]

মুরু। কে আসবে লটকা?

লট। অত্যাচারী বক রাক্ষস বধ ক'ত্তে ভীম সেন আসবে।

মুরু। আসবে কিরে! এসেছে। উদার মহৎ সহজ সরল ভীম সেন অযুত হস্তীর বল নিয়ে এসে গেছে। সমবেত অন্যায় বিরোধী জনসাধারণই যে ভীম সেন। তার বলের তুলনা নেই। কি বলেন দাদু?

কালী। ওসব কথা ব'লতেও ভাল শুনতেও ভাল। কিন্তু রওনা হবার মুখে আমি যে মহা অশান্তিতে পড়লাম ভাই।

মুরু। সারা দুনিয়ায় অশান্তি। তার ছোঁয়াচ কি না লেগে পারে? অত্যাচারী লোভী আত্ম সুখ সর্ব্বশ্বের দল, দল বেঁধে সুবিধা ক'চ্ছে। তাই শান্তি প্রিয় সংসারী লোকরাও দল বাঁধতে বাধ্য হ'চ্ছে। দিকে দিকে তার আয়োজন হ'চ্ছে। সম্পূর্ণ হ'তে আর বেশী দেরী নাই দাদু।

হায়। চল মুরু চল লটকা।

[ব্যস্ত ভাবে সলিম সাহেব এলেন।]

আলি। আমি ডি এমএর কাছে ছিলাম। বাড়ী ফিরেই শুনলাম সব। What is this হায়দর ?

হায়। যারা মিছিল ক'রে unlawful assembly ক'রেছে তাদের arrest করবার হুকুম হয়েছে সাহেব।

সলি। কে হুকুম দিল ? S. P. ?

হায়। D. M. দিয়েছেন কি S. P. দিয়েছেন ঠিক জানি না। তবে arrest করার order আমরা D. S. P. সাহেবের কাছে থেকে পেয়েছি।

সলি। [রাগত ভাবে] That Bihari trouble monger. সেখানে হিন্দুরা পিটিয়েছে, তাই এখানে এসে তার দাদ তুলছে।

হায়। Riot এর সময় যারা Bihar এ West Bengal এ ছিল তারাই ত' option দিয়ে এই East Pakisthan এ এসেছে। গায়ের জ্বালা ত' সবারই আছে।

সলি। তাই বলে নিজেদের ছেলে পিলের উপর।

[আবু মিঞা এলেন।]

আবু। নিজেদের ছেলে পিলের গায়ে আঁচ লাগতেই, জ্বলুনি সুরু হ'য়েছে দেখছি !

আলি। এই রকম temper নিয়ে কি administration চলে ? যত সব high strung, cross tempered riot ফেরতা officer.

আবু। এখানেও তাই সেখানেও তাই। আগুন লাগলে না নিভিয়ে ফুঁ দিয়ে বাড়ায়। যাক্ এদের জামীনের ব্যবস্থা কর গে।

সলি। সে আমি ক'রে নেব। কিন্তু ভাবছি একি !

[ভিতরের পথ দিয়ে নুরুর মা এসে কিরণশশীর কাঁধ ধরে দাড়াল। নেপথ্যে একটা কলরব শোনা গেল।]

হায়। ঐ যে আরও সব দলবল round up হ'য়ে এল। এইবার আমাদেরও এগুতে হয়।

মুক। তোমাদের বুঝি যাওয়া আর হয় না চিত্রাদি।

চিত্রা। আমরা আর যাব না ভাই।

কালী। না—না—এ দেশ ছেড়ে যত শীগ্‌গির যেতে পারি ততই মঙ্গল। অভিশপ্ত ত্রিপুষ্করা পাওয়া দেশ, এদেশে কারও কল্যাণ হবে না। ছিঃ ছিঃ নিরপরাধ ছেলে গুলোকে লাঠী পিটায়।

হায়। Law & order এত রাখতেই হবে। হিন্দুস্থানেও তাই হ'চ্ছে দেখুন গিয়ে।

কালী। এসব জুলুম কেন হবে? এরা কি রাজ্য কেড়ে নিত?

হায়। ওখানে মেয়েদের পর্য্যন্ত গুলী ক'রে মারা হ'য়েছে। তারা কি রাজ্য কেড়ে নিত? আমরা Law & order maintain ক'র্ত্তে বাধ্য।

আবু। তা সে যত bad Lawই হোক আর যত bad orderই হোক্‌।

হায়। Law ত' আমরা তৈরী করি না সাহেব। Law করেন আপনারা অর্থাৎ আপনারা ভোট দিয়ে যাদের পাঠান তারাই। মিছে আমাদের দোষ দেবেন না। চল যাই লটকা—চল মুক্ল মিঞা—

[দৌলত বিবি একটু জোরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌তেই]

মুক। মা—খবরদার! চোখের জল ফেলতে পাবে না। যে সব শহীদরা ঢাকায় প্রাণ দিয়েছে তাদের মায়েদের কথা মনে কর। কতবারই ত' ৪।৫ মাস ছেড়ে থেকেছি—না হয় এবারও কিছু দিন ছেড়ে থাকব। ভয় কি?

[লটকাকে জড়িয়ে ধরে কালী বাবু চোখ মুছছিলেন]

হায়। চল লটকা আর দেরী নয়।

লট। দাদু—[কালীবাবু তাকে বুকে চেপে ধ'রলেন]

কালী। আমার দিন ফুরিয়েছে ভাই। তোকে দেখতে না পেলে তোর হাতের আগুন না পেলে আমার যে গঙ্গালাভ ক'রেও শান্তি হবে না। দিন

ফুরিয়েছে—ভাই দিন ফুরিয়েছে—

লট। দিদি—মা—দাদুকে একটু ধর এসে, দাদু কাঁপছে—নানা

[আবু মিঞা এগিয়ে কালীবাবুকে ধরলেন]

নুরু। চল লটকা—ভয় ক'রছে ?

[লটকা সবার দিকে চেয়ে নুরুর হাত ধ'রে হঠাৎ গান গাইতে গাইতে চলল। পিছনে গেল হায়দর মিঞা ও সিপাহী খোদাবক্স।)

লট। ঝুঠার রাশি হটারে হাসি
আমরা নওজোয়ান
পাকীস্তান পাকীস্তান—

[এরা বেরিয়ে যেতেই লটকার গান থামতে না থামতে বাইরে কে একটি ছেলে উৎসাহ ভরে আল্লাহো আকবর ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে গান ধরল।

কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট—
রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ দেবী—

গানের শব্দ ক্রমশঃ দূরে সরে গেল।]

ছলি। চলুন ত' সদানন্দবাবু! মমতাজকে নিয়ে এখনই S. D. O. এর কাছে **bail petition move** করার ব্যবস্থা করিগে।

সদা। নিশ্চয়—নিশ্চয়—চলুন। মামলায় ওরা কিছুই ক'ত্তে পার্ব্বে না—

আবু। ফরিয়াদী যখন নিজে বিচারক তখন সুবিচার কি সম্ভব।

সদা। যা বলেছেন—চলুন।

(সদানন্দ ও সলিম চ'লে গেল। কিরণশশী এগিয়ে এসে কালীবাবুকে বল্ল)

কির। বাবা! যাবার আয়োজন বন্ধই করি।

চিত্রা। হাঁ মা—এখন যাওয়া সম্ভব নয়।

(কালীবাবু উদাস দৃষ্টিতে শূন্যের দিকে চেয়েছিলেন চিত্রার দিকে চেয়ে কম্পিত কণ্ঠে বললেন।)

কালী। না—না—না—যেতেই হবে। চল্ দিদি পালাই। একটাকে দিয়ে গেলাম। তোকে ত' বাঁচাতে হবে। চল্ চল্—

চিত্রা। দাদু!

কালী। আমি কোনও কথা শুনব না। আমি বাড়ীর কর্ত্তা। সংসার রক্ষার দায়ীত্ব আমার। আমি যাবই—চল্—চল্—

চিত্রা। আমি ত' আর যাব না দাদু।

কালী। খবরদার! আমার কথার উপর কথা বলবি না। আমি যাবই—গরীবুল্যা মাল তোল ত' গাড়ীতে—

চিত্রা। দাদু—একটা কথা শোন—

কালী। না আমি কোনও কথা শুনব না। আমি বেঁচে থাকতে আমার বুক থেকে তোদের কেড়ে নেবে দিদি, আমি এ দেশে থাকব না—গরীবুল্যা—

গরী। আইজ সাচ্চা পয়দা হইতেছে তাই এত মাইনষের এত তকলিফ—

(চিত্রা মাথা নীচু ক'রল। আবু মিঞা কাছে এসে তাকে বলল।)

আবু। কেন যেতে চাচ্ছিস না চিত্রা—

চিত্রা। নানা—দিনের পর দিন, নিরঙ্কুশ অত্যাচার দেখে দেখে, আমার অসহ্য হ'য়ে উঠেছিল। আজ আমি দেখতে পাচ্ছি এখানেও প্রতিবাদ আছে অত্যাচারকে বাধা দেবার মানুষ আছে। দুঃখ কষ্ট নির্য্যাতনে আমি ভয় পাই না নানা। আমি মরে যাচ্ছিলাম আত্মার অপমানে। আজ ওরা লড়বে আর আমি পালাব? এ আমি পার্ব্ব না—কিছুতেই পার্ব্বো না।

[আবু চিত্রার মাথায় হাত দিল]

আবু। আল্লার কাছে দোয়া চাইছি দিদি—তোর ভাল হোক। যারা আজ মান আর ইমান রাখতে এগিয়েছে তাদের কল্যাণ হোক্। কালীদা—তুমিই না গাইতে—

আঁখি মেলে তোমার আলো

প্রথম আমার চোখ জুড়াল

ঐ আলোতে নয়ন রেখে

মুদব নয়ন শেষে।

সারা জীবনের সুখ দুঃখ এদেশে জড়ান আছে ছড়ান আছে। এদেশ ছেড়ে কেন যাবে? ঐ ত' সুরু লটকা ওরা হাত ধরাধরি করে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, ধর্ম্মান্ধতার মুখোষপরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে এগিয়ে গেল। আজ নূতন ক'রে আলো দেখতে পাচ্ছি। মিলনের মঞ্জিল গড়ে উঠছে ভাই, শহীদরা বুকের রক্ত ঢেলে তাকে পবিত্র ক'রেছে—এ দেখার আনন্দ ছেড়ে কোথায় যাবে? এস ব'স।

[কালীবাবুকে টেনে এনে গার্ডেন বেঞ্চে দুজনে বসল।]

কালীদা—

কালী। কি ভাই।

আবু। ওরা কেমন গলা ধরাধরি ক'রে গেল, এসনা আমরা দুজনও গলা ধরাধরি ক'রে গান গাই।

কালী। গান!

আবু। হাঁ দাদা। আমরা হিন্দু হই—মুসলমান হই—আমরা বৌদ্ধ খৃষ্টান যাই হই, সবার আগে আমরা বাঙ্গালী। এস না বাঙ্গলার জয় গান গাই—

বাংলার মাটি বাংলার জল

ধন্য হোক—ধন্য হোক—

গাও—কালীদা—

কালী বাবু গাহিতে লাগিলেন—চিত্রা এগিয়ে গিয়ে তাদের পিঠের কাছে দাড়িয়ে গাইতে লাগিল। গরীবুল্যা তাদের পায়ের কাছে ব'সে মুখের দিকে চেয়ে রইল। গান চলতে লাগল—

বাঙ্গালীর আশা বাঙ্গালীর ভাষা

বাঙ্গালীর বুকে যত ভালবাসা—

ধন্য হউক ধন্য হউক ধন্য হউক হে ভগবান।

Government of West Bengal
Office of the Commissioner of Police
Detective Department

Group
Branch

No. 9540/DD/Pr 60-53

From

The Deputy Commissioner of Police,
Detective Department, Calcutta.

To

The Secretary,
KRANTI SILPI SANGHA
124 C, Dharmatalla Street
Calcutta-13

Dated, December 23rd, 1953

Subject—

Dear Sir,

With reference to your letter dated 22. 12. 53. asking for permission to stage the manascript drama 'Banglar Mati' written by Sri Tulsidas Lahiri on board the public stage on the 23rd December 1953. I am to inform you that there is no objection to the same being staged subject to deletion of the following portions.

Yours faithfully
Sd/. H. K. Sengupta. 23. 12
for Deputy Commissioner Of Police,
Detective Department, Lalbazar
Calcutta.

Deleted Portions :—	Page No
1. এর পরও ... ... মনে করব ?	27
2. আমার মত কত মেয়ে ... ... massage homeএ যাচ্ছে	40
3. পাকীস্তানে ... ... ফল পাওয়া যায় না	48
4. (i) পঞ্চম বাহিনী ... ... ভাল	54
(ii) পঞ্চমবাহিনীর ... ... হিন্দুরা	54
5. ইংরেজ ডেকে ... ... সর্বনাশ	
6. (i) মুসলমানদের ... ... হাতিয়ে নিতেন	56
(ii) ... ... কাফের কুকুর	57
7. লাথি মেরে ... ... মরবেন	58
8. ... ... গুলি করি মানুষ মারে	
9. (i) That বিহারী Trouble ... ... হিন্দুরা পিটিয়েছে	94
(ii) Riot ফেরতা officer	94
(iii) Law and order এর জন্য হিন্দুস্থানেও তাই হচ্ছে দেখুন গিয়ে	95

১। মায়ের দাবী

(রংমহলে অভিনীত এবং
"রিক্তা" নামে টকীতে রূপান্তরিত)

২। দুঃখীর ইমান

(শ্রীরঙ্গমে অভিনীত এবং
টকীতে রূপান্তরিত)

৩। পথিক

("বহুরূপী" কর্ত্তৃক অভিনীত এবং
টকীতে রূপান্তরিত)

৪। ছেঁড়াতার

(বহুরূপী কর্ত্তৃক অভিনীত)

O P

রায় চৌধুরী প্রিন্টিং হোম,
১, হজুরীমল লেন, কলিকাতা-১৪

G. P.